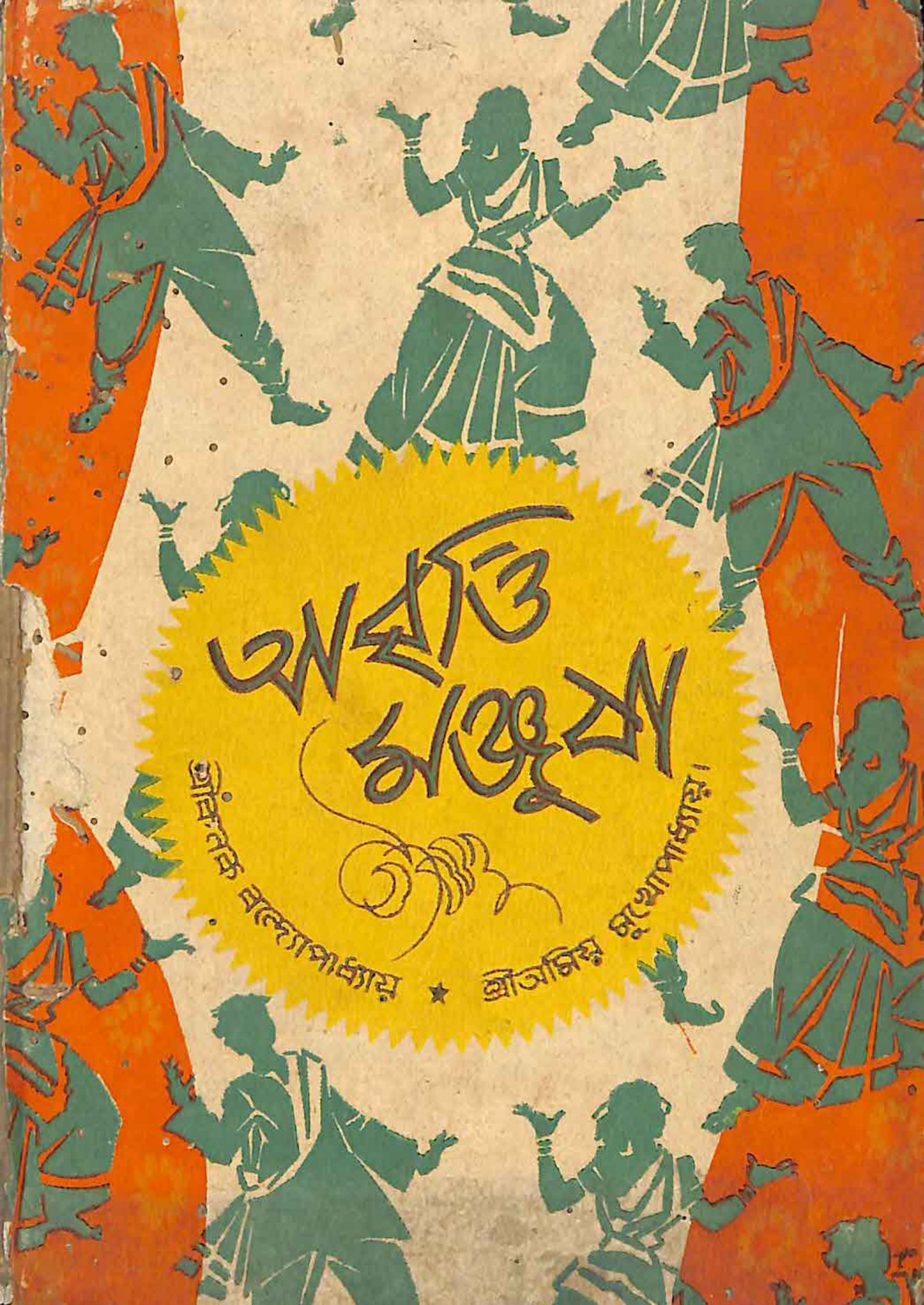

আবৃত্তি মঞ্জুষা
শ্রীকনক বন্দ্যোপাধ্যায় ★ শ্রীঅমিয় মুখোপাধ্যায়

আবৃত্তি-মঞ্জুষা

শ্রীকনক বন্দ্যোপাধ্যায়
শ্রীঅমিয়রঞ্জন মুখোপাধ্যায়

এ, মুখার্জ্জী এণ্ড কোং

প্রকাশক

শ্রীঅমিয়রঞ্জন মুখোপাধ্যায়

২, কলেজ স্কোয়ার, কলিকাতা

তৃতীয় সংস্করণ

সাড়ে তিন টাকা

মুদ্রাকর

শ্রীনগেন্দ্রনাথ হাজরা

বোস প্রেস

৩০, ব্রজনাথ মিত্র লেন, কলিকাতা

ভূমিকা

সংস্কৃততে একটি কথা আছে যে—

"আবৃত্তি সর্ব্বশাস্ত্রাণাং বোধাদপি গরীয়সী"

সত্যই, আবৃত্তি—সুন্দর সুষ্ঠু আবৃত্তি বোধশক্তির এবং কবিতা প্রভৃতির অর্থ উপলব্ধিতে যতখানি সহায়তা করে তেমন আর কিছুতে করে কি না সন্দেহ। সুন্দর আবৃত্তি শুধু যে বোধশক্তিকে বর্দ্ধিত করে তাহা নহে। ইহা আমাদের জড়তা দূর করে, স্পষ্ট উচ্চারণ করিতে শিখায়, প্রয়োজন অনুসারে ছেদ-বিন্যাস প্রভৃতি নিয়োগ করিয়া পাঠ করিতে শিখায়। তাই সুন্দর আবৃত্তি শুনিলে আমরা কখনও বা বিস্ময়ে, কখনও বা পুলকে কৌতুকে, কখনও বা করুণরসে আপ্লুত হইয়া থাকি।

শিক্ষায় আবৃত্তির এইরূপ উপযোগিতা থাকা সত্ত্বেও ইহা বড়ই দুঃখের বিষয় যে বাঙ্গলায় আবৃত্তির উপযোগী কোন গদ্য-পদ্যময় আবৃত্তি সঙ্কলন ছিল না। সেই অভাব পূরণ করিবার জন্য আমরা এই সঙ্কলন-কার্য্যে ব্রতী হইয়া কয়েক বৎসর পূর্ব্বে আবৃত্তি-মঞ্জুষার প্রথম সংস্করণ প্রকাশ করি। প্রথম প্রকাশের সময় আমাদের সন্দেহ ছিল, গ্রন্থখানি পাঠক-সমাজে কিরূপ সমাদর লাভ করিবে। কিন্তু অল্প কয়েক বৎসরের মধ্যে গ্রন্থখানির তৃতীয় সংস্করণ প্রকাশিত হইতে দেখিয়া আমরা আমাদের সকল শ্রম সার্থক জ্ঞান করিয়াছি এবং উত্তরোত্তর গ্রন্থখানিকে আকর্ষণীয় করিবার চেষ্টা করিয়াছি।

আবৃত্তির জন্য যে সকল কবিতা বা গদ্যাংশ এই গ্রন্থে নির্ব্বাচিত হইয়াছে সেগুলি যাহাতে সকল বয়সের ব্যক্তির উপযোগী হয় সেদিকে আমরা বিশেষ লক্ষ্য রাখিয়াছি।

বর্ত্তমান সংস্করণের বিশেষত্ব সম্বন্ধে কয়েকটি কথা বলা প্রয়োজন মনে করি। এই সংস্করণে বিষয় অনুসারে সমস্ত কবিতা ও গদ্যরচনা সাজান হইয়াছে। অনেক নূতন হাস্য-রসাত্মক রচনা এবং অভিনয়োপযোগী নাটক-নাটিকার দৃশ্য সংযোজিত হইয়াছে। পূর্ব্ব পূর্ব্ব সংস্করণের বহু কবিতা পরিত্যক্ত হইয়াছে এবং নূতন নূতন বহু কবিতা সংযোজন করিয়া গ্রন্থের কলেবর বাড়াইয়া গ্রন্থখানিকে অধিকতর উপাদেয় করার চেষ্টা করিয়াছি।

যে সকল লেখক-লেখিকার রচনা এই পুস্তকে গৃহীত হইয়াছে তাঁহাদের সকলকে ও তাঁহাদের প্রকাশকদিগকে আমরা আমাদের আন্তরিক কৃতজ্ঞতাপূর্ণ ধন্যবাদ নিবেদন করিতেছি।

বৈশাখী পূর্ণিমা ১৩৫৪

শ্রীকনক বন্দ্যোপাধ্যায়
শ্রীঅমিয়রঞ্জন মুখোপাধ্যায়

আবৃত্তি-মঞ্জুষা

সূচীপত্র

পৌরাণিকী

রামের বিলাপ

চেতনা পাইয়া নাথ কহিলা কাতরে ;—
"রাজ্য ত্যজি, বনবাসে নিবাসিনু যবে,
লক্ষ্মণ, কুটীরদ্বারে, আইলে যামিনী,
ধনুঃ করে, হে সুধন্বি, জাগিতে সতত
রক্ষিতে আমায় তুমি ; আজ রক্ষঃপুরে—
আজি এই রক্ষঃপুরে অরি-মাঝে আমি,
বিপদ্-সলিলে মগ্ন ; তবুও ভুলিয়া
আমায়, হে মহাবাহু, লভিছ ভূতলে
বিরাম ? রাখিবে আজি কে, কহ, আমারে ?
উঠ, বলি ! কবে তুমি বিরত পালিতে
ভ্রাতৃ-আজ্ঞা ? তবে যদি মম ভাগ্যদোষে—
চিরভাগ্যহীন আমি—ত্যজিলা আমারে,
প্রাণাধিক, কহ, শুনি, কোন্ অপরাধে
অপরাধী তব কাছে অভাগী জানকী ?
দেবর লক্ষ্মণে স্মরি রক্ষঃ কারাগারে
কাঁদিছে সে দিবানিশি। কেমনে ভুলিলে—
হে ভাই, কেমনে তুমি ভুলিলে হে আজি,
মাতৃসম নিত্য যারে সেবিতে আদরে !
হে রাঘবকুলচূড়া, তব কুলবধূ,
রাখে বাঁধি পৌলস্তেয় ? না শাস্তি' সংগ্রামে

হেন দুষ্টমতি চোরে, উচিত কি তব
এ শয়ন—বীরবীর্য্যে সর্ব্বভুক্‌সম
দুর্ব্বার সংগ্রামে তুমি ? উঠ, ভীমবাহু,
রঘুকুলজয়কেতু ! অসহায় আমি
তোমা বিনা, যথা রথী শূন্যচক্র রথে !
তোমার শয়নে হনূ বলহীন, বলি,
গুণহীন ধনুঃ যথা ; বিলাপে বিষাদে
অঙ্গদ, বিষণ্ণ মিতা সুগ্রীব সুমতি,
অধীর কর্ব্বুরোত্তম বিভীষণ রথী,
ব্যাকুল এ বলীদল। উঠ, ত্বরা করি ;
জুড়াও নয়ন, ভাই, নয়ন উন্মীলি !
কিন্তু ক্লান্ত যদি তুমি এ দুরন্ত রণে,
ধনুর্দ্ধর, চল ফিরি যাই বনবাসে।
নাহি কাজ, প্রিয়তম, সীতার উদ্ধারি,—
অভাগিনী ! নাহি কাজ বিনাশি' রাক্ষসে
তনয়-বৎসলা যথা সুমিত্রা-জননী
কাঁদেন সরযূ-তীরে, কেমনে দেখাব
এ মুখ, লক্ষ্মণ, আমি, তুমি না ফিরিলে
সঙ্গে মোর ? কি কহিব, শুধিবেন যবে
মাতা, 'কোথা, রামভদ্র, নয়নের মণি

আমার, অনুজ তোর ?' কি ব'লে বুঝাব
উর্ম্মিলা বধূরে আমি, পুরবাসী জনে ?
উঠ, বৎস আজি কেন বিমুখ হে তুমি
সে ভ্রাতার অনুরোধে, যার প্রেমবশে,
রাজ্যভোগ ত্যজি' তুমি পশিলা কাননে ৷
সমঃদুখে সদা তুমি কাঁদিতে হেরিলে
অশ্রুময় এ নয়ন, মুছিতে যতনে
অশ্রুধারা ; তিতি এবে নয়নের জলে
আমি, তবু নাহি তুমি চাহ মোর পানে,
প্রাণাধিক ! হে লক্ষ্মণ, এ আচার কভু,
(সুভ্রাতৃবৎসল তুমি বিদিত জগতে !)
সাজে কি তোমারে, ভাই, চিরানন্দ তুমি
আমার ! আজন্ম আমি ধর্ম্মে লক্ষ্য করি',
পূজিনু দেবতাকুলে,—দিলা কি দেবতা
এই ফল ? হে রজনি, দয়াময়ী তুমি,
শিশির-আসারে নিত্য সরস' কুসুমে,
নিদাঘার্ত্ত, প্রাণদান দেহ এ প্রসূনে !
সুধানিধি তুমি, দেব সুধাংশু ; বিতর
জীবনদায়িনী সুধা, বাঁচাও লক্ষ্মণে—
বাঁচাও, করুণাময়, ভিখারী রাঘবে ৷"

—মাইকেল মধুসূদন দত্ত

সীতা ও সরমা

[অশোকবনে সীতার পদপ্রান্তে সরমা উপবিষ্টা]

সীতা—হিতৈষিণী সীতার পরমা
তুমি, সখি! পূর্ব্বকথা শুনিবারে যদি
ইচ্ছা তব, কহি আমি, শুন মনঃ দিয়া।—
ছিনু মোরা, সুলোচনে, গোদাবরী-তীরে,
কপোত-কপোতী যথা উচ্চ বৃক্ষ-চূড়ে
বাঁধি নীড়, থাকে সুখে; ছিনু ঘোর বনে,
নাম পঞ্চবটী, মর্ত্ত্যে সুর-বন-সম।
সদা করিতেন সেবা লক্ষ্মণ সুমতি।
দণ্ডক ভাণ্ডার যার, ভাবি দেখ মনে,
কিসের অভাব তার? যোগাতেন আনি
নিত্য ফল মূল বীর সৌমিত্রি; মৃগয়া
করিতেন কভু প্রভু; কিন্তু জীব-নাশে
সতত বিরত, সখি, রাঘবেন্দ্র বলী,—
দয়ার সাগর নাথ, বিদিত জগতে!
ভুলিনু পূর্ব্বের সুখ! রাজার নন্দিনী,
রঘু-কুল-বধূ আমি; কিন্তু এ কাননে,
পাইনু সরমা সই, পরম পিরীতি!
কুটীরের চারিদিকে কত যে ফুটিত
ফুলকুল নিত্য নিত্য, কহিব কেমনে?

পঞ্চবটী-বন-চর মধু নিরবধি !
জাগা'ত প্রভাতে মোরে কুহরি সুস্বরে
পিক-রাজ ! কোন্ রাণী, কহ, শশিমুখি,
হেন চিত্ত-বিনোদন বৈতালিক-গীতে
খোলে আঁখি ? শিখী সহ, শিখিনী সুখিনী
নাচিত দুয়ারে মোর। নর্ত্তক নর্ত্তকী,
এ দোঁহের সম, রামা, আছে কি জগতে ?
অতিথি আসিত নিত্য করভ, করভী,
মৃগশিশু, বিহঙ্গম, স্বর্ণ-অঙ্গ কেহ,
কেহ শুভ্র, কেহ কাল, কেহ বা চিত্রিত,
যথা বাসবের ধনুঃ ঘন-বর শিরে,
অহিংসক জীব যত। সেবিতাম সবে,
মহাদরে ; পালিতাম পরম যতনে,
মরুভূমে স্রোতস্বতী তৃষাতুরে যথা,
আপনি সুজলবতী বারিদ-প্রসাদে !
সরসী আরসি মোর ! তুলি' কুবলয়ে,
(অতুল-রতন-সম) পরিতাম কেশে ;
সাজিতাম ফুল-সাজে ; হাসিতেন প্রভু,
বনদেবী বলি মোরে সম্ভাষি কৌতুকে।
হায়, সখি, আর কি লো পাব প্রাণনাথে ?

আর কি এ পোড়া আঁখি এ ছার জনমে
দেখিবে সে পা দুখানি—আশার সরসে
রাজীব ; নয়নমণি ? হে দারুণ বিধি,
কি পাপে পাপী এ দাসী তোমার সমীপে ?

[চক্ষে বস্ত্রাঞ্চল প্রদান করিয়া সীতাদেবী অশ্রুমোচন করিতে লাগিলেন]

সরমা—স্মরিলে পূর্ব্বের কথা ব্যথা মনে যদি
পাও, দেবি, থাক্ তবে ; কি কাজ স্মরিয়া ?
হেরি তব অশ্রুবারি ইচ্ছি মরিবারে।

সীতা—এ অভাগী, হায়, লো সুভগে,
যদি না কাঁদিবে তবে কে আর কাঁদিবে
এ জগতে ? কহি, শুন, পূর্ব্বের কাহিনী।
পঞ্চবটী বনে মোরা গোদাবরী-তটে
ছিনু সুখে ! হায়, সখি, কেমনে বর্ণিব
সে কান্তার-কান্তি আমি ? সতত স্বপনে
শুনিতাম বন-বীণা বন-দেবী-করে ;
সৌর-কর-রাশি-বেশে সুর-বালা-কেলি
পদ্মবনে ; কভু সাধ্বী ঋষি-বংশ-বধূ
সুহাসিনী, আসিতেন দাসীর কুটীরে,
সুধাংশুর অংশু যেন অন্ধকার ধামে !
অজিন, (রঞ্জিত, আহা, কত শত রঙে !)

পাতি' বসিতাম কভু দীর্ঘ তরু-মূলে,
সখী-ভাবে সম্ভাষিয়া ছায়ায়, কভু বা
কুরঙ্গিণী-সঙ্গে রঙ্গে নাচিতাম বনে ;
গাইতাম গীত, শুনি কোকিলের ধ্বনি ।
নব-লতিকার, সতি, দিতাম বিবাহ
তরু-সহ, চুম্বিতাম, মঞ্জরিত যবে
দম্পতী, মঞ্জরীবৃন্দে, আনন্দে সম্ভাষি
নাতিনী বলিয়া সবে ! গুঞ্জরিলে অলি,
নাতিনী-জামাই বলি' বরিতাম তারে !
কভু বা প্রভুর সহ ভ্রমিতাম সুখে
নদী-তটে, দেখিতাম তরল সলিলে
নূতন গগন যেন, নব তারাবলী,
নব নিশাকান্ত-কান্তি ! কভু বা উঠিয়া
পর্ব্বত উপরে, সখি, বসিতাম আমি
নাথের চরণ-তলে, ব্রততী যেমতি
বিশাল রসাল-মূলে ; কত যে আদরে
তুষিতেন প্রভু মোরে, বরষি বচন-
সুধা, হায়, কব কারে ? কব বা কেমনে ?
শুনেছি কৈলাস-পুরে কৈলাস-নিবাসী
ব্যোমকেশ, স্বর্ণাসনে বসি গৌরী সনে,

আগম, পুরাণ, বেদ পঞ্চতন্ত্র কথা
পঞ্চমুখে পঞ্চমুখ কহেন উমারে ;
শুনিতাম সেইরূপে আমিও, রূপসি,
নানা কথা ! এখনও. এ বিজন বনে.
ভাবি আমি শুনি যেন সে মধুর বাণী !—
সাঙ্গ কি দাসীর পক্ষে. হে নিষ্ঠুর বিধি,
সে সঙ্গীত ?

[বিষাদে সীতাদেবী নীরব হইলেন]

সরমা— শুনিলে তোমার কথা রাঘব-রমণি,
ঘৃণা জন্মে রাজ-ভোগে। ইচ্ছা করে. ত্যজি'
রাজ্য-সুখ. যাই চলি' হেন বন-বাসে !
কিন্তু ভেবে দেখি যদি, ভয় হয় মনে।
রবিকর যবে দেবি, পশে বনস্থলে
তমোময়, নিজগুণে আলো করে বনে
সে কিরণ ; নিশি যবে যায় কোন দেশে,
মলিন-বদন সবে তার সমাগমে !
যথা পদার্পণ তুমি কর, মধুমতী,
কেননা হইবে সুখী সর্ব্বজন তথা.
জগত-আনন্দ তুমি. ভুবন-মোহিনী !

—মাইকেল মধুসূদন দত্ত

দধীচির আত্মত্যাগ

উঠি' তপোধন
সশিষ্যে, সম্ভ্রমে সুখে অতিথি সম্ভাষি,'
যোগাইল মৃগচর্ম—পবিত্র আসন।
জিজ্ঞাসিল সুশীতল গম্ভীর বচনে
"আশ্রমে কি হেতু গতি ? কিবা অভিলাষ ?"
কে পারে আনিতে মুখে, সে নিষ্ঠুর বাণী—
কে পারে চাহিতে অন্যে প্রাণ ভিক্ষাদান,
না পেয়ে হৃদয়ে ব্যথা ? কে হেন দারুণ
প্রাণীমাঝে ?—নিস্পন্দ, নিস্তব্ধ পুরন্দর !

হেরি ঋষি, ক্ষণকালে, ধ্যানেতে জানিলা
অতিথির অভিলাষ ; গদ-গদ-স্বরে
মহানন্দে তপোধন কহিলা তখন,
"পুরন্দর, শচীকান্ত !—কি সৌভাগ্য মম,
জীবন সার্থক আজি, পবিত্র আশ্রম !
এ জীর্ণ পঞ্জর-অস্থি পঞ্চভূতে ছার
না হ'য়ে, অমরোদ্ধারে নিয়োজিত আজি !
হা দেব, এ ভাগ্য মম স্বপ্নের অতীত !"

এতেক কহিয়া ধীরে মহাতপোধন,—
শুদ্ধচিত্তে পট্টবস্ত্র, উত্তরীয় ধরি,

গায়ত্রী গম্ভীর স্বরে উচ্চারি সঘনে,
আইলা অঙ্গন-মাঝে, কৈলা অধিষ্ঠান
সুনিবিড়, সুশীতল,পল্লবশোভিত
শতবাহু বটমূলে। আনি যোগাইলা
সাশ্রুনেত্র শিষ্যবৃন্দ, আকুলহৃদয়,
যোগাসন, গাঙ্গেয় সলিল সুবাসিত।
জ্বালিলা চৌদিকে ধূপ, অগুরু, গুগ্‌গুল্‌,
সর্জরস, সুগন্ধিত কুসুমের স্তর
চর্চ্চিত চন্দনরসে রাখিলা চৌদিকে,
মুনীন্দ্রে তাপসবৃন্দ মাল্যে সাজাইলা।
বসিলা ধীমান্‌—আহা, ললিত দৃষ্টিতে
দয়ার্দ্র হৃদয় যেন প্রবাহে বহিছে!
চাহি' শিষ্যকুল মুখ, মধুর সম্ভাষে
কহিলেন অশ্রুধারা মুছায়ে সবার,
সুধাপূর্ণ বাণী ধীরে ধীরে,—"কি কারণ,
হে বৎস-মণ্ডলি, হেন সৌভাগ্যে আমার
কর সবে অশ্রুপাত? এ ভব-মণ্ডলে
পরহিতে প্রাণ দিতে পায় কতজন!
হে ক্ষুব্ধ তাপসবৃন্দ, হে শিষ্যমণ্ডলি,
জগৎ-কল্যাণ হেতু নরের সৃজন,

নরের কল্যাণ নিত্য সে ধর্ম্ম পালনে,
নিঃস্বার্থ মোক্ষের পথ এ জগতীতলে।”
আরম্ভিলা তারস্বরে চতুর্ব্বেদ গান,
উচ্চে হরিসঙ্কীর্ত্তন মধুর গম্ভীর.
বাষ্পাকুল শিষ্যবৃন্দ—ধ্যানমগ্ন ঋষি
মুদিলা নয়নদ্বয় বিপুল উল্লাসে।
মুনিশোকে অকস্মাৎ অচল পবন,
তপনে মৃদুল রশ্মি স্নিগ্ধ নভস্তল,
সমূহ অরণ্য ভেদি' সৌরভ উচ্ছ্বাস,
বন লতা তরুকুল শোকে অবনত!
দেখিতে দেখিতে নেত্র হইল নিশ্চল,
নাসিকা নিঃশ্বাস-শূন্য, নিষ্পন্দ ধমনী,
বাহিরিল ব্রহ্মতেজ ব্রহ্মরন্ধ্র ফুটি'
নিরুপম জ্যোতিঃপূর্ণ—ক্ষণে শূন্যে উঠি'
মিশাইল শূন্যদেশে। বাজিল গম্ভীর
পাঞ্চজন্য—হরিশঙ্খ, শূন্যদেশ জুড়ি'
পুষ্পাসার বরষিল মুনীন্দ্রে আচ্ছাদি!
দধীচি ত্যজিলা তনু দেবের মঙ্গলে।

—হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়

বুদ্ধদেবের গৃহত্যাগ

অতীত নিশার্দ্ধ ; মহা উৎসবের শেষে
পিতার চরণে বুদ্ধ হইয়া বিদায়
চলিল আপন পুরে, দেখিতে দেখিতে
সেই শান্ত নীলাকাশে লেখা নিয়তির ;
দাঁড়ায়ে অলিন্দে দেখিলেন, দেবগণ
নীলাকাশে নতকায় পূজিছে তাঁহায়
প্রীতিপুষ্পে, মেলি' শত তারকা-নয়ন
অপেক্ষিছে প্রীতিভরে তাঁর নিক্রমণ !
পুষ্যা নক্ষত্রের সহ মিশি' সুধাকর
করিয়াছে মহাযোগ পুণ্য প্রীতিময়,
গাইছে অনন্ত বিশ্ব প্রীতির সঙ্গীত,
কহিতেছে এক কণ্ঠে—"এই তো সময় ।"
সুষুপ্ত 'ছন্দক' ভৃত্যে করি' জাগরিত,
কহিল—"ছন্দক ! যাও, আন' ত্বরা করি'
সজ্জিত করিয়া অশ্ব 'কণ্টক' আমার ।
আগত সময় মম, সিদ্ধ মনোরথ ।"

স্বপ্নে যেন বজ্রাঘাত হইল মস্তকে,—
বিস্ময়ে ছন্দক কহে—"কহ যুবরাজ !
কোথায় যাইবে এই নিশীথ সময়ে ?"
"ছন্দক !"—সিদ্ধার্থ ধীরে কহিলা গম্ভীরে—

"আজন্ম আমার প্রাণ যেই পিপাসায়
কাতর, জুড়াতে সেই পিপাসা আমার,
জুড়াইতে মানবের, জুড়াতে আমার
জরা-মরণের দুঃখ, করিতে সাধন
জগতের শিব শান্তি, করিতে পূরণ
জীবনের স্বপ্ন, আজি ত্যজিব ভবন।"
এইবার স্বপ্ন নহে পড়িল জাগ্রতে
ছন্দকের শিরে বজ্র, কহিল কাতরে—
"হেন নিদারুণ কথা আনিও না মুখে
যুবরাজ! এই দেহ মৃণাল-কোমল,—
এ কি যোগ্য তপস্যার? শিরীষ-কুসুম
সহিবে কি দাবানল? কর পরিত্যাগ
এই দুরাকাঙ্ক্ষা; হায় আশ্রিত আমরা—
কর' রক্ষা আমাদের, দয়াবান্ তুমি।"
"ছন্দক!" সিদ্ধার্থ খেদে করিলা উত্তর—
কে সাধে এমন পত্নী প্রেম-নির্ঝরিণী,
সদ্যোজাত প্রাণ-পুত্র. পিতা স্নেহময়,
মাতা প্রজাবতি. মাতৃপ্রেম- ভাগীরথী,
পারে ত্যজিবারে? ত্যজে প্রজা পুত্রোপম?
কিন্তু পত্নী, পুত্র, পিতা, মাতা, প্রজাগণ,

অনন্ত মানব-জাতি জন্ম-জন্মান্তরে
সবে জরা-মরণের দুঃখ ঘোরতর
কেমনে সহিবে বল ? নাহি অন্বেষিয়া
নরের উদ্ধার-পথ, পুড়াব স্বজন
জ্বালি' বিলাসের বহ্নি ?—এ ত নহে প্রেম !
প্রেম শিব, প্রেম শান্তি, প্রেম নিবারণ !
না ছন্দক ! ত্যাজি' গৃহ যাব তপস্যায়।"
"ছন্দক ! ছন্দক !" যুবা কহিল উচ্ছ্বাসে—
"অসার সম্ভোগ-সুখ অনিত্য অধ্রুব,
চঞ্চল চপলা-মত, রিক্তমুষ্টি-সম
অসার, অস্থায়ী জল-বুদ্‌বুদের মত,
দুর্ভোগ্য স্বপন-সম, দুষ্পৃশ্য সফণ
সর্প-মস্তকের মত পূর্ণ মহাবিষে।
কে বল' কখনো, কাম্য বস্তু উপভোগে
—কামিনী, কাঞ্চনে, রাজ্যে—তৃপ্তি কামনার
পাইয়াছে এ জগতে ? হায় ! এ সম্ভোগ
মৃগতৃষ্ণিকার মত বাড়ায় পিপাসা,
অতৃপ্ত কামনানলে দহে—নিরবধি !
কই তৃপ্তি কোথা ? ভোগ পুষ্পে-পুষ্পে—
মত্ত মধুকর-মত ঘুরিয়া ঘুরিয়া

অতৃপ্ত কামনানলে মরিতে পুড়িয়া
এসেছি কি ধরাতলে ? মানব-জীবনে
নাহি শান্তি ? নাহি সুখ ? মানব-জীবন
কেবল কি মরীচিকা ভোগ-কামনার ?
না ছন্দক ;—আছে শান্তি, আছে নিত্য সুখ,
ভোগ-দাবানল হ'তে হইতে উদ্ধার,
জন্ম-জরা-মরণের দুঃখ-পারাবার
হইতে উত্তীর্ণ, হায়, আছে মুক্তি-পথ !
খুঁজিব সে মুক্তিপথ, খুঁজিব নির্ব্বাণ,
এই দাবাগ্নির ধারা করিব শীতল !
আন' অশ্ব ? হও তুমি সহায় আমার ?
ছন্দক কাঁদিয়া কহে—"হায় দেব ? তবে
নিশ্চয় কি এ সংসারে শোকে ডুবাইয়া
যাইবে ছাড়িয়া তুমি ?"
"নিশ্চয় ছন্দক !"
উত্তরিলা দৃঢ়কণ্ঠে কুমার—"নিশ্চয় !
সুমেরুর মত দৃঢ় প্রতিজ্ঞা আমার।
মস্তক-উপরে বজ্র তপ্ত-লৌহ-পথে,
প্রজ্বলিত শৈলশৃঙ্গ হয় নিপতিত,
তথাপি প্রতিজ্ঞা নাহি করিব লঙ্ঘন।

শত পত্নী, শত পুত্র, শত মাতা পিতা
দাঁড়ায় সম্মুখে যদি, শত মায়া-বলে
করে অবরুদ্ধ পথ, ছন্দক ! প্লাবিত
করে নয়নের জলে; পূর্ণ হাহাকারে,
তথাপি প্রতিজ্ঞা আমি পালিব নিশ্চয় ।”
আর না.— আনিতে অশ্ব চলিল ছন্দক ।
পশিলা সিদ্ধার্থ গৃহে জনমের মত
দেখিতে গোপাল নব প্রসূনের মুখ ।
সূতিকা-আগারে ধীরে করিয়া প্রবেশ
দেখিলা জ্বলিছে মৃদুমন্দ দীপাবলী
মৃদু আলোকিয়া কক্ষ । কুসুম-শয্যায়
আলুলায়িত-কুন্তলা, স্খলিত-বসনা,
নিদ্রা যাইতেছে গোপা, বক্ষে সদ্য শিশু,
সোনার প্রতিমা-বক্ষে সোনার কুসুম—
লইয়া আদরে যেন ;—জিনি' দীপদাম
করিয়াছে আলোকিত গৃহ দুইজন ।
এবার সিদ্ধার্থ-বক্ষ কাঁপিল না আর ;
কেবল দুইটি বিন্দু অশ্রু দু'নয়নে
আসিল, ভাসিল ধীরে মায়ার চরণে
সিদ্ধার্থের সুশীতল শেষ উপহার । —নবীনচন্দ্র সেন

সিদ্ধার্থ ও বিম্বিসার

সিদ্ধার্থ। করি' পুত্রের কামনা,
কর জগন্মাতা-উপাসনা,
কেন তবে কর বধ কোটী কোটী প্রাণী ?
জগন্মাতা,
পুত্র তাঁর ক্ষুদ্র কীট আদি !
দেখ, নীরব ভাষায়
ছাগপাল মুখ তুলে চায় !
যদি নৃপ, কৃপা নাহি কর,
দেবতার কৃপা কেমনে করিবে লাভ ?
নির্দ্দয় যে জন,
দেবগণ নির্দ্দয় তাহার প্রতি।
নরপতি,
কেন প্রাণিনাশ করি' ভাসাইবে ক্ষিতি ?
রাজকার্য্য দুর্ব্বল-পালন,
দুর্ব্বল এ ছাগপাল ;
হায় ! হায় ! ভাষায় বঞ্চিত,
নহে, উচ্চৈঃস্বরে ডাকিত তোমায়—
"প্রাণ যায়, রক্ষা কর নরনাথ !"
মহারাজ,
জীবগণ হিংসি' পরস্পরে,

ভাসে মহাদুঃখের সাগরে ;
হিংসায় কভু কি হয় ধর্ম্ম-উপার্জ্জন ?
দেব তুষ্ট হিংসায় কি হয় ?
মহাশয়, জানিহ নিশ্চয়.
হিংসার অধিক পাপ নাহিক জগতে।
প্রাণদানে নাহিক শকতি,
হে ভূপতি,
তবে কেন কর প্রাণনাশ ?
প্রাণের বেদনা বুঝ আপনার প্রাণে।
বাক্যহীন নিরাশ্রয় দেখ ছাগগণে,
কাতর প্রাণের তরে, মানব যেমতি !
মানবের প্রায়,
অস্ত্রাঘাতে ব্যথা লাগে গায়,—
বেদনা জানাতে নারে !
বধি' তারে ধর্ম্ম-উপার্জ্জন,
না হয় কখন—
বিচক্ষণ বুঝ মনে মনে।
কিন্তু যদি বলিদান বিনা
তুষ্টা নাহি হন ভগবতী—
দেহ মোরে বলিদান।

দ্বাদশ বৎসর করেছি কঠোর তপ,
যদি তাহে হয়ে থাকে ধর্ম্ম-উপার্জ্জন,
করি, রাজা, তোমারে অর্পণ—
সুপুত্র হউক তব।
যদি তব থাকে কোন পাপ,
পুত্র বিনা যার হেতু পেতেছ সন্তাপ,
ইচ্ছায় সে পাপ আমি করিব গ্রহণ।
বধ, রাজা, আমার জীবন,
নিরাশ্রয় ছাগগণে কর প্রাণদান ;
নরনাথ, কল্যাণ হইবে,
পুত্র কোলে পাবে,
এড়াইবে জীবহিংসা দায়।
আপন ইচ্ছায়,
তব কার্য্যে অর্পি নিজ কায়,
তাহে তব নাহি পাপ।
রাখ—রাখ যোগীর মিনতি,
বসুমতী কলুষিত ক'র না ভূপাল !
স্বার্থ-হেতু
ক'র না হে কোটী প্রাণী-বধ !
কোথায় ঘাতক,—রাজকার্য্যে বধ মোরে।

বিম্বিসার। মতিমান্,
আমি অতীব অজ্ঞান,
নিজগুণে কর ক্ষমা।
জ্ঞানগর্ভ বাক্যে তব খুলেছে নয়ন,
বুঝিয়াছি হিংসা-সম নাহি পাপ।
তুমি জগদ্‌গুরু—স্থান দেহ শ্রীচরণে।
নাহি আর পুত্রের কামনা,
নাহি রাজ্য-ধন-আশ,—
ত্যজি' বাস যাব সাথে সাথে,
সেবিতে চরণ দু'টি,—
কে তুমি হে, দেহ পরিচয়!
জ্ঞানময়, কভু তুমি নহ সাধারণ,
বঞ্চনা ক'র না, দেব, দেহ পরিচয়।
সিদ্ধার্থ। শুন নরপতি,
হেরি' জীবের দুর্গতি,
আসিয়াছি জ্ঞান-অন্বেষণে।
রাজবংশে একক নন্দন,
ছিল রত্ন-ধন,
আসিয়াছি প্রাণসম প্রেয়সী ত্যজিয়ে
কর আশীর্ব্বাদ,

যেন পূরে মন-সাধ,
পারি যেন হরিবারে জীবের সন্তাপ।
নরনাথ, বঞ্চহ কল্যাণে,
যাই আমি যথাস্থানে।

বিম্বিসার। প্রভু, আমি যাব তব সাথে—
জীবন ত্যজিব প্রভু, বঞ্চনা করিলে।

সিদ্ধার্থ। হে ভূপাল, ধরহ বচন,
অকারণ রাজ্যধন কি হেতু ত্যজিবে ?
প্রেমে কর প্রজার পালন।
হয় যদি সফল জনম,
পাই যদি দুর্লভ রতন,
কহি সত্য বাণী, নৃপমণি,
দিব আনি' সে রত্ন তোমারে।
দেখ রাজা, বহিছে সময়,
আর না রহিতে পারি।

বিম্বিসার। মন্ত্রী, রাজ্যে মম সত্বর ঘোষণা দেহ,
জীব-হিংসা কেহ নাহি করে।
ভাণ্ডার হইতে রত্ন কর বিতরণ,—
দেবার্চ্চনা অধিক নাহিক আর।
আছিল যে ভ্রান্ত সংস্কার,
হ'ল দূর সাধু-দরশনে।
আজি হ'তে হবে রাজ্যে বলিহীন পূজা !

—গিরিশচন্দ্র ঘোষ

ত্রিরত্ন

দিক্‌বিজয়ী পণ্ডিত এক আসিয়াছে ব্রজধামে,
যেন রণমদে মত্ত দন্তী পঙ্কজ-বনে নামে।
অশ্ব-পৃষ্ঠে ঝাণ্ডা উড়ায়ে চারণ ফুকারি' চলে,
চতুর্দ্দোলায় পণ্ডিত চলে মুক্তার মালা গলে।
পরাজিত শত পণ্ডিত চলে নতশিরে পাছে-পাছে,
ভয়ে সবে পুঁথি-পত্র গুটায়, কেহ না আগায় কাছে।
রূপ সনাতন রহেন দু'জন সাধন-ভজনে রত,
কে আসে, কে যায়—ব্রজে তার খোঁজ রাখেন না অত শত।
পাণ্ডিত্যের খ্যাতি তাঁহাদের রটিয়াছে দেশে দেশে,
বিজয় দস্যু পণ্ডিত তাই শুনেছে মথুরা এসে।

হরিনামে ম'জে দুই ভাই ব্রজে বিভোর আছেন সুখে,
"যুদ্ধং দেহি" বলিয়া দাঁড়াল সে তাঁদের সম্মুখে।
বিনা তর্কেই হেসে দুই ভাই, বসাইয়া সমাদরে,
বিজয়-পত্রী লিখিয়া দিলেন জয়ী-ভিখারীর করে।
মূঢ় পণ্ডিত ভাবিতে লাগিল—গর্ব্বে আত্মহারা,
বিনা বিচারেই ভয়ে পরাজয় মানিয়া নিলেন তাঁরা।
বিজয়-গর্ব্বে তূর্য্য বাজায়ে পণ্ডিত যায় ফিরে,
সূর্য্য তখন মাথার উপরে উঠিতেছে ধীরে ধীরে।

পথের জনতা ভয়ে-বিস্ময়ে দু'ধারে দাঁড়ায় সরি'
শ্রীজীব তখন যমুনা হইতে ফিরিছেন স্নান করি'।
সম্মুখে এসে দাঁড়ালেন জীব শুনিয়া আস্ফালন,
'বিনা বিচারেই হার মেনেছেন রূপ আর সনাতন';
শুনি' শ্রীজীবের ধৈর্য্য টলিল. বলিলেন—"পণ্ডিত,
এস, দিব আমি তব দম্ভের প্রতিফল সমুচিত।
যাদেরে জিনেছ বলি' দাম্ভিক এত তব অভিমান,
তাঁদের আমি ত চরণাশ্রিত শিষ্য ও সন্তান;
পাইয়াছি আমি তাঁহাদের জ্ঞান-সিন্ধুর অঞ্জলি,
মোরে পরাজয় করে. শেষে যেও বিজয়-গর্ব্বে চলি।"

তরুণ যুবার কণ্ঠে শুনিয়া রণে আহ্বান-বাণী,
অট্টহাস্য হাসিয়া উঠিল পণ্ডিত অভিমানী,
বলিল—"মূর্খ, সিংহ কি কভু ক্ষুদ্র শৃগালে বধে?
পারাবার পার হ'য়ে এসে শেষে ডুবিব কি গোষ্পদে?"
বাহকগণেরে বলিল সে, "চল্, কেন গেলি তোরা থেমে।"
জীব বলিলেন—"রহ দাম্ভিক দোলা হ'তে এস নেমে।"

তর্ক বাধিল যমুনার তীরে, দলে দলে সেথা আসি'
ঘেরিয়া দাঁড়া'ল দুই মল্লেরে যত সব পুরবাসী।

হানিতে লাগিল পণ্ডিত শত শাণিত প্রশ্নবাণ,
শ্রীজীব হাসিয়া হেলায় সে-সব করিলেন খান-খান।
ছুই দণ্ডেই দণ্ড লভিল পণ্ডিত দাম্ভিক,
ব্রজবাসিগণ বলিতে লাগিল চীৎকারি' ধিক্ ধিক্!
পরাজিত হ'য়ে দিগ্‌জয়ী বীর ম্লানমুখে নতশিরে,
ধ্বজা গুটাইয়া সোজা পলাইল মথুরার দিকে ফিরে।
ব্রজবাসী সব তুলি' কলরব পুলকিত অন্তরে,
রূপ সনাতনে জানাল এ কথা পরমোৎসাহভরে।
সিক্ত বসন শুকায়েছে গায়, তৃতীয় প্রহর বেলা,
আরো দেরী হ'লো ফিরিতে জীবের ঠেলি' জনতার মেলা
কুঞ্জে ফিরিয়া দেখেন রূপের গম্ভীর মুখখানি,
ভাবিলেন ভয়ে, আজি অদৃষ্টে কি যে আছে নাহি জানি!
কুঞ্জে তখনো গ্রহণ করেনি কেহই অন্নজল,
বলিলেন রূপ, "জীব, পিছে তব এত কেন কোলাহল?
শুনিয়াছি সব, আজি হ'তে তুমি নও মোর সন্তান,
বৈষ্ণব হ'য়ে ত্যজিতে পারনি আজো মূঢ় অভিমান?
যশ-প্রতিষ্ঠা শূকরী-বিষ্ঠা মেখে এলে তুমি তাই,
আজি হ'তে তব মুখ দেখিব না, হেথা নাই তব ঠাঁই।"

চরণে পড়িয়া শ্রীজীব কতই করিলেন অনুনয়,
রূপের হৃদয় গলিল না তায়, কোপের হ'লো না ক্ষয়।

শ্রীজীব তখন যমুনার তীরে তমাল-তরুর তল,
আশ্রয় করি' রহিলেন পড়ি' তেয়াগি অন্নজল।
দর-দর তার চোখে ধারা বয়, ফুলে' ফুলে' উঠে বুক,
শ্রীহরির নাম করে অবিরাম বসনে ঢাকিয়া মুখ।
শ্রীজীবের দশা দেখে সনাতন হৃদয়ে পেলেন ব্যথা,
বজ্রের মত বাজিল পরাণে শ্রীজীবের কাতরতা।
বিরূপ শ্রীরূপে কহিলেন চুপে, "শ্রীজীবে ত্যজিলে কেন ?
বৈষ্ণব হ'য়ে কেন-বা তোমার বিকৃত বুদ্ধি হেন ?
গুরু-মর্য্যাদা রক্ষা করাই ছিল তার মনে সাধ,
আমি ত দেখিনা এর বেশী কিছু গুরুতর অপরাধ।"

রূপ কহিলেন—"বুঝাবার ভাই আছে কিছু প্রয়োজন ?
বৈষ্ণব হ'য়ে অভিমান আজো করেনি সে বর্জ্জন।
তরু হ'তে যেবা হয় সহিষ্ণু, তৃণ হ'তে দীনতর,
সেই বৈষ্ণব,—তর্ক-বিজয়ে ভাবে না সে কভু বড়।
গুরু-মর্য্যাদা ? গুরুরেও সে ত চিনে নাই ঠিক মত,
পণ্ডিত হ'য়ে পণ্ড হয়েছে তাহার সাধনা যত।"

সনাতন তায় হেসে বলিলেন—"জিনিবারে অভিমান
পারে নাই জীব,—এখনও বালক—আমাদেরি সন্তান।

তুমি তার তাত, তুমি তার গুরু, পারিলে না আজো হায়,
বৈষ্ণব হ'য়ে ক্রোধ জিনিবারে, অপরাধ নাই তায় ?
সেই অপরাধে ত্যজিব তোমারে ? দীনতার অভিমান
—তাও অভিমান, বৈষ্ণব-মনে তাও পাবে কেন স্থান ?
সেই অভিমান থাকে যদি মনে বৈষ্ণব মোরা নই ;
জীবে দয়া তব পরম ধর্ম্ম, 'জীবে' দয়া তব কই ?"

একথা শুনিয়া চমকি' উঠিয়া রূপ কহিলেন কাঁদি,'
"কি কথা শুনালে, হায় তার চেয়ে আমিই ত অপরাধী !
বৈষ্ণব হ'য়ে ক্ষমা করিতে ত পারিনিক সন্তানে,
না বুঝে হায়রে বজ্র হেনেছি জীবের কোমল প্রাণে !
যাও ভাই, যাও, এক্ষনি গিয়ে ডেকে নিয়ে এস তারে,
না জানি কত-না যাতনা পায় সে এ-মূঢ়ের অবিচারে !"

সনাতন-সাথে শ্রীজীব এলেন কঙ্কাল-সার দেহ,
অরুণ নয়ন, ছিন্ন বসন—চিনিতে পারে না কেহ,
জীবে বুকে ধরি' কাঁদিলেন রূপ অবুঝ শিশুর মত,
বার-বার তাঁর ললাট চুমিয়া জুড়ায়ে দিলেন ক্ষত।
দিগ্‌বিজয়ীর পরশে অশুচি বৃন্দাবনের ধূলি,
শুচি হ'লো পেয়ে চারি চক্ষের অশ্রু-মুকুতাগুলি।

—শ্রীকালিদাস রায়

কৃষ্ণার প্রতিহিংসা

সাঙ্গ কুরুক্ষেত্ররণ সর্ব্বস্বান্ত বিজয়ী পাণ্ডব,
অশ্রুসিন্ধুতলে মগ্ন সাফল্যের আনন্দ উৎসব।
দগ্ধ করে যুধিষ্ঠিরে এ জয়ের নিদারুণ জ্বালা,
রণলক্ষ্মী পরায়েছে কণ্ঠে তাঁর কণ্টকের মালা।
নিশীথে তস্করসম পশি সুপ্ত পাঞ্চাল-শিবিরে
দ্রোণপুত্র মিটায়েছে অন্তর্দাহ দ্রৌপদ-রুধিরে
পিতার তর্পণ করি'। সুখসুপ্ত পাঁচটি নন্দন
ছিল সেথা পাঞ্চালীর—পঞ্চমুণ্ড করিয়া ছেদন
উপবীতে গাঁথি মাল্য কুরুরাজে দেছে উপহার।
মহাযাত্রা করিয়াছে হেরি নৃপ করি হাহাকার।
বহু রাজমুণ্ডে গড়া পাণ্ডবের বিজয়ের চূড়া
একা চৌর বিপ্রাধম খড়্গাঘাতে ক'রে দিল গুঁড়া।
মূর্ত্তিমতী ক্ষাত্রশক্তি তেজস্বিনী দ্রুপদ-নন্দিনী
অশ্রুর অতীত শোকে শুনি বার্ত্তা আজি উন্মাদিনী।
সহস্র যজ্ঞের শিখা জেগে উঠে সহস্র ফণায়
নয়নে উগারে জ্বালা অবিরল বজ্রের কণায়,
আলুলিত মেঘসম বৃকোদর-হস্তে বাঁধা বেণী
শ্লথ সর্ব্ব বেশবাস রুদ্রচণ্ডী আজি যাজ্ঞসেনী।
অগ্রসরি' ধনঞ্জয় ধীরে ধীরে কহিল তখন
"পুত্রঘাতী ব্রাহ্মণের হিংস্রমুণ্ড করিয়া ছেদন

এখনি আনিব দেবি। তার'পরে বসি ক'রো স্নান
পুত্রের সৎকার-শেষে। নাহি তার নাহি পরিত্রাণ
নাগলোকে শিবলোকে বিষ্ণুলোকে যদিও লুকায়
তবু তরে বন্দী ক'রে আজি আর্য্যে সঁপিব তোমায় ;
ধরিনু গাণ্ডীব আমি কাঁপাইব আজিকে ত্রিলোক
সম্বর' সম্বর' ক্রোধ, সম্বর' সম্বর' দেবি শোক।

দিন শেষ হয়ে এল—ব্যথাতুর শোক রক্তচ্ছবি
কুরুক্ষেত্র-শ্মশানের পর অস্তপ্রায় রবি
তিমির ঘনায়ে আসে জননীর অন্তরে বাহিরে
বেড়ে যায় হাহাকার পাণ্ডবের বিজয়-শিবিরে।
হেন কালে ধনঞ্জয় উপনীত শিবিরের দ্বারে
রজ্জুবদ্ধ পশুসম লয়ে বন্দী অপত্য-হন্তারে
অগ্রসরি ভীমসেন ধরি তারে বজ্রমুষ্টি দিয়া
পাঞ্চালী সকাশে টানি ল'য়ে গেলে কেশ আকর্ষিয়া
বধ' বধ' পাষণ্ডেরে খণ্ডে-খণ্ডে কাট' এর দেহ
কেহ কয়। 'শূলে দাও' বলিয়া উঠিল কেহ কেহ।
কহিল ফাল্গুনি—'দেবি, এনেছি এ সন্তানঘাতকে
যাহা খুশী দণ্ড দাও এ পাষণ্ডে এ মহাপাতকে।

এত ক্ষণে অশ্রুজল উচ্ছলিল পাঞ্চালীর চোখে
সমস্ত দিনের পরে। উন্মাদিনী বজ্রসম শোকে
সহসা লভিয়া সংজ্ঞা রজ্জুবদ্ধ গুরু-পুত্রে দেখি
কহিল চমকি, "পার্থ, হায় হায় করিয়াছ একি,
ঘাতকে করিয়া বধ জননীর পুত্রশোক দূর
হয় কভু? মাতৃহৃদি শান্তি পায় হ'য়ে কি নিষ্ঠুর?
স্মর' মাতা গৌতমীর ছলছল স্নেহার্ত্ত বদন,
স্মর' তব বাল্য-সখ্য, স্মর' গুরুগৃহের জীবন,
স্মর' তব সেই বিদ্যা যে বিদ্যায় জিনিলে ইহারে,
স্মর' তব বীরধর্ম্ম, স্মর' তুমি ইঁহার পিতারে।
মুক্ত কর, মুক্ত কর, দেখি এঁরে ফেটে যায় বুক,
উথলিছে পুত্রশোক হেরি শুষ্ক গুরুপুত্র-মুখ।"
গুরুপুত্রে প্রণমিয়া কৃষ্ণা কয় "হে ব্রাহ্মণ ক্ষম'
দৈব দায়ী, তুমি শুধু উপলক্ষ তব খড়্গসম।"

মুক্ত হ'ল অশ্বত্থামা, ভীমসেন উঠিল গুমরি',
পাঞ্চালী বসিল গিয়া কৃষ্ণপদে শোকার্ত্তি সম্বরি'
যুধিষ্ঠির বলিলেন—'ধন্য দেবি'। নিঃস্পন্দ নীরব
নতশির ধনঞ্জয়। মৃদু হাস্য হাসিল কেশব।

বাসুদেব

কোথা তুমি যুগ-সূর্য্য, ধ্বনিয়া অভয় তূর্য্য
এস নেমে সার্ব্বভৌম, হে শ্রেষ্ঠ মানব !
ধর্ম্ম আজি গ্লানিভরা, নির্য্যাতিত নরনারী,
বিজ্ঞানের যজ্ঞভূমে উদগ্র দানব ।
তব অভ্যুত্থান লাগি, যুগযুগান্তর বীর,
অধীর ধরণী ধৃত, ব্যগ্র প্রতিক্ষণ,
এস শৌরি শার্ঙ্গপাণি, নির্ঘোষিয়া পাঞ্চজন্য ;
বিশ্বম্ভর, চতুর্ভুজে ধরো সুদর্শন !

বর্ব্বরের বজ্রবাণ সমুদ্যত ঊর্দ্ধলোকে
মৃত্যু হানে বিষ-বাষ্প নভোবক্ষ ভেদি'
দুর্ব্বার সংহার-বৃত্তি কীর্ত্তি নাশে মহত্ত্বের
ধ্বংস মাগে মনু-বংশ নিজ কণ্ঠ ছেদি' ।
হিংসার লেলিহ-বহ্নি দগ্ধ করে চারিদিক
জলে-স্থলে-অন্তরীক্ষে ব্যাপ্ত অগ্নিকণা,
নাশ' এই নিষ্ঠুরতা গদাঘাতে গদাধর,
ভস্ম কর ভুজঙ্গের কূট চক্র ফণা ।

আবির্ভূত হও বিষ্ণু ! বসুধার ব্যভিচার,
দুর্নীতির দুঃশাসন বিচূর্ণিত করি',

আলস্য জড়তা দৈন্য, দুর্ব্বলের অক্ষমতা,
ভীরুতার ভয়-ক্লেদ দূরে অপহরি ।
পৌরুষের পঞ্চতপে জাগাও ক্ষত্রিয় বীর্য্য
শৌর্য্য-হীন সৌরগ্রহ মৃত্তিকার বুকে ;
শুনাও উদাত্ত-কণ্ঠ মৃত্যুভয়-হর-গীতা
প্রাণদীপ্তি এনে দাও ম্লান-মূক মুখে ।

পরুষ পরশু ধরি' সম্ভব এ যুগে পুন
শক্তির মূঢ়তা নাশি' কর খান খান,
দুর্দ্ধর্ষ সংঘাতে পিষ্ট ক্লিষ্ট এই বসুন্ধরা
লভুক নূতন রূপ, নব-সৃষ্ট প্রাণ ;
মানুষ ফিরিয়া পাক্ অন্তরের দেবতারে,
দম্ভ-স্ফীত অহঙ্কার ঘুচুক তাহার,
লুপ্ত হোক্ বিদ্বেষের বিভীষিকা বৈরাচার
লুপ্ত হোক্ ধরিত্রীর দুঃসহ ভূভার ।

সত্য-শিব-সুন্দরের স্পর্শে হোক্ চিত্ত শুচি
দাও মুছি মালিন্যের রুক্ষ ধূলি-জাল,
মৃত্যুর তাণ্ডব নৃত্য স্তব্ধ হোক্ মর্ত্ত্যলোকে—
অমৃতের মহামন্ত্র দিক্ মহাকাল ।

৩

সাম্য মৈত্রী অভেদের দীক্ষা দাও জনে-জনে।
খণ্ড ছিন্ন ভূমণ্ডলে হে পার্থ-সারথী!
বিসর্জ্জিয়া তুচ্ছ স্বার্থ সঙ্কীর্ণ স্বাজাত্যবোধ
শুদ্ধ-বুদ্ধ মুক্তিলাভে হোক্ বিশ্ব ব্রতী!

—শ্রীনরেন্দ্র দেব

কাহিনী

মানী

আরঙ্‌জেব ভারত যবে
করিতেছিল খান খান—
মারবপতি কহিলা আসি'
"করহ প্রভু অবধান,—
গোপন রাতে অচলগড়ে
নহর যাঁরে এনেছে ধরে
বন্দী তিনি আমার ঘরে
সিরোহিপতি সুরতান,
কী অভিলাষ তাঁহার 'পরে
আদেশ মোরে কর দান ॥"

শুনিয়া কহে আরঙ্‌জেব—
"কী কথা শুনি অদ্‌ভুত।
এতদিনে কি পড়িল ধরা
অশনিভরা বিদ্যুৎ!
পাহাড়ী লয়ে কয়েক শত
পাহাড়ে বনে ফিরিতে রত,
মরুভূমির মরীচি মতো
স্বাধীন ছিল রাজপুত,

দেখিতে চাহি,—আনিতে তারে
পাঠাও কোন রাজদূত ॥”

মাড়োয়া-রাজ যশোবন্ত
কহিলা তবে জোড়কর—
“ক্ষত্রকুল সিংহ-শিশু
লয়েছে আজি মোর ঘর,—
বাদশা তাঁরে দেখিতে চান—
বচন আগে করুন দান
কিছুতে কোন অসম্মান
হবে না কভু তাঁর ’পর—
সভায় তবে আপনি তাঁরে
আনিব করি সমাদর ॥”

আরঙ্‌জেব কহিলা হাসি’,
“কেমন কথা কহ আজ।
প্রবীণ তুমি প্রবল বীর
মাড়োয়াপতি মহারাজ ?
তোমার মুখে এমন বাণী,
শুনিয়া মনে শরম মানি,

মানীর মান করিব হানি
মানীরে শোভে হেন কাজ ?
কহিনু আমি, চিন্তা নাহি,
আনহ তাঁরে সভামাঝ ॥”

সিরোহিপতি সভায় আসে
মাড়োয়া-রাজে লয়ে সাথে ;
উচ্চশির উচ্চে রাখি’
সমুখে করি আঁখিপাত ।

কহিল সবে বজ্রনাদে
“সেলাম কর বাদশাজাদে,”—
হেলিয়া যশোবন্ত কাঁধে
কহিলা ধীরে নরনাথ,—
“গুরুজনের চরণ ছাড়া
করিনে কারে প্রণিপাত ॥”
কহিলা রোষে রক্ত আঁখি
বাদশাহের অনুচর—
“শিখাতে পারি কেমনে মাথা
লুটিয়া পড়ে ভূমির ’পর ।”

হাসিয়া কহে সিরোহিপতি
"এমন যেন না হয় মতি
ভয়েতে কারে করিব নতি—
জানিনে কভু ভয়-ডর।"
এতেক বলি' দাঁড়াল রাজা
কৃপাণ 'পরে করি' ভর।

বাদশা ধরি' সুরতানেরে
বসায়ে নিল নিজ পাশ।
কহিলা, "বীর, ভারত-মাঝে
কী দেশ 'পরে তব আশ?"

কহিলা রাজা, "অচলগড়
দেশের সেরা জগৎ-'পর,"
সভার মাঝে পরস্পর
নীরবে উঠে পরিহাস
বাদশা কহে, "অচল হ'য়ে
অচলগড়ে করো বাস॥"

—রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

বন্দীবীর

পঞ্চ-নদীর তীরে
বেণী পাকাইয়া শিরে
দেখিতে দেখিতে গুরুর মন্ত্রে
জাগিয়া উঠেছে শিখ—
নির্ম্মম নির্ভীক।
হাজার কণ্ঠে গুরুজীর জয়
ধ্বনিয়া তুলেছে দিক।
নূতন জাগিয়া শিখ
নূতন উষার সূর্য্যের পানে
চাহিল নির্নিমিখ॥

"অলখ নিরঞ্জন—"
মহারব উঠে বন্ধন টুটে
করে ভয়-ভঞ্জন।
বক্ষের পাশে ঘন-উল্লাসে
অসি বাজে ঝন্‌ঝন্‌।
পঞ্জাব আজি গরজি' উঠিল—
"অলখ নিরঞ্জন॥"

এসেছে সে-একদিন
লক্ষ পরাণে শঙ্কা না জানে
না রাখে কাহারো ঋণ।
জীবন-মৃত্যু পায়ের ভৃত্য
চিত্ত ভাবনাহীন।
পঞ্চ-নদীর ঘিরি' দশ তীর
এসেছে সে একদিন॥

দিল্লী-প্রাসাদ-কূটে
হোথা বারবার বাদশাজাদার
তন্দ্রা যেতেছে ছুটে'।
কাদের কণ্ঠে গগন মন্থে,
নিবিড় নিশীথ টুটে,
কাদের মশালে আকাশের ভালে
আগুন উঠেছে ফুটে।

পঞ্চ নদীর তীরে
ভক্ত দেহের রক্ত লহরী
মুক্ত হইল কি রে

লক্ষ বক্ষ চিরে
ঝাঁকে ঝাঁকে প্রাণ পক্ষী সমান
ছুটে যেন নিজ নীড়ে।
বীরগণ জননীরে
রক্ত-তিলক ললাটে পরাল
পঞ্চ নদীর তীরে॥

মোগল শিখের রণে
মরণ আলিঙ্গনে
কণ্ঠ পাকড়ি ধরিল আঁকড়ি
দুই জনা দুই জনে।
দংশন-ক্ষত শ্যেন বিহঙ্গ
যুঝে ভুজঙ্গ সনে।
"জয় গুরুজীর"—হাঁকে শিখবীর
সুগভীর নিঃস্বনে।
মত্ত মোগল রক্ত পাগল
"দীন্ দীন্" গরজনে॥

গুরুদাসপুর গড়ে
বন্দা যখন বন্দী হইল
তুরানী সেনার করে,
সিংহের মতো শৃঙ্খলগত
বাঁধি লয়ে গেল ধরে
দিল্লী নগর 'পরে ;
বন্দা সমরে বন্দী হইল
গুরুদাসপুর গড়ে ॥

সম্মুখে চলে মোগল-সৈন্য
উড়ায়ে পথের ধূলি,
ছিন্ন শিখের মুণ্ড লইয়া
বর্ষাফলকে তুলি'।
শিখ সাত শত চলে পশ্চাতে
বাজে শৃঙ্খলগুলি।
রাজপথ 'পরে লোক নাহি ধরে,
বাতায়ন যায় খুলি'।
শিখ গরজয়, "গুরুজীর জয়"
পরাণের ভয় ভুলি'।

মোগলে ও শিখে উড়াল আজিকে
দিল্লী পথের ধূলি ॥

পড়ি' গেল কাড়াকাড়ি,
আগে কেবা প্রাণ করিবেক দান
তারি লাগি তাড়াতাড়ি।
দিন গেলে প্রাতে ঘাতকের হাতে
বন্দীরা সারি সারি—
"জয় গুরুজীর"—কহি' শতবীর
শত শির দেয় ডারি ॥

সপ্তাহকালে সাত শত প্রাণ
নিঃশেষ হয়ে গেলে
বন্দার কোলে কাজি দিল তুলি'
বন্দার এক ছেলে,
কহিল,—"ইহারে বধিতে হইবে
নিজ হাতে অবহেলে।"
দিল তার কোলে ফেলে

কিশোর কুমার, বাঁধা বাহু তার
বন্দার এক ছেলে ॥

কিছু না কহিল বাণী
বন্দা স্থধীরে ছোটো ছেলেটিরে
লইল বক্ষে টানি'।
ক্ষণকাল-তরে মাথার উপরে
রাখে দক্ষিণপাণি,
শুধু একবার চুম্বিল তার
রাঙা উষ্ণীষখানি।

তার পরে ধীরে কটিবাস হতে
ছুরিকা খসায়ে আনি'—
বালকের মুখ চাহি'
"গুরুজীর জয়"—কানে কানে কয়—
"রে পুত্র, ভয় নাহি"।
নবীন বদনে অভয় কিরণ
জ্বলি' উঠে উৎসাহি'—

কিশোর কণ্ঠে কাঁপে সভাতল
বালক উঠিল গাহি'—
"গুরুজীর জয়, কিছু নাহি ভয়—
বন্দার মুখ চাহি' ॥

বন্দা তখন বামবাহুপাশ
জড়াইয়া তার গলে,—
দক্ষিণ করে ছেলের বক্ষে
ছুরি বসাইল বলে,—
"গুরুজীর জয়"—কহিয়া বালক
লুটাল ধরণীতলে ॥

সভা হলো নিস্তব্ধ।
বন্দার দেহ ছিঁড়িল ঘাতক
সাঁড়াশি করিয়া দগ্ধ।
স্থির হয়ে বীর মরিল, না করি'
একটি কাতর শব্দ।
দর্শকজন মুদিল নয়ন,
সভা হলো নিস্তব্ধ ॥

—রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

অভিসার

সন্ন্যাসী উপগুপ্ত
মথুরাপুরীর প্রাচীরের তলে
একদা ছিলেন সুপ্ত,—
নগরীর দীপ নিবেছে পবনে,
দুয়ার রুদ্ধ পৌর-ভবনে,
নিশীথের তারা শ্রাবণ গগনে
ঘন মেঘে অবলুপ্ত।

কাহার নূপুর-শিঞ্জিত পদ
সহসা বাজিল বক্ষে।
সন্ন্যাসীবর চমকি' জাগিল,
স্বপ্নজড়িমা পলকে ভাগিল,
রূঢ় দীপের আলোক লাগিল
ক্ষমাসুন্দর চক্ষে।

নগরীর নটী চলে অভিসারে
যৌবনমদে মত্তা।
অঙ্গে আঁচল সুনীল বরণ,
রুনুরুনু রবে বাজে আভরণ;

সন্ন্যাসী গায়ে পড়িতে চরণ,
থামিল বাসবদত্তা।

প্রদীপ ধরিয়া হেরিল তাঁহার
নবীন গৌরকান্তি,
সৌম্য-সহাস তরুণ-বয়ান,
করুণাকিরণে বিকচ নয়ান,
শুভ্র ললাটে ইন্দু-সমান
ভাতিছে স্নিগ্ধ শান্তি।

কহিল রমণী ললিত কণ্ঠে
নয়নে জড়িত লজ্জা
"ক্ষমা করো মোরে কুমার কিশোর,
দয়া করো যদি গৃহে চলো মোর,
এ ধরণীতল কঠিন কঠোর,
এ নহে তোমার শয্যা।"

সন্ন্যাসী কহে করুণ বচনে,
"অয়ি লাবণ্যপুঞ্জে।
এখনো আমার সময় হয়নি,
যেথায় চলেছ যাও তুমি ধনী,
সময় যেদিন আসিবে, আপনি
যাইব তোমার কুঞ্জে।"

সহসা ঝঞ্ঝা তড়িৎশিখায়
মেলিল বিপুল আস্য।
রমণী কাঁপিয়া উঠিল তরাসে,
প্রলয় শঙ্খ বাজিল বাতাসে,
আকাশে বজ্র ঘোর পরিহাসে
হাসিল অট্টহাস্য।

বর্ষ তখনো হয় নাই শেষ,
এসেছে চৈত্র-সন্ধ্যা।
বাতাস হয়েছে উতলা আকুল,
পথ-তরু-শাখে ধরেছে মুকুল,

রাজার কাননে ফুটেছে বকুল
পারুল রজনীগন্ধা।

অতি দূর হতে আসিছে পবনে
বাঁশির মদির-মন্দ্র।
জনহীন পুরী, পুরবাসী সবে
গেছে মধুবনে ফুল-উৎসবে,
শূন্য নগরী নিরখি' নীরবে
হাসিছে পূর্ণচন্দ্র।

নির্জ্জন পথে জ্যোৎস্না-আলোতে
সন্ন্যাসী একা যাত্রী।
মাথার উপরে তরুবীথিকার
কোকিল কুহরি' উঠে বারবার,
এতদিন পরে এসেছে কি তাঁর
আজি অভিসার-রাত্রি।

নগর ছাড়ায়ে গেলেন দণ্ডী
বাহির প্রাচীর-প্রান্তে।
দাঁড়ালেন আসি' পরিখার পারে,
আম্রবনের ছায়ার আঁধারে
কে ওই রমণী পড়ে একধারে
তাঁহার চরণোপান্তে!

নিদারুণ রোগে মারী গুটিকায়
ভরে গেছে তার অঙ্গ,
রোগমসী-ঢালা কালী তনু তার
লয়ে প্রজাগণে পুর-পরিখার
বাহিরে ফেলেছে, করি' পরিহার
বিষাক্ত তার সঙ্গ।

সন্ন্যাসী বসি' আড়ষ্ট শির
তুলি নিল নিজ অঙ্কে।
ঢালি' দিল জল শুষ্ক অধরে,
মন্ত্র পড়িয়া দিল শির 'পরে,

লেপি' দিল দেহ আপনার করে
শীত-চন্দন পঙ্কে।

ঝরিছে মুকুল, কূজিছে কোকিল,
যামিনী জোছনামত্তা।
"কে এসেছ তুমি, ওগো দয়াময়',—
শুধাইল নারী, সন্ন্যাসী কয়—
"আজি রজনীতে হয়েছে সময়,—
এসেছি বাসবদত্তা।

—রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

———

বিজয়া দশমী

'যাব না মা যাব না'—
দশ বছরের আহা বালক অতুল,
মায়ের বুকের ধন মমতার ফুল,
কত পুণ্য, কত ধর্ম্ম তপস্যার ফল,
বিধাতা দিয়েছে বর ভরিয়ে অঞ্চল !
চিরদুঃখ বৈধব্যের স্বর্গীয় সান্ত্বনা,
সশরীরে দৈববাণী ক্ষুদ্র এক কণা !
বুকেতে রাখিতে গেলে শ্বাসে গ'লে যায়,
পিঠেতে রাখিতে লাগে দূরদেশ তায় !
স্বপনে হারায়ে যায়, জাগ্রতে সংশয়,
আপনারে অবিশ্বাস আপনারে ভয় !
এ হেন প্রাণের ধন—এ হেন অতুল,
সলিলে ভাসায়ে আঁখি নীল সুঁদি ফুল,
'যাবনা' বলিয়ে মা'র ধরিল আঁচল,
সাজিয়া মামারা ডাকে, "চল্ ঢাকা চল্ !
ছুটি ফুরাইয়া গেছে, আজ যাওয়া চাই,
পরীক্ষায় ফেল্ হ'বি করিলে কামাই।"
শুনিয়া মায়ের হিয়া স্নেহ করুণায়,
গলিয়া নয়নপথে বের হ'তে চায় !

ভাদর—তের শ' সন—চারিদিকে জল,
বিশাল বরুণ-রাজ্য হাসিছে কেবল
বিরাট্ তরঙ্গ-ভঙ্গে ; শুভ্র ফেনময়
ফুৎকারে উড়িছে থুথু—ভীষণ-বিস্ময়
নদীনদে শত জিহ্বা করিয়া প্রসার
গ্রাসিয়াছে সারা দেশ চিহ্ন নাই আর
অনন্ত অতলস্পর্শ অগাধ গহ্বর
ব্যাদিত কেবল এক মহা দামোদর !

একখানি ছোট নাও বেয়ে যায় ধীরে,
আকুলা জননী দেখে দাঁড়াইয়া তীরে !
স্নেহময় সে চাহনি—সে বন্ধন হায়
দাঁড়ের আঘাতে যেন ছিঁড়ে ছিঁড়ে যায় !
দুরাশা তথাপি তারে গাঁট দিয়া দিয়া
যত বার ছিঁড়ে যায় জোড়া দেয় গিয়া ।
মমতার পুরুভুজ সে কি কভু মরে ?
এক ভুজ কাট যদি শত ভুজ ধরে ।

ছৈয়ের ভিতর থেকে বালক অতুল,
কূল পানে চেয়ে চেয়ে নাহি দেখে কূল।
সলিলে হয়েছে অন্ধ নয়নের পথ,
তরাসে হয়েছে অন্ধ দূর ভবিষ্যৎ!
উপরে আকাশ অন্ধ, নীচে অন্ধ জল,
বুকের ভিতর অন্ধ তমস কেবল!
এত অন্ধকারে ভয়ে বাড়ইলা হাত,
যোজন যোজন দূরে দুজনে তফাৎ!
মায়ে পোয়ে হায় সেই শেষের বিদায়,
গোধূলির কোল থেকে রবি অস্ত যায়!
চলে গেল রেলগাড়ী রেখে গেল ধূম,
মলিন করিয়া মার জাগরণ ঘুম!

শরতের শুক্লাষষ্ঠী—যামিনী সুন্দর
লইয়া পাথালি কোলে শিশু শশধর,
ছাড়িয়া সূতিকাগার—তমো সুগভীর,
গগন-অঙ্গনে যেন হয়েছে বাহির!
আনন্দ-সলিলে ভাসে কুমুদ বিমল,
পুলকে পাগল যেন চকোরের দল,

উপবনে হাসে যত কুসুম বালিকা,
সুগন্ধা রজনীগন্ধা স্বর্ণ শেফালিকা !
ব্যাপিয়া বিশাল বঙ্গ কেবল উল্লাস,
জননী-স্নেহের আজ বিল্ব অধিবাস !

বাজে শংখ বাজে ঘণ্টা বাজে ঢাক ঢোল,
পাড়া পাড়া বাড়ী বাড়ী মহা গণ্ডগোল ;
এসেছে প্রবাসী পিতা পতিপুত্র ভাই,
আনন্দ-সাগরে যেন ভাসিছে সবাই !
নূতন বসন আর নূতন ভূষায়,
সুখের সজীব-বিম্ব শিশু শোভা পায় !
খেলিতেছে নব বেশে বালক-বালিকা,
স্বস্তিক মঙ্গল মুখে পারিজাত-লিখা !
ব্যাপিয়া বিশাল বঙ্গ কেবল মিলন,
জননী স্নেহের আজ মহা উদ্বোধন ।

অস্ত গেছে দশমীর দীপ্ত শশধর,
আচ্ছাদিত অন্ধকারে আকাশ গহ্বর !

তৃতীয় প্রহর গত—নিখিল ভুবন,
একই শয্যায় শুয়ে ঘুমে অচেতন।
তরুলতা ঘুম যায়, ঘুম যায় ফুল,
পল্লবের কোলে কোলে ঘুমায় মুকুল!
আকাশে হেলান দিয়া ঘুমায় পর্ব্বত,
সম্মুখে সমুদ্র পাতা মহা শয্যাবৎ!
দিক্‌বদ্ধ শ্যামমাঠ অনিবদ্ধ নীবি,
স্খলিত অঞ্চল অঙ্গে ঘুমায় পৃথিবী!
অনন্ত শান্তির সুধা ভুঞ্জিছে সবাই,
একটি মায়ের চোখে শুধু ঘুম নাই!
চিরদাহ-জাগরণ তার বুকে দিয়া
ঘুম যায় চিতাচুল্লী নিবিয়া নিবিয়া!

দাঁড়ায়ে বাহির বাড়ী অভাগী জননী,
ভাবিতেছে শূন্য পানে চেয়ে একাকিনী,
আসিয়াছে বাড়ী বাড়ী ছেলেপিলে সব,
বিজয়ার বিসর্জ্জন উৎসব নীরব!
কোলে নিয়া জননীরা আপন সন্তান,
কপোলে দিয়েছে চুম্ব শিরে দুর্ব্বাধান!

সকলে পেয়েছে বুকে বুকভরা ধন,
আমার অতুল দেরি করে কি কারণ ?
অরুণের অগ্র-জ্যোতি মৃদু পরকাশ,
প্লাবিয়া রজত স্বর্ণে পূরব আকাশ !
অভাগিনী পাগলিনী আনন্দে ভাসিয়া,
দুই ভুজ মেলে যায় কোলে নিতে গিয়া !
চিৎকারে—অতুল মোর আসিতেছে অই,
খুঁজিতে উড়িল কাক—'ক—ই, ক—ই, ক—ই ?'
মূরছিয়া ধরাতলে পড়িলা জননী,
তুলিতে সহস্র কর মেলে দিনমণি !—
শেফালী ঝরিল আগে, তারকা নিবিল ;
রজনী সজনী তার শোকে প্রাণ দিল !
দেখিল পাড়ার শেষে লোকজন জমি',
জননী-স্নেহের সেই বিজয়া দশমী !

—গোবিন্দচন্দ্র দাস

পুরুরাজ ও আলেকজেণ্ডার

রাজসভা-মাঝে মাসিদন-পতি
সমাসীন সিকন্দর।
ঘিরি নর-নাথে বীতিহোত্র-রূপী
শত শত বীরবর!
সহসা অদূরে শৃঙ্খলের ধ্বনি,
অস্ত্র ঝনৎকার সনে
বীর পদক্ষেপে কাঁপাইয়া সভা
চমকিল সর্ব্বজনে।
বন্দী পুরুরাজে ল'য়ে রক্ষীদল
প্রবেশিল সভামাঝে
ব্যাধগণ মিলি' আনিল বাঁধিয়া
যেন মত্ত মৃগরাজে!
হেরি' সে মূরতি সভা-জন যত
চমকি মুহূর্ত্ত তরে,
আপনা পাসরি' শির নোয়াইয়া
নমিলা সম্ভ্রম ভরে!
মধুর বচনে পুরুরাজে তবে
সম্বোধিয়া সিকন্দর
কহিলেন, "আমি সাহসে তোমার
পরিতুষ্ট বীরবর!

যে বীরত্ব তুমি দেখায়েছ রণে
নাহিক তুলনা তার।
কহ কি বাসনা গুণ-যোগ্য তব
দিব আজি পুরস্কার!"
কহিলা নরেন্দ্র, "ভাগ্যবান্ তুমি,
মহাবীর সিকন্দর!
কিন্তু পুরুরাজ প্রতিদ্বন্দ্বী তব,
ভুলিয়ো না বীরবর!
কৃপার ভিখারী নহি আমি তব;
নাহি চাহি ধন, মান।
জন্ম ক্ষত্রকুলে, সাধি' ক্ষত্রধর্ম্ম
আনন্দে ত্যজিব প্রাণ!"
লজ্জিত বীরেন্দ্র, কহিলা সম্ভ্রমে,
"কহ মোরে, নররাজ!
কি বাসনা তব কোন্ কার্য্য সাধি'
তুষিব তোমারে আজ?"
কহিলা পৌরব, "তুষিতে আমারে
বাসনা যদ্যপি মনে,
প্রচার' আদেশ লুণ্ঠন হইতে
নিবারহ সেনাগণে?

"তথাস্তু নৃমণি," কহিলা বীরেন্দ্র,
"বাসনা হবে পূরণ।
সেনাগণ মম তব রাজ্যে কেহ
না করিবে উৎপীড়ন!
কিন্তু, বীরবর শুধাই তোমারে
বল মোরে একবার।
মহত্ত্বের তব উপযুক্ত আমি
কি করিব ব্যবহার?"
নীরবি ক্ষণেক কহিলা রাজেন্দ্র,
"এই মোর নিবেদন।
রাজা, আমি বীর, কর মোর প্রতি
রাজ-যোগ্য আচরণ!"
শুনি' সিকন্দর সিংহাসন হ'তে
নামিলা সম্ভ্রম-ভরে;
পুরু-রাজ-পাশে গিয়া, পাশ তাঁর
খুলিলা আপন করে।
করে কর ধরি' অতি সমাদরে
বসাইলা নিজাসনে।
সভাজন যত, চিত্রার্পিত প্রায়
নেহারয় দুইজনে!

মুগ্ধ পুরু-রাজ অশ্রুপূর্ণ আঁখি
গদগদ কণ্ঠস্বর !
কহে, "সত্য আজি পরাজিলে মোরে
মাসিদন-অধীশ্বর !"

—যোগীন্দ্রনাথ বসু

কেদার রায়ের যুদ্ধ আয়োজন

কালীগঙ্গার তীরে—
রাজধানী শ্রীপুরে,
অসি ক্ষুরধার
জ্বলিল আবার
বঙ্গবীরের করে।
কালীগঙ্গার তীরে!

আনিয়া মোগল সেনা
রাজা মান দেয় হানা,—
করিবারে চায়
বঙ্গ-বিজয়
আয়োজন করে নানা—
বিপুল মোগল সেনা!

কহিলা বঙ্গবীরে
ডাকিয়া কেদার রায়,—
'অরাতি আসিল দ্বারে
অতিথির মান চায়।
দুইবার ঘোর রণে—
জিনিয়াছ রাজা মানে,—

বাঙ্গালী বিমুখ হবে কি এবার
অতিথি যাবে কি ফিরে!'
কহিলা বঙ্গবীরে।

ঝলসি' উঠিল শত তরবার
গরজে বঙ্গবীর।
কাঁপিল গঙ্গাতীর।
বলে সবে, 'চল চল এইবার
মোগলের সাধ মিটাব আবার
দিব না যাইতে ফিরে।
দিল্লীর রাজপুরে।'

কালীগঙ্গার তীরে—
মা আজি জাগিল কি রে?
বঙ্গমাতার আশিষ নামিল
ভক্তের শিরোপরে,
কালীগঙ্গার তীরে!

বীরের শিরায় রক্ত বহিল
তপ্ত অনল হেন—

বিক্রম আজি বিক্রমপুরে
মূর্ত্তি লইল যেন।
সমর-তরীতে মোগল কাঁপিল্
গর্জ্জন শুনি' ভয়ে।
ভক্তের শির লুণ্ঠিত হলো
বঙ্গমাতার পায়ে।

—রাজেন্দ্রলাল আচার্য্য

সিংহ গড়

উমরাটিপুরে স্থবেদার-গৃহে সেদিন বাজিছে বাঁশী,
—তানাজী-পুত্র রায়বার বিয়ে ; প্রমত্ত পুরবাসী ;
নানা আয়োজন, ভারি ধূমধাম ;
নৃত্য ও গীত চলে অবিরাম ;
দাঁড়াইল বর—বাজিল শঙ্খ, জ্বলিল আলোকরাশি—
এ হেন সময় শিবাজীর দূত সভায় দাঁড়াল আসি'।

পাঠ করি' লিপি বজ্র-কণ্ঠে হাঁকিলা মালেশ্বর,—
'নামাও বংশী, থামাও নৃত্য, সাজ খুলে' ফেল বর !
কঠিন বিবাহ ঘনায়েছে আজ—
তারই লাগি' সবে পর নব সাজ,
সেই মিলনের শুভ-লগ্নের সময় অগ্রসর—
রে বরযাত্রী ! আগত রাত্রি—হও সবে সত্বর !'

লিপির বারতা শুনিলা সকলে সাগ্রহে পাতিল কাণ,
হাজার কণ্ঠে ধ্বনিল অমনি শিবাজীর আহ্বান !
অন্তঃপুরে পুরনারী যত
শুনিলা সে বাণী স্বপ্নের মত,
বিস্ময়-হত হিয়া শত শত, তবু নহে ম্রিয়মাণ,
নব-উৎসাহে উঠিল জ্বলিয়া পদাহত সম্মান।

বারো সহস্র মাওয়ালি সৈন্য সাজিলা বারতা পেয়ে,
তাই লয়ে সাথে প্রচণ্ড তেজে চলিলা তানাজী ধেয়ে ;
রায়গড়ে আসি' রাজারে শুধায়,—
'কি আদেশ প্রভু, ঘটিল কি দায় ?'
উত্তর শুধু করিলা শিবাজী—জননীর পানে চেয়ে,
'বন্ধু, তোমায় আমি ডাকি নাই,—ভবানী মায়ের মেয়ে।'

জননী অমনি তানাজীর মুখে ঘুরায়ে প্রদীপখানি,
অঙ্গুলি ভাঙি' ললাট পরশি' বালাই লইয়া টানি',
কহিলা মধুর-গম্ভীর রবে,
'সিংহগড় মোরে জিনে' দিতে হবে,
বৎস আমার ! আজ হ'তে তোরে দ্বিতীয় পুত্র মানি।'—
তানাজীর মুখে অপূর্ব্ব সুখে বন্ধ হইল বাণী !

হাঁকি' পুনরায় কহে জীজাবাঈ,—'ছি ! ছি !' তোরা কাপুরুষ !
বীরের কর্ম্ম আপন ধর্ম্মে করে সে নিষ্কলুষ।
বেদ-ব্রাহ্মণ নিষ্ঠা-আচার,
ধর্ম্ম-যজ্ঞ বিবেক-বিচার—
চরণে দলিত হেরি' বারবার, তথাপি হয় না হুঁস্—
ধিক্কারে ভরা লাঞ্ছনা তোরা মর্ম্মে লুকায়ে থুস্ !

'দেখিস্ না চেয়ে—চোখের উপরে কিবা হয় দিবারাত,
পাপ—সে হাসিয়া পুণ্যের শিরে করিতেছে পদাঘাত;
দরিদ্র দীন মূক অসহায়
ধনীর দুয়ারে আপনা বিকায়,
দম্ভী দর্পী হেলায় ঘৃণায় হেসে করে দৃকপাত—
গড় নয়, আজ যা কিছু তোদের গেল সে পরের হাত!

তবু বেঁচে থাকা—তবু প্রাণ রাখা, পদে পদে সহি' গ্লানি,
মারাঠার বুকে হেরি' হাসিমুখে মোগলের রাজধানী!
সাজি' তারই দাস, তাহারই নফর,
বিলাইয়া দিলি আপনার ঘর,
মসী-অঙ্কিত ললাটের 'পর তিলক-পঙ্ক টানি'—
মহারাষ্ট্রের হেন কলঙ্ক—সহিবে কি মা ভবানী?

'তাই থাক্ তোরা, লজ্জা লুকায়ে অন্ধ বিবরমাঝে,
থাক্ বারো-মাস মোগলের দাস ঘৃণ্য অধম কাজে;
আমি যাই—মোর ফুরায়েছে কাল,
মিছে বেঁচে থাকা হয়ে জঞ্জাল,
আপনার মান পরেরে বিকায়ে লাঞ্ছনা ভরা লাজে—
সিংহগড়ের দুর্গে আজিকে মোগল-ডঙ্কা বাজে!'

রুদ্ধকণ্ঠে কহিলা তানাজী, 'তাই হবে, তাই হবে,
ফিরায়ে আনিব সিংহগড়ের নির্জ্জিত গৌরবে ;
শপথ করিনু অসি ছুঁয়ে আজ,
ঘুচাব রাষ্ট্র-কলঙ্ক-লাজ,
অথবা পরাণ সঁপি' দিব আজ মরণ-মহোৎসবে—
ক্ষয়-ক্ষতি-লাজ ডুবাইব আজ বিজয়ের তাণ্ডবে।'

পরশিয়া পুনঃ মায়ের চরণ চলি' গেলা বীর ধীরে,
বারো সহস্র মাওয়ালি সৈন্য চলিলা সঙ্গে ঘিরে'।
সিংহগড়ের দুর্গ চূড়ায়,
সূর্য্য তখন স্বর্ণ কুড়ায়,
সন্ধ্যা তাহার রক্ত ছড়ায় 'ডঙ্গী' শৈলশিরে ;
দূরে সেনা রাখি' চলিলা তানাজী পাহাড়ের কোল ভিড়ে'।

তারপর যাহা—ইতিহাস তাহা শোনে নাই কোনও কালে ;
সত্য যাহার স্বপ্নের মত—দীপ্ত ইন্দ্রজালে।
থার্ম্মপলির পুণ্য-কাহিনী,
হল্‌দীঘাটের ধন্য বাহিনী—
অপূর্ব্ব কথা—তুলনা পাইনি তবু এর কোনও কালে,
ভাগ্য যে লিপি লিখিলা সে দিন মহারাষ্ট্রের ভালে !

*   *   *

সপ্তাহ পরে এল রায়গড়ে সিংহগড়ের চর ;
শুনিলা সকলে সভয়ে গর্ব্বে জয় সে ভয়ঙ্কর !
জীজাবায়ে শুধু কহিলা শিবাজী,—
'সিংগড়, মাতা, ফিরে' লও আজি,
সিংহগড়ের সিংহ গিয়াছে—পড়ে' আছে শুধু গড়—
তাই লও মাতা' হারায়ে পুত্র—তানাজী মালেশ্বর।'

—শ্রীযতীন্দ্রমোহন বাগচী

বেলা যায়

একদা কোনও এক রজকের ঘরে
ডাকিছে বালিকা অতি সোহাগের স্বরে,
নিদ্রিত পিতারে,—'ওঠ বাবা, বেলা যায়!'
তখন গ্রামের সূর্য্য অস্তে যায় যায়।
বালিকার কম্প্রকণ্ঠ চঞ্চল পবনে
সঞ্চারিল স্তব্ধতায়। শিবিকারোহণে
অদূরে গৃহের পথে ফিরিছেন যথা
লালাবাবু কর্ম্মস্থল হ'তে, ছুটি কথা
চ'লে গেল সেথা! নিস্তব্ধ শিবিকা হ'তে
'থামাও থামাও,'—প্রৌঢ় বলে মধ্যপথে,—
'ওরে বেলা যায়!' বিস্মিত বাহকগণ
রাখিল শিবিকা। লালা কম্পিতচরণ,
দাঁড়াইয়া জীবনের প্রশান্ত সন্ধ্যায়
আপনারে উঠিলা ডাকিয়া,—'বেলা যায়!'
বহুমূল্য বেশ-বাস ফেলিলেন ধূলে,
ভৃত্যগণে দিলেন বিদায়! বক্ষে তুলে'
লইলেন জীবনের কুজ্ঝটিকা হ'তে
প্রজ্ঞার আলোক!
অ-দোসর, বিশ্বস্রোতে
ঝাঁপায়ে পড়িল বেগে। জ্বলে হুতাশন

ছলছল নেত্রপ্রান্তে ; কি জানি দাহন
অনুতপ্ত উচ্চ হৃদয়ের ! ঊর্দ্ধে চাহি'
নিঃশ্বসিলা ! কোথা হ'তে উঠিলা কে গাহি'
সেই দুটি কথা, 'বেলা যায় !'—'বেলা যায় !'
বিশাল অনন্ত প্লাবি গম্ভীর সন্ধ্যায়।
সাবধানী তিরস্কার, মঙ্গল-শাসন,
স্নেহে-রোষে ইঙ্গিতে কি জানা'ল গগন ?
হুহু করি' সান্ধ্য বায়ু ফেলিয়া নিঃশ্বাস,
নেমে এল শূন্য হ'তে ; ত্যজি' দিবাবাস
মহাবেগে ব্যোমচর ধাইছে অম্বরে ;
অকিঞ্চন রশ্মিলেশ কম্পিত অন্তরে
যাইতেছে হারাইয়া !
কোথা গেল রবি
দিগন্তের প্রান্তে নেমে ? মুছে' গেছে ছবি
দৃপ্ত দিবসের ! ফিরে আসে গাভীগুলি
অর্দ্ধভুক্ত তৃণ ফেলি' ; হেরিয়া গোধূলি
কর্ম্মব্যস্ত কৃষাণেরা লইল বিদায়
ধান্যপূর্ণ ক্ষেত্র পাশে রুদ্ধ বেদনায় !
হেরিলা অধীরে প্রৌঢ়, চারি-দিক-ভরা

কেবল বিদায়-যাত্রা ; মুক্ত, মায়াহরা
ত্যাগের ঘোষণা !
ছুটিলা তৃষিত মনে,
কার ছদ্ম করুণার শুভ আকর্ষণে।
লক্ষকোটি নভঃ আঁখি সাক্ষী হ'ল তার,
নীরবে দেখা'ল পথ নাশি' অন্ধকার !
পুরাতন, পরিচিত, বহু-উচ্চারিত
'বেলা যায়'—এই দুটি কথা, রোমাঞ্চিত
অন্তরের অন্তঃকর্ণে লাগিলা শুনিতে ;
সম্মোহন কণ্ঠে কণ্ঠে ধ্বনিত নিশিতে !

—প্রমথনাথ রায়চৌধুরী

ইন্সাফ

ডঙ্কা নিশান সঙ্গে লইয়া লস্কর অফুরান্
রাজ্য-পরিক্রমায় চলেন সুলতান বুল্বান্।
স্নিগ্ধ নয়নে প্রসাদ-সত্র, প্রতাপ-ছত্র মাথে
চলেছেন রাজা, দিল্লী-নগরী চলে যেন তাঁর সাথে।
সাথে সাথে চলে উর্দ্দু-বাজার, হাজার হাজার হাতী,
চলেছে জোয়ান পাঠ্ঠা পাঠান হাতে নিয়ে ঢাল-কাতী।
বল্লম-ধারী চলে সারি সারি—ফলার আলোক জ্বলে,
প্রজার নালিশ শুনিয়া ফেরেন মালিক সদল-বলে।
কত সাজা কত শিরোপা বিতরি' নগরে নগরে, শেষে
হাওদা নড়িল. ছাউনি পড়িল বদাউন্-পুরে এসে।
দিল্লীপতির প্রিয়পাত্র সে বদাউন-সর্দ্দার,
নগরী সাজিল নাগরীর মত ইশারায় যেন তার।
কোথাও দুঃখ নাই যেন কোনো, নাইকো নালিশ কারু,
দুনিয়া কেবল ঢালা-মখ্মল্ চুমকীর কাজে চারু।
ভোজে আর নাচে কুচে ও কাওয়াজে কাটে দিন মৃগয়ায় ;
লোক খাসা অতি বদাউন-পতি সন্দেহ নাহি তায়।
বিশ্রামে বিশ্রম্ভ-আলাপে কাটে দিন কোথা দিয়ে,
রাজ-অতিথির বিদায়ের দিন ক্রমে আসে ঘনাইয়ে।
বদাউন্-বনে সে বারের মত শীকার করিয়া সারা
দঙ্গল ফেরে সুল্তান্ সহ উল্লাসে মাতোয়ারা।

সঙ্গে চলেন বদাউন্-পতি করিয়া তূর্য্যনাদ।
সহসা কে নারী উঠিল ফুকারি'—"সুল্তান্! ফরিয়াদ।"
চমকি' চাহিয়া বদাউন্-পতি বক্‌বক্ মিয়া কন—
দেওয়ানা! দেওয়ানা! হঠাও উহারে, কি ছাখো সিপাহিগণ।"
সুল্তান্ কন্, "না না, আনো কাছে, কি আছে নালিশ, শুনি।"
প্রমাদ গণিয়া আড়ে চায় যত ওম্‌রাহ বদাউনী।
শাহান্‌শাহের হুকুমে সিপাহী কাছে গেল জেনানার,
আঁখি বিস্ফারি কাছে এল নারী বাদশাহী হাওদার।
"কিবা ফরিয়াদ? কহ ফরিয়াদি, নালিশ কাহার 'পরে?"
"ভয়ে কব? কিবা নির্ভয়ে, প্রভু!" পুছে সে যুক্ত-করে।
"নির্ভয়ে কহ" বলেন হাকিম। নারী কয় ঋজু-কায়া—
"হত্যাকারীর সাজা দাও প্রভু! জগৎ প্রভুর ছায়া!
স্বামীরে আমার হত্যা করেছে বাদাউন্-সর্দ্দার,
এই মাতালের কোড়ার প্রহারে জীবন গিয়াছে তার।"
"কে তোর সাক্ষী, মিথ্যাবাদিনী, কে তোর সাক্ষী শুনি?"
"ধর্ম্মের প্রতিনিধি এসেছেন, বুঝে কথা কও, খুনী!
সাক্ষী খুঁজিছ? সাক্ষী আমার সারা বদাউন্‌ভূমি,
সাক্ষী আমার ঐ কালা-মুখ, আমার সাক্ষী তুমি!
সাক্ষী তোমারি ভৃত্য, যাহারে গিলেছে পাষাণ-কারা;
আমার সাক্ষী রাজপুরুষেরা নালিশ নিলে না যারা।"

বজ্রদীপ্তি যুগল চক্ষে সুল্‌তান বুল্‌বান্‌
চর-পরিষদ-পতিরে করেন সঙ্কেতে আহ্বান।
নিভৃতে তাহারে কি কহিল নৃপ, নিমিষে ছুটিল চর,
নিমেষে আসিল কয়েদখানার সাক্ষীরা তৎপর।
আসিল কোরান, সাক্ষী-জবানবন্দী হইল পাকা,
সাক্ষ্য-প্রমাণ বাক্য নারীর,—নয় মিছে, নয় ফাঁকা।
বচন-দক্ষ মিথ্যাপক্ষ—হেরে গিয়ে হ'ল রূঢ়,
বর্ব্বরতায় গর্ব্বের বেশে জাহির করিল মূঢ়।
ঘৃণায় বক্র ভুরু ভূপতির, নয়নে আগুন জ্বলে,
হুকুমে লুটাল বক্‌বক্‌ খাঁর উষ্ণীষ ধূলিতলে!
ঘোড়া ছেড়ে রাজপথে দাঁড়াইল বদাউন্‌-সর্দ্দার,
হাতে পায় বেঁধে শিকল, সিপাহী কেড়ে নিল তলোয়ার।
কোড়া নিয়ে এল কোড়া-বর্দ্দার বাদশাহী ইঙ্গিতে,
বজ্রকঠোর স্বরে বাদ্‌শার অপরাধী কাঁপে চিতে।
"দোষী সর্দ্দার, ভুল নাহি আর, দোষীর শাস্তি হবে,
রাজার প্রতিভূ রাজার সুনাম ঢেকেছে অগৌরবে।
রাজপুরুষেরা প্রজারে বাঁচাবে চোর-ডাকাতের হাতে,
কে বলো প্রজারে রক্ষিবে রাজপুরুষের উৎপাতে?
রক্ষক যদি হয় ভক্ষক, কে দিবে তাহারে সাজা?
রাজপুরুষের রাহু-ক্ষুধা হ'তে প্রজারে বাঁচাবে?—রাজা।

এই তো রাজার প্রধান কর্ম্ম, এ বিধি সুপ্রাচীন,
এই ধর্ম্মের করিব পালন, মানিব না ধনী দীন।
গরীবের প্রাণ, আমিরের প্রাণ, সমান যে জন জানে,
সর্দ্দারী তারি, সুল্‌তানী তারি—দুনিয়ার মাঝখানে ;
গরীবের প্রাণ তুচ্ছ যে মানে অরি তার ভগবান্ ;
কোড়ার প্রহারে প্রাণ যে নিল সে কোড়াতেই দিবে প্রাণ।
বে-ইমানী সনে রফা ক'রে চলা জানে না মুসলমান ;
কাজে আজ করে সে-কথা প্রমাণ দুনিয়ায় বুল্‌বান্!
বুল্‌বান্ বলে,—"খুনীর খাতির ? হবে না ; হবে না মাফ্,
কসুর করিলে পূরা পাবে সাজা—এই মোর ইন্‌সাফ।"

—সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত

রথযাত্রা

বৃদ্ধ খঞ্জ, চণ্ডালী এক
শ্রীমুখ দেখিতে রথে
একাকিনী হায় চলে ধীরি ধীরি
মেদিনীপুরের পথে।
দিবসে যে শুধু হাঁটে এক ক্রোশ
তাহার একি গো দায়;
গৃহ হ'তে দূরে এক শত ক্রোশ
পুরী-ধাম যেতে চায়!
দলে দলে যায় পুরীর যাত্রী
খোঁজ করে কেবা কার;
সময়ে শ্রীধাম না পারিলে যেতে
ঠাঁই মেলা হবে ভার।
রথ-যাত্রার যবে, শুধু আর
দুই দিন বাকি আছে,
অনেক কষ্টে পঁহুছিল আসি'
সাঁঝে কটকের কাছে;
"কোথা যাবি বুড়ী? পথিক জনেক
সুধাল সেখানে তারে।
বৃদ্ধা বলিল— "চলিয়াছি বাবা
চাঁদমুখ দেখিবারে।"

ঈষৎ হাসিয়া পথিক বলিল
“কেমনে পারিবি বুড়ী,
রাত পোহালে যে— কাল রথ ক্ষেপী
দেখিবি কেমন করি’ ?”
শুনি’ চণ্ডালিনী রুষিয়া বলিল,
“বাকি যে এখনো পথ
কি বলিছ তুমি রাতি পোহাইলে
কেমনে হইবে রথ ?”
হাসিয়া পথিক বলিল, “তাই ত
চল্, তাড়াতাড়ি চল্ ;
তুই ক্ষেপী নাহি পঁহুছিলে সেথা
রথ কে টানিবে বল্ ?”
ঘুমাইয়া বুড়ী রজনী প্রভাতে
জেগে বলে “চল্ যাই” ;
পা দু’টি তাহার বেদনা-জড়িত
উঠিতে শকতি নাই— !
বিষম বেদনা পারে না হাঁটিতে
তবু দিয়া হামাগুড়ি,
রথেতে দেখিবে শ্রীমুখ বলিয়া
চলিতে লাগিল বুড়ী

ভক্তেরা সব জুটেছে শ্রীধামে
রথযাত্রা যে আজি ;
পতিত-পাবন উঠেছেন রথে
অভিনব বেশে সাজি'।
একি অঘটন একি অলখন
চলে না দেবের রথ ;
অযুত ভক্ত টানিতেছে রশি,
কর্দ্দমহীন পথ !
জুড়িল হস্তী তবু যে গো রথ
তেমনি রহিল থির ;—
ভাবিয়া আকুল প্রধান পাণ্ডা
ঝরে নয়নের নীর।
ধূলায় লুটায়ে পড়িল পাণ্ডা
জানিতে পারিল ধ্যানে ;—
প্রধান ভক্ত কে এক রথের
পশ্চাৎ দিকে টানে।
যাবৎ না ছোঁয় সম্মুখ-রশি
পূত-করতল তার—
হাজার হস্তী রথের চক্র
নড়াতে নারিবে আর !

বাহির হইল পাণ্ডার দল
ভক্ত অন্বেষণে ;
কৌপীন পরা সন্ন্যাসী আনে
বৈষ্ণব সাধুজনে !
তিলক-ভূষিত নামাবলী ধারী
ব্রাহ্মণ আনে ধ'রে ;
কাহারো পরশে সে বিরাট্ রথ
এক তিল নাহি নড়ে।
খুঁজিতে খুঁজিতে কত দূরে আসি'
প্রধান পাণ্ডা হায়—
দেখিল খঞ্জ বৃদ্ধা জনেক
পুরী অভিমুখে ধায়।
হামাগুড়ি দিয়া চলিয়াছে বুড়ী
পাণ্ডা শুধাল তারে—
"প্রখর রৌদ্রে ভিক্ষার লাগি'
যাইবে কাহার দ্বারে ?—
তপ্ত বালুতে পুড়িতেছে পদ
আঁখি ভ'রে গেছে জলে ;
দিনু এই সিকি ফিরে গিয়ে ব'স
ওই অশথের তলে।"

বুড়ী বলে "বাবা বল কবে রথ
পয়সাতে কাজ নাই ;
রথেতে দেখিব শ্রীমুখ বলিয়া
রোদ ঝড় মানি নাই।"
শুনি' ব্রাহ্মণ কাঁদিতে কাঁদিতে
বৃদ্ধারে বুকে ধরি'—
"পেয়েছি পেয়েছি বলিয়া ছুটিল
পুরীর সড়ক ধরি'।
স্তম্ভিতা বৃদ্ধা— বলে, "দাও ছাড়ি'
বাবা গো চাঁড়ালী মুই !"
ব্রাহ্মণ বলে, "দে মা পদধূলি
গুরুরো গুরু যে তুই !"
চকিতে দেখিল যাত্রীরা সবে
"জয় জয় জয়" বলে—
প্রধান পাণ্ডা আনিল রে এক
খোঁড়া বুড়ী লয়ে কোলে।
অচল সে রথ চলিতে লাগিল
বুড়ী দিল যবে হাত ;—
উল্লাসে সবে উঠিল বলিয়া
"জয় জয় জগন্নাথ !"

সাশ্রু নয়নে অযুত কণ্ঠে
গাহিল অযুত প্রাণ ;—
"সত্যই তুমি কাঙ্গালের হরি
ভক্তের ভগবান !"

—কুমুদরঞ্জন মল্লিক

বাঁদীর সত্যসাধন

প্রবল প্রতাপ নাদিরশাহা সে
ভারত ভাসায়ে রক্তে,
নাস্তিক মত করেন প্রচার
বসি' দিল্লীর তক্তে!
আমিই মালিক দীন ত্বনিয়ার
যদি কেহ কহে, "খোদা আছে তা'র
গরদান নেবে"— হুকুম প্রচার
হ'ল যত অনুরক্তে।
বেগম-মহালে বাদ্‌শা ত্বহিতা
কালো কেশরাশি এলায়ে,
চিকন-গাঁথনে গাঁথিছেন কভু
দিতেছেন কভু ফেলায়ে।

সহসা কনক-দর্পণখানি
ভূমে প'ড়ে গেল
কেমনে না জানি—
বাঁদী ছিল পাশে, "আল্লা" বলিয়া
কম-তনুখানি হেলায়ে
বাদ্‌শাজাদীরে হাতে তুলে দিল
বাঁধা কেশরাশি এলায়ে।—

কহিলা কুমারী, "কি বলিলি বাঁদি—
স্মরিলি কি মোর পিতারে ?"
কিঙ্করী কহে সস্মিতাননে
আলোড়িত কেশ বিথারে—
"মিছা বলিব না শাসনের বশে,
সোভান্-আল্লা অদ্বিতীয় সে
চিরস্মরণীয় সেই এক জন ।"

রোষে বাঁকাইয়া সীঁথারে,
কুমারী কহিলা, "কি বলিলি বাঁদি,
ডাকিস্ নি মোর পিতারে ?"

"মন নহে বাঁদী বাদ্শাজাদি
এ বাঁদী ডরে না মরণে,
ত্যজিব এ তনু সত্য কহিয়ে,
সত্য পিতার স্মরণে ।"

ঘাতকে ডাকিয়া ডাকিনীর প্রায়
কুমারী অম্‌নি বধিল তাহায়
সাধুজনে কহে, "যে চিনেছে তাঁয়
আজিকে মৃত্যু-বরণে,
সে গেল চলিয়া দীন্‌ দুনিয়ার
সেই মালিকের চরণে।"

—প্রফুল্লময়ী দেবী

মোগল প্রহরী

হল্‌দিঘাটের রণে—
রাণা রঘুপতি হেরে গেল যবে
মোগল-সেনার সনে ;
ধরা দিল না সে শত্রুর হাতে !
সাঙ্গোপাঙ্গ নিয়ে তার সাথে
পলাইয়া গেল আরাবল্লীর
গভীর গহন বনে।

শাহন্‌শাহ্‌ আকবর—
সংবাদ পেয়ে হুকুম দিলেন
মোগল-সেনার 'পর—
"যেরূপেই হোক্ রাণারে ধরিয়া
দাও মোর কাছে হাজির করিয়া,
কড়া পাহারায় রাখ ঘিরে তার
পথ-ঘাট-প্রান্তর !"

পশ্চাতে পুরোভাগে
রাণার গৃহের চারিপাশে তাই—
মোগল-প্রহরী জাগে।

করে কোন্ পথে গোপনে গোপনে
রাণা আসে তার আপন ভবনে,
সেই ভরসায় ব'সে আছে সব
উৎসাহ-অনুরাগে।
সহসা সে একদিন—
সন্ধ্যা নামিছে ধরণীর তীরে,
আকাশ সুরঙ্গীন !
এমন সময়ে রাণা রঘুপতি
কোথা হ'তে ছুটে এল দ্রুতগতি,—
নম্র-নীরবে রাজ-প্রহরীর
হইল সম্মুখীন।

কহিল সে ধীরে ধীরে—
"ধরা দিনু আজি তোমার হস্তে
স্বেচ্ছায় নত শিরে ;
শুধু রাখ মোর একটি মিনতি—
গৃহে যেতে আজি দাও অনুমতি,
মৃত্যু-কাতর পুত্রেরে দেখি'
আবার আসিব ফিরে।"

রাজ-প্রহরীর মন
আজি যেন কোন্ স্নেহ-করুণায়
গ'লে গেল অকারণ ;
সন্তান তরে পিতার পরাণে
কি যে ব্যাকুলতা—জানে সে-ও জানে :
অনুমতি দিল তাই সে রাণারে
করিবারে পলায়ন।

হ'য়ে গেল জানাজানি—
বাদ্‌শার কানে পৌঁছিল এসে
নিদারুণ সেই বাণী।
ক্রুদ্ধ বাদ্‌শা অম্‌নি তখনি
হুকুম দিলেন কিছু নাহি গণি'—
"বন্দী করিয়া রাজ প্রহরীরে
ফাঁসি দাও হেথা আনি।"

বন্দী-প্রহরী, হায় !
বধ্য ভূমিতে আনীত হইল
শৃঙ্খল-পরা পায়।

তখন আকাশে তরুণ তপন
উজল করেছে বিশ্ব-ভুবন
স্তব্ধ-নীরব গগন-পবন
প্রশান্ত মহিমায়।
নির্জ্জন চারিধার
ফাঁসির মঞ্চে উঠিল প্রহরী
নীরব—নির্ব্বিকার !
এমন সময় সহসা কে আসি'
কহিল—"থামাও, দিয়ো নাকো ফাঁসি,
প্রহরী নহেক—আমি নিজে দোষী,
ফাঁসি হবে—সে আমার।"

সবার দৃষ্টি-গতি—
সহসা তখন ফিরিয়া আসিল
আগন্তুকের প্রতি।
ব্যাকুল আবেগে কহিল সবাই—
"কে তুমি ? তোমার পরিচয় চাই !"
উত্তরে তার কহিল অতিথি—
"আমি রাণা রঘুপতি।"

বিস্মিত আজি সবে,
ক্রন্দন-রোল ডুবে গেল আজি
আনন্দ-কলরবে !
ফাঁসির হুকুম রদ করি' দিয়া
বন্দী যুগলে এক সাথে নিয়া
গেল কোতোয়াল বাদ্‌শার কাছে
অজানা কি গৌরবে !

মহামতি আকবর
শুনি' সে কাহিনী পুলকিত অতি—
বিস্মিত অন্তর !
ছু'জনেই আজি মহিমার বেশে
দেখা দিল তাঁর আঁখিকোণে এসে,
ছু'জনেই আজি মহান্—উদার—
অপূর্ব্ব সুন্দর !

সব কথা গেল থামি'—
সিংহাসনের আসন হইতে
বাদ্‌শা এলেন নামি'।

কহিলেন তিনি বন্দী-যুগলে—
"প্রস্তুত হও, এই সভাতলে
সত্যই আজি তোমাদের গলে
ফাঁস পরাইব আমি।"

—বলিতে বলিতে তাঁর
কণ্ঠ হইতে নিলেন খুলিয়া
দুইটি মুক্তা-হার ;
পরায়ে সে হার গলে দু'জনার—
কহিলেন—"ধর দণ্ড আমার,
মুক্তির সাথে দিলাম আজি এ
মুক্তার উপহার !"

—গোলাম মোস্তাফা

রাখী ভাই

বাহাদুর শাহ্ আস্‌ছে ধেয়ে করতে চিতোর জয়
সঙ্গে নিয়ে বিপুল সেনাদল,
চিতোর-রাণী কর্ণবতীর তাই জেগেছে ভয়—
রাজপুতানা আতঙ্কে টলমল।

কে আছে বীর এই ভারতে এমন মহৎ প্রাণ
চিতোরের এই দুর্দ্দিন-সন্ধ্যায়
পার্শ্বে এসে দাঁড়ায় তাঁহার, রাখতে তাঁহার মান—
ব্যাকুল রাণী সেই সে ভাবনায়।

হঠাৎ তাঁহার পড়ল মনে—বাদশা হুমায়ুন
উদার-হৃদয় অদ্বিতীয় বীর,
বাহাদুরের চেয়ে তাঁহার শক্তি শতগুণ,
রাখ্‌তে জানে মান সে রমণীর।

অনেক ভেবে অবশেষে হুমায়ুনের ঠাঁই
লিখ্‌ল রাণী লিপি সে একখান—
"আজ হতে বীর হলে তুমি আমার 'রাখী ভাই',
শীঘ্র এসে বাঁচাও বোনের প্রাণ!"

দূতের হাতে দিল লিপি, আর সে রাখী তাঁর
যাত্রাপথে বাহির হল দূত,
উৎসাহ ও কৌতূহলের অন্ত নাহি তাঁর—
অবাক সবাই, ব্যাপার যে অদ্ভুত!

বাদশা তখন বাংলাদেশে ছিলেন অনেক দূর
শেরের সাথে চলছে লড়াই তাঁর!
পাঠান-বীরের দর্প এবার না যদি হয় চূর
রাজ্য রাখাই হবে তাঁহার ভার!

এমনি কঠিন দুঃসময়ে কর্ণবতীর দূত
হাজির হ'ল হুমায়ুনের পাশ,
লিপি দিল, আর দিল, সেই রাঙ্গা রাখীর সূত,
মুখে তাহার আনন্দ-উচ্ছ্বাস!

লিপি পেয়ে আত্মহারা হুমায়ুনের প্রাণ,
কী করিবে ভেবে নাহি পায়,—
শত্রুরে আজ ছেড়ে গেলেও চরম অকল্যাণ—
কিরূপে বা রাখীই ফিরান যায়!

একটি নারী হুর্দ্দিনে আজ মাগছে শরণ তাঁর—
'ভাই' বলে সে করছে আহ্বান,
সে আহ্বানে খুলবে নাকি, তাঁহার হৃদয়-দ্বার
সাড়া কি আজ দিবে না তাঁর প্রাণ ?

ক্ষান্ত করি' এক নিমেষেই যুদ্ধ অভিযান
চিতোর পানে ছুটল হুমায়ুন ;—
কোন অসীমের ডাক শুনে আজ চঞ্চল তাঁর প্রাণ ?
একটি রাঙ্গা রাখীর এত গুণ !

লোক-লস্কর সঙ্গে নিয়ে লড়ল এসে বীর—
কামান গোলা ছুটল সে প্রচুর,
পড়্ল লুটে হাজার হাজার মুসলমানের শির,
বাহাদুরের দর্প হল চূর ?

চিতোর ভূমি মুক্ত হল, অমনি হুমায়ুন
চল্‌ল ছুটে বোনের খোঁজে তাঁর,
রাজপুরীতে উঠল বেজে সুর সে সকরুণ—
কর্ণবতী নাইকো বেঁচে আর।

ব্যাকুল আশায় চেয়ে চেয়ে হুমায়ুনের পথ
কর্ণবতী গণছিল দিন রাত,
অবশেষে ভাবল যখন বিফল মনোরথ—
জহর ব্রতে করল জীবনপাত !

গভীর ব্যথায় হুমায়ুনের স্বর সরে না আর—
বোনের তরে ভাই কেঁদে আজ খুন,
এই জীবনে হলো নাকো দেখা দুজনার,—
সেই বেদনায় ক্ষুব্ধ হুমায়ুন !

—গোলাম মোস্তাফা

প্রবুদ্ধ শান্তি

মহারাজ শিলাদিত্য

রাজাসনে উঠি' ভাবিলেন মনে, অতি শোকাতুর-চিত্ত—
রাজা শশাঙ্ক নিঠুর পামর, বধিল আমার প্রিয় সহোদর
দিব প্রতিশোধ, জ্বলিবে অবোধ অনুতাপানলে নিত্য।

সেনাপতিগণে কহিলা ডাকিয়া, নয়নে রোষের দীপ্তি,—
"বঙ্গ-রাজ্য করি খান খান অনলে পোড়ায়ে করিব শ্মশান;
হেরি' শশাঙ্কে ভিখারী-সমান লভিব পরম তৃপ্তি।
যতদিন মোর শত্রু না হয় সমরে পর্য্যুদস্ত,
জানিও সকলে করিলাম পণ,—'অনশনে যদি যায় এ জীবন,
এমুখে অন্ন দিবে না কখন তবু এ দখিন হস্ত।'

উল্কার বেগে ছুটিল বঙ্গে সেনানী অর্দ্ধ লক্ষ;
ধ্বনিল ডঙ্কা জলদ-মন্দ্র, বিদরে গগন, শ্রবণ-রন্ধ্র
কাঁপিল সঘনে লুপ্ত-তন্দ্র আর্য্যাবর্ত্ত-বক্ষ;
শুনি' সে বার্ত্তা রাজা শশাঙ্ক করিলা সমর-সজ্জা;
কহিলা সবারে,—কর অবধান "আসিছে শত্রু প্লাবন-সমান,
ধর শরাসন, মুক্ত-কৃপাণ ছাড়িয়া সুখের শয্যা।"

বৌদ্ধ যতেক মিলি' দলে দলে কহিল, বিষম ক্রুদ্ধ,—
রাজা শশাঙ্ক অতি দুরাচার, বোধি তরু দহি' করে ছারখার ;
"কাপুরুষ তোরা," কহে একজন, "নাহি কি তোদের লজ্জা ?
লুটিবে শত্রু এ সোনার দেশ, দেখিবি কি শুধু মজা করি' বেশ ?
স্বদেশ-দ্রোহিতা করেছে প্রবেশ তোদের অস্থি মজ্জা।"
"থানেশ্বরের বৌদ্ধ নৃপতি মোদের ধর্ম্ম-মিত্র,"—
উচ্চ-কণ্ঠে কহিল অপরে,—"রাজা শশাঙ্ক হারিলে সমরে,
ভরিবে বৌদ্ধ চৈত্য-নিকরে এদেশের মান-চিত্র।"

ভিক্ষু-প্রধান কহিলা তখন তুলিয়া কার্ম্মুকাস্ত্র,—
"মুক্তির বাড়া স্বদেশ আমার, শির দিব ডালি চরণে তাঁহার,
স্বাধীনতা বিনে চৈত্য, বিহার মিথ্যা ধর্ম্ম-শাস্ত্র !"

বন্যার মত শত্রু-বাহিনী আসিছে ভীষণ রঙ্গে—
রাজার উপর করি অভিমান স্বদেশের যদি কর অপমান,
কেমনে তোমরা দেখাবে বয়ান নিখিল-বৌদ্ধ-সঙ্ঘে ?
বাজিল নাকাড়া, ধ্বনিল শঙ্খ, পলকে ভাঙ্গিল ভ্রান্তি।

ধর্ম্ম-বিরোধ ভুলিয়া সকলে　　জননীর ডাকে মিলি দলে দলে
শত্রু-সেনানী রুধিল সবলে,—নৃপতি লভিল শান্তি।
থানেশ্বরের বিপুল বাহিনী বিজয় লভিতে ব্যগ্র,
ক্ষুদ্র-বঙ্গ না পারি জিনিতে　　ভাবে মহারাজ বিস্মিত চিতে
জাগিছে বাঙ্গালী ; হেরিলা চকিতে,—জাগিছে সুপ্ত-ব্যাঘ্র।

—হেমচন্দ্র সেন

———

গৌতমের গৃহত্যাগ

স্তব্ধ আষাঢ় পূর্ণিমা-রাত নিথর নিঝুম—করছে সাঁ সাঁ!
কোন্ অতলে তলিয়ে গেছে ধরার ধ্বনি, ধারার ভাষা!
শান্তি নিবিড়, শান্তি অটল, শান্তি কঠোর মৃত্যু যেন!
কেবল ঝিঁঝির ডাক শোনা যায় বিশ্ব-প্রাণের রণন হেন!
চাঁদের আলোয় নিদ্রা ঝরে, নিদ্রা-নিবিড় জ্যোৎস্না-রাতি!
শুদ্ধোদনের রাজপ্রাসাদে জ্বল্‌ছে নাকো একটি বাতি।
স্তব্ধ পুরী,—হাস্যধ্বনি, বন্দনা-গান, নৃত্য, কথা,
মন্ত্রণালাপ, শঙ্খ-আরাব, নর্ত্তকীদের উচ্ছলতা,
আরতি-সাম,—সকল নীরব, সব ডুবেছে কোন্ গভীরে!
ঘরে ঘরে সুপ্ত জনের জাগ্‌ছে আরাম—নিশাস ধীরে!
ধরার বুকে নেইক ধ্বনি, রাজপ্রাসাদে নেইক সাড়া!—
শয্যা 'পরে কে ঐ নড়ে, কে ঐ নড়ে নিদ্রাহারা?
অগাধ ঘুমায় যশোধরা, বক্ষে ঘুমায় ছোট্ট ছেলে,
তারই পাশে গৌতম ও যে নিদ্রাবিহীন চোখটি মেলে'।
কি ব্যথা তার বাজ্‌ছে বুকে? কিসের দুখে রাত্রি জাগে?
কি ভাবনায় ক্ষিপ্ত ও মন? নিদ্রা কেনই তুচ্ছ লাগে?
দুখের ব্যথা, শোকের ব্যথা, দৈন্য-ব্যথা, জরার ব্যথা
ঐ বুকে তার ভিড় করেছে সব বেদন ও কাতরতা।
বক্ষে যেন বান লেগেছে ছট্‌ফটিয়ে উঠ্‌ছে পাখী!
নিদ্রা নাহি নিদ্রা নাহি, ব্যাকুল যুবক থাকি' থাকি'।

উঠ্‌ল যুবা, প্রাণ যে জ্বলে, বস্‌ল উদাস শয্যা 'পরে
গুপ্ত বেদন আজকে ভীষণ ব্যাকুল করে চেতন করে!
জান্‌লা দিয়ে দেখ্‌ল যুবা আকাশ-গায়ে জ্বল্‌ছে তারা,—
অসীম দেশের আভাস দিয়ে ভাঙ্‌তে কি রে বল্‌ছে কারা?
বাজে বাজে বিষম বাজে—বক্ষে ব্যথার আঘাত হানে;
দাঁড়ায় যুবা শয্যা-পাশে, উদাস হেরে আকাশ পানে।
এই তো রাতি, এই অবসর, তারায় চাঁদে বল্‌ছে মোরে—
বেরিয়ে পড়ো, বেরিয়ে পড়ো, আর কি সুযোগ পাবি ওরে?
হেথায় মুকুট, স্বর্ণ-আসন—হোথায় ধূলি কাঁকর ভরা;
হেথায় বিলাস, নর্ত্তকী-গান—হোথায় রোদে পুড়্‌ছে ধরা
হেথায় স্নেহ-শীতল গেহ—হোথায় মানুষ জ্বল্‌ছে তাপে;
হেথায় সেবা ব্যগ্র অশেষ—হোথায় দুখে দল্‌ছে দাপে;—
কোন্‌টা নিবি কোন্‌টা নিবি? তারায় তারায় সে জিজ্ঞাসে—
হ'বি রাজা না ভিখারী? দাঁড়াব ভাই সবার পাশে!
দুর্ব্বলেরি বক্ষ দ'লে ঘুর্‌বে না মোর রথের চাকা,
শোণিত-আশী-রাজ-তরবার এই পুরেতেই থাকুক ঢাকা।
দুর্ব্বলেরে বল দেবো রে, দুখীর হবো সুখের কামী,
মুছিয়ে শোণিত দান্‌ব অভয় আমি আমি এই এ আমি।
রাজ-আভরণ নয়কো আমার, ছেঁড়া কাপড় অঙ্গ-ভূষণ
শয্যা কোমল বিঁধ্‌ছে গায়ে, ধরার ধূলি আমার শয়ন;

রাজপ্রাসাদের শীতল ছায়ায় আমার নিবাস নয় রে নহে ;
পথের পাশে, রোদের তাপে, গাছের তলায় নিবাস রহে।
রাজার শাসন, বিধির শাসন, পুরোহিতের শাসন যত—
মুছ্‌ব আমি সকল শাসন, মুছ্‌ব আমি সকল ক্ষত।
মৌন দাঁড়ায় ক্ষুব্ধ যুবা, জায়ায় হেরে পুত্রে হেরে,—
যায় বড় সাধ আঁকড়ে ধরে দুইটি জনে বাহুর বেড়ে।
হাত সে বাড়ায়, আবার গুটায়,—না, না, একি
আবার মায়া ?
হেথায় দুটি, হোথায় কোটি মানব যে রে দগ্ধকায়া !
রাজার ছেলে রাজ্য নিয়ে শাস্‌ব সবায় ঘুরিয়ে আঁখি—
এই কি রে সুখ !—হায় অভাগা !—প্রেম দিয়ে যে
রাখ্‌ব ঢাকি'।
ব্যথায় দেবো দরদ-মধু, বিপথ হ'তে আনব পথে,
মুক্তিবাণী শুনিয়ে দেবো,—বাঁচ্‌বে মানুষ শঙ্কা হ'তে।
দ্বার খুলে' যায় বেরিয়ে যুবা, বিপুল নিশা হাওয়ার ভরে
ডাক্‌ল যেন ! দাঁড়ায় যুবা। আবার সে যে ফির্‌ল ঘরে।
ঐ না নড়ে যশোধরা ! ঐ যে শিশু, আহা ! আহা !
ছাড়্‌ব এদের ? চির জনম ? কেমন ক'রে সইব তাহা ?
কক্ষে ঘোরে আবার যুবা, লাগ্‌ল গায়ে নিশার হাওয়া,
ডাক্‌ল পেচক প্রাসাদ-শিরে, রাত বুঝি নাই ? হয় না যাওয়া।

যুক্ত করে দাঁড়ায় যুবা যশোধরার চরণ-মূলে,
শেষ দেখা সে দেখ্‌ল প্রিয়ায়, দেখ্‌ল ছেলেয় দেখ্‌ল ভুলে' !
ঘর হ'তে সে বেরিয়ে এল, চাইল আবার আকাশ পানে ;
জগৎ তারে ডাক দিয়েছে ব্যথার টানে, প্রেমের টানে।

—শ্রীপ্যারীমোহন সেনগুপ্ত

গুরুর আশীর্ব্বাদ

নয়নাদেবীর আশীষ্ লভিয়া গুরুগোবিন্দ একদিন
চিন্তিলা মনে দিবেন দীক্ষা শিখগণে সুনবীন!
প্রান্তরে এক সমবেত সবে—উৎসব মহত্তর—
আনন্দে নাচে লক্ষ হৃদয়—কল্লোলে কোটিস্বর!
দর্শন দিলা গোবিন্দ সিংহ—"জয় গুরুজীর জয়"—
হাজার কণ্ঠে উঠিল জাগিয়া আলোড়ি' ভুবনত্রয়!
মুক্ত কৃপাণ কাঁপায়ে ঊর্দ্ধে গুরুদেব কন ধীর—
আকাঙ্ক্ষা মম পঞ্চজনার পবিত্রতম শির!
দিবে কেবা এস!"—বজ্র যেন গো সহসা পড়িল খসি'—
স্তব্ধ বিমূঢ় শিখমণ্ডলী—মিলাল বদনে হাসি!
আবার আবার আহ্বানে গুরু কেহ তো দেয়না সাড়া—
বহে কি না বহে অন্তর-মাঝে তপ্ত রুধির-ধারা!
গর্জ্জিলা গুরু তৃতীয়বার—' মরণ-শঙ্কা-হীন
একটীও শিখ নাহি কি হেথায়?"—ছুটে আসে দয়া সিং!
চরণে লুটায়ে মার্জ্জনা চাহে—"আসি নি দু'বার ডাকে,
ক্ষম গুরুদেব! লহ মোর শির! কৃপা যেন শুধু থাকে!"
আনন্দে গুরু আশীষি' তাহারে, আপন শিবির পানে
চলিলেন ধীরে সাথে করি' তারে—দিতে 'বলি' সবে জানে!
সেথায় গোপনে লুকায়ে সেবকে কাটিলা ছাগের শির।
ভাবিল সকলে দয়াসিংহের নির্ব্বাণ হ'ল চির!

শিষ্য-সঙ্ঘে আহ্বান গুরু করিলা আবার আসি'।
একে একে আরো বিশ্বাসী-চারি অর্পে আপনা হাসি'!
সবার বদলে অজের রক্তে জন্মায়ে সবে ভ্রম,
কিছুকাল পরে ফিরিলেন গুরু দীপ্ত তপন সম!
সাথে তাঁর সেই ভকত পঞ্চ মৃত্যু-বিজয়ী বীর,
গুরুর কর্ম্মে উৎসৃষ্ট প্রাণ বরেণ্য অবনীর!
বিস্ময়ে পুলকে শিখগণ সবে করে ঘোর জয়ধ্বনি
কোষে কোষে বাজে শাণিত অসির সুমধুর ঝনঝনি!
থামায়ে সকলে গোবিন্দসিংহ কহিলা উচ্চ ভাষে—
"এমনি সেবক আমি যে গো চাই মরণে যে উপহাসে!
গুরুর আজ্ঞা শ্রেষ্ঠ জেনেছে—ইহারা শ্রেষ্ঠ শিখ,
তনয় অধিক ইহারা আমার, প্রথমে দীক্ষা নিক্।*

—জীবেন্দ্রকুমার দত্ত

---

* এই চারিজন আত্মোৎসর্গী মহাপুরুষের নাম (১) ধর্ম্মসিংহ, হস্তিনাপুরবাসী জাঠ। (২) মাহকম, দ্বারকাবাসী ছিপা। (৩) সাহেবসিং, বিদর্ভপুরবাসী ক্ষৌরকার। (৪) হিম্মতসিংহ, শ্রীক্ষেত্রবাসী কাহার। সর্ব্বপ্রথম আত্ম-সমর্পণকারী শিখ-কুলতিলক দয়াসিং লাহোরবাসী ক্ষত্রিয় ছিলেন।

ইহাই গুরুগোবিন্দ সিংহের সুপ্রসিদ্ধ 'খালসা" অর্থাৎ শ্রেষ্ঠ শিখ-সৈন্যগণের আদি ইতিহাস।

ভিখারিণী

অস্ত রবির ছায়াপথ বাহি' নেমেছে তখন সন্ধ্যা,
সেজেছে নগরা নটিনীর মত, ফুটেছে রজনীগন্ধা !
গন্ধ-মদির দখিনা পবনে
দিগ্ বধূ-দল হাসিছে স্বপনে,
জ্বলিতেছে দীপ পৌর-ভবনে,
অভিসারে নিশি মত্তা।
নদীর লহরে চাঁদের কিরণ
হারায়েছে তার সত্তা।

বিপাশার কূল মুখর করিয়া নূপুরের মধু ছন্দে।
মন্দির হতে ফিরিছে 'চন্দ্রা' রাজবালা মহানন্দে।
অদূরের পথ-তরু-শাখা 'পরে
গাহিছে কোকিল পঞ্চম-স্বরে,
অজানা ফুলের গন্ধ বিহরে
বিরহের স্মৃতি পাসরি'।
দূর মন্দিরে রহিয়া রহিয়া
বাজে উৎসব-বাঁশরী।

রূপ-গরবিনী রাজার তুলালী রতন পরেছে অঙ্গে
নানা আভরণ মণি-মুকুতার ঝলমল করে রঙ্গে ।
সেই পথ দিয়া চলিয়াছে 'সোনা'
পঞ্জর তার যায় সব গোনা,
জীর্ণ-বসনা, মলিন-আননা
বহিছে বেদনা গোপনে,
অন্তরে তার হয় ত বাসনা
জাগিয়া ঘুমায় স্বপনে !

চলিয়াছে সে যে মন্দির পানে মাটির থালাটি ধরিয়া,
পূজার অর্ঘ্য লইয়াছে করে শুষ্ক কুসুম ভরিয়া,
আষাঢ় মেঘের সম মন্থর
দেবালয়ে যেতে চাহে সত্বর
অন্তরে তার জপ-মন্তর
হয় ত মূর্ত্ত সহসা !
ক্ষণিক পুলকে হয় ত থেমেছে
তাহারি তুখের বরষা ।

"ধূলিমাখা এই ঝরা ফুলগুলি সাজায়ে মাটির থালাতে,
দিতে যাও পূজা দেবালয়ে কেন এমনি সাঁঝের বেলাতে?
সোনার পাত্রে ফুল রাখ নাই,
দেবতা চরণে নাহি তার ঠাঁই,
এ সব হেরিয়া বড় লাজ পাই
পূজাটি যাবে গো বিফলে।
শুদ্ধ নহেক মাটির থালাও—
শোন নাই বলে সকলে?"

মৌন নীরব 'সোনা' পথ চলে সর্ব্বহারা সে ললনা,
রাজনন্দিনী কহিছে—"গরবী কথাটি আমার নিল না!
একটি করুণ সজল নয়ন
প্রাঙ্গণ-পথে বেদনা-মগন
একটি জীবন-কুসুম কখন
ব্যর্থ হয়েছে হতাশে,
প্রথম তাহার করুণ-গীতিকা
উঠিছে দখিনা বাতাসে।

পরদিন প্রাতে রাজনন্দিনী অদ্ভুত হেরে চক্ষে,
ভিখারী 'সোনা'র পূজাসম্ভার রয়েছে প্রভুর বক্ষে!
তার ফুল রহে ধূলি 'পরে হায়!
পূজারী তাহারে কেবলি বুঝায়—
"আমি ত কুসুম দিয়াছি পূজায়!"
শোনে না রাজার দুলালী,—
অবশেষে কহে—"ভিখারিণী হায়!
কেমনে প্রভুরে ভুলালি?"

—শ্রীঅপূর্ব্বকৃষ্ণ ভট্টাচার্য্য

স্বদেশ

ভারত সঙ্গীত

“বাজ রে শিঙ্গা বাজ এই রবে
সবাই স্বাধীন এ বিপুল ভবে
সবাই জাগ্রত মানের গৌরবে
ভারত শুধুই ঘুমায়ে রয়।”

এই কথা বলি’ মুখে শিঙ্গা তুলি’
শিখরে দাঁড়ায়ে গায়ে নামাবলী,
নয়ন-জ্যোতিতে হানিয়া বিজলী
গাহিতে লাগিল জনেক যুবা।
আয়ত লোচন, উন্নত ললাট,
সুগৌরাঙ্গ তনু, সন্ন্যাসীর ঠাট,
শিখরে দাঁড়ায়ে গায়ে নামাবলী
নয়ন-জ্যোতিতে হানিল বিজলী,
বদনে ভাতিল অতুল আভা!—

নিনাদিল শৃঙ্গ করিয়া উচ্ছ্বাস,
“বিংশতি কোটি মানবের বাস,
এ ভারতভূমি যবনের দাস?
রয়েছে পড়িয়া শৃঙ্খলে বাঁধা?

আর্য্যাবর্ত্তজয়ী পুরুষ যাহারা,
সেই বংশোদ্ভব জাতি কি ইহারা ?
জন কত শুধু প্রহরী পাহারা,
দেখিয়া নয়নে লেগেছে ধাঁধা !

ধিক হিন্দুকুল ! বীরধর্ম্ম ভুলে,
আত্ম-অভিমান ডুবায়ে সলিলে,
দিয়াছে সঁপিয়া শত্রু-করতলে,
সোনার ভারত করিতে ছার !

এসেছিল যবে আর্য্যাবর্ত্তভূমে
দিক অন্ধকার করি' তেজো-ধূমে
রণরঙ্গমত্ত পূর্ব্ব-পিতৃগণ,
তখন তাঁহারা করেছিল রণ,
করেছিল জয় পঞ্চনদগণ
তখন তাহারা ক'জন ছিল ?

আবার যখন জাহ্নবীর কূলে
এসেছিল তারা জয়ডঙ্কা তুলে

যমুনা কাবেরী নর্ম্মদা পুলিনে
দ্রাবিড়, তৈলঙ্গ-দাক্ষিণাত্য বনে
অসংখ্য বিপক্ষ পরাজয়ি রণে,
তখন তাহারা ক'জন ছিল ?
এখন তোরা যে শত কোটি তার,
স্বদেশ উদ্ধার করা কোন ছার
পারিস শাসিতে হাসিতে হাসিতে
সুমেরু অবধি কুমেরু হইতে,
বিজয়ী পতাকা ধরায় তুলিতে,
বারেক জাগিয়া করিলে পণ !

তবে ভিন্ন জাতি শক্র-পদতলে
কেন রে পড়িয়া থাকিস সকলে,
কেন না ছিঁড়িয়া বন্ধন-শৃঙ্খলে
স্বাধীন হইতে করিস মন ?
কোথা সে উজ্জ্বল হুতাশন-সম
হিন্দু-বীরদর্প, বুদ্ধি পরাক্রম ?
কাঁপিত যাহাতে স্থাবর-জঙ্গম,
গান্ধার অবধি জলধি-সীমা ?

হয়েছে শ্মশান এ ভারতভূমি !
কারে উচ্চস্বরে ডাকিতেছি আমি ?
গোলামের জাতি শিখেছে গোলামি ।—
আর কি ভারত সজীব আছে ?
সজীব থাকিলে এখনি উঠিত,
বীর পদভরে মেদিনী দুলিত
ভারতের নিশি প্রভাত হইত
    হায়রে সেদিন ঘুচিয়া গেছে !
এখনও জাগিয়া ওঠ রে সবে
এখনও সৌভাগ্য উদয় হবে,
রবিকরসম দ্বিগুণ প্রভাবে,
    ভারতের মুখ উজ্জ্বল করে ।

একবার শুধু জাতি-ভেদ ভুলে
ক্ষত্রিয় ব্রাহ্মণ বৈশ্য শূদ্র মিলে,
কর দৃঢ় পণ—এ মহী-মণ্ডলে
    তুলিতে আপন মহিমা-ধ্বজা !
জপ তপ আর যোগ আরাধনা
পূজা হোম যাগ প্রতিমা-অর্চ্চনা,

এ সকলে এবে কিছুই হবে না,
তূণীর কৃপাণে কর রে পূজা।
দেব আরাধনে ভারত উদ্ধার
হবে না হবে না—খোল তরবার!
তবে সে পারিবে বিপক্ষ নাশিতে,
প্রতিদ্বন্দ্বী সহ সমকক্ষ হতে,
স্বাধীনতারূপ রতনে মণ্ডিতে,
যে শিরে এক্ষণে পাদুকা বও।
অস্ত্র-পরাক্রমে হও বিশারদ
রণরঙ্গরসে হও রে উন্মাদ,—
তবে সে বাঁচিবে, ঘুচিবে বিপদ,
জগতে যদি হে বাঁচিতে চাও!
ওই দেখ সেই মাথার উপরে
রবি শশী তারা দিন দিন ঘোরে,
ঘুরিত যেরূপে দিক শোভা করে
ভারত যখন স্বাধীন ছিল।

সেই আর্য্যাবর্ত্ত এখনো বিস্তৃত,
সেই বিন্ধ্যাচল এখনো উন্নত,

সে জাহ্নবীবারি এখনো ধাবিত
কেন সে মহত্ত্ব হবে না উজল ?
বাজ রে শিঙ্গা বাজ এই রবে,
শুনিয়া ভারতে জাগুক সবে
সবাই স্বাধীন এ বিপুল ভবে,
সবাই জাগ্রত মানের গৌরবে,
ভারত শুধু কি ঘুমায়ে রবে ?

—হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়

ভারতের ভাগ্যবিপর্য্যয়

নিবিয়াছে মহাঝড় ; রণ-প্রভঞ্জন,
ভীম-পরাক্রমে নর-মহীরুহ-চয়
উপাড়ি ধরায়, শান্ত হয়েছে এখন ;
সবিষাদে সমীরণ ধীরে ধীরে বয়।
মূর্চ্ছান্তে মোহনলাল মেলিয়া নয়ন
দেখিলা সমরক্ষেত্র, মুহূর্ত্ত তুলিয়া
ম্লান-মুখ, ক্ষত দেহে রক্ত প্রস্রবণ
ছুটিল, পড়িল শিরে আকাশ ভাঙ্গিয়া।
চাহি অস্তমিত-প্রায় প্রভাকর পানে,
বলিতে লাগিল শোক-উচ্ছ্বসিত প্রাণে !—
কোথা যাও, ফিরে চাও, সহস্র-কিরণ !
বারেক ফিরিয়া চাও, ওহে দিনমণি !
তুমি অস্তাচলে, দেব ! করিলে গমন,
আসিবে যবন-ভাগ্যে বিষাদ-রজনী !
এ বিষাদ-অন্ধকারে নির্ম্মম অন্তরে,
ডুবায়ে যবন-রাজ্য যেয়োনা তপন !
উঠিলে কি ভাব বঙ্গে নিরীক্ষণ করে,
কি দশা দেখিয়া, আহা ! ডুবিছ এখন !
পূর্ণ না হইতে তব অর্দ্ধ আবর্ত্তন,
অর্দ্ধ পৃথিবীর ভাগ্য ফিরিল কেমন !

অদৃষ্টচক্রের কিবা বিচক্ষণ গতি !
দেখিতে দেখিতে কত হয় আবর্ত্তন !
কাহার উন্নতি হবে, কার অবনতি,
মুহূর্ত্তেক পূর্ব্বে, যাহা বলে কোন জন ?
কালি যেই স্থানে ছিল বৈজয়ন্ত ধাম,
আজ দেখি সেই স্থানে বিজন কানন ;
ভীষণ সমরস্রোত, হায় অবিরাম,
কত রাজ্য, রাজধানী, করে নিমগন !
সিরাজ সমরস্রোত হইয়া পতন,
হারাল পলাশীক্ষেত্রে রাজ্য সিংহাসন।

নিতান্ত কি দিনমণি ডুবিলে এবার,
ডুবাইয়া বঙ্গ আজি শোক-সিন্ধু-জলে ?
যাও তবে যাও দেব ; কি বলিব আর ?
ফিরিও না পুনঃ বঙ্গ উদয়-অচলে।
কি কাজ বল না, আহা ! ফিরিয়া আবার ?
ভারতে আলোক কিছু নাহি প্রয়োজন।
আজীবন কারাগারে বসতি যাহার,
আলোক তাহার পক্ষে লজ্জার কারণ।
কালি পূর্ব্বাশার দ্বার খুলিবে যখন
ভারতে নবীন দৃশ্য করিবে দর্শন। —নবীনচন্দ্র সেন

উদ্দীপনা

দাঁড়া রে ! দাঁড়া রে ফিরে ! দাঁড়া রে যবন ?
দাঁড়াও ক্ষত্রিয়গণ
যদি ভঙ্গ দাও রণ,”—
গর্জ্জিল মোহনলাল—“নিকট শমন !

“আজি এই রণে যদি কর পলায়ন,
মনেতে জানিও স্থির,
কারো না থাকিবে শির,
সবান্ধবে যাবে সবে শমন-ভবন।

“সেনাপতি ! ছি ছি একি ! হা ধিক তোমারে
কেমনে বল না হায়।
কাঠের পুতুল প্রায়,
সসজ্জিত দাঁড়ায়ে আছ এক ধারে ?

“ওই দেখ, ওই যেন চিত্রিত প্রাচীর,
ওই তব সৈন্যগণ
দাঁড়াইয়া অকারণ।
গণিতেছে লহরী কি রণ-পয়োধির ?

“দেখিছ না সর্ব্বনাশ সম্মুখে তোমার ?
যায় বঙ্গ সিংহাসন,
হায় স্বাধীনতা-ধন,
যেতেছে ভাসিয়া সব, কি দেখিছ আর ?

“নিশ্চয় জানিও রণে হলে পরাজয়,
দাসত্ব-শৃঙ্খল ভার
ঘুচিবে না জন্মে আর,
অধীনতা-বিষে হবে জীবন-সংশয় !

“অধীনতা, অপমান, সহি অনিবার,
কেমনে রাখিবে প্রাণ,
নাহি পাবে পরিত্রাণ,
জ্বলিবে জ্বলিবে বুক হইবে অঙ্গার।

“সহস্র গৃধিনী যদি শতেক বৎসর,
হৃৎপিণ্ড বিদারিত
করে অনিবার, প্রীত
বরঞ্চ হইব তাহে, তবু হা ঈশ্বর—

"একদিন—একদিন—জন্ম-জন্মান্তরে
নাহি হই পরাধীন,
যন্ত্রণা অপরিসীম
নাহি সহি যেন নর-গৃধিনীর করে।

"হারাস নে, হারাস নে,—রে মূর্খ যবন!
হারাস নে এ রতন!
এ অপার্থিব ধন!
হারাইলে আর নাহি পাইবি কখন।"

—নবীনচন্দ্র সেন

শিবাজী উৎসব

কোন্ দূর শতাব্দের কোন্ এক অখ্যাত দিবসে
নাহি জানি আজি,
মারাঠার কোন শৈলে অরণ্যের অন্ধকারে বসে—
হে রাজা শিবাজী—
তব ভাল উদ্ভাসিয়া এ ভাবনা তড়িৎপ্রভাবৎ
এসেছিলো নামি'—
"এক ধর্ম্ম-রাজ্য-পাশে খণ্ড-ছিন্ন-বিক্ষিপ্ত ভারত
বেঁধে দিব আমি !"

সেদিন এ বঙ্গদেশ উচ্চকিত জাগে নি স্বপনে,
পায় নি সংবাদ,
বাহিরে আসে নি ছুটে, উঠে নাই তাহার প্রাঙ্গণে
শুভ শঙ্খনাদ।
শান্তমুখে বিছাইয়া আপনার কোমল নির্ম্মল
শ্যামল উত্তরী—
তন্দ্রাতুর সন্ধ্যাকালে শত পল্লীসন্তানের দল
ছিল বক্ষে করি।

তারপরে একদিন মারাঠার প্রান্তর হইতে
তব বজ্রশিখা
আঁকি দিল দিগ্‌দিগন্তে যুগান্তের বিদ্যুদ্‌বহ্নিতে
মহামন্ত্রলেখা।
মোগল-উষ্ণীষশীর্ষ প্রস্ফুরিত প্রলয়-প্রদোষে
পক্কপত্র যথা,—
সেদিন শোনেনি বঙ্গ মারাঠার সে বজ্র-নির্ঘোষে
কী ছিল বারতা!

তার পরে শূন্য হলো ঝঞ্চা-ক্ষুব্ধ নিবিড় নিশীথে
দিল্লী-রাজ-শালা,—
একে একে কক্ষে কক্ষে অন্ধকারে লাগিল মিশিতে
দীপালোক-মালা।
শবলুব্ধ গৃধ্রদের ঊর্দ্ধস্বর বীভৎস চীৎকারে
মোগল-মহিমা
রচিল শ্মশানশয্যা,—মুষ্টিমেয় ভস্মরেখাকারে
হল তার সীমা।

সেদিন এ বঙ্গপ্রান্তে পণ্য-বিপণীর একধারে
নিঃশব্দ চরণ
আনিল বণিক লক্ষ্মী সুড়ঙ্গ পথের অন্ধকারে
রাজ-সিংহাসন।
বঙ্গ তারে আপনার গঙ্গোদকে অভিষিক্ত করি'
নিল' চুপে চুপে ;
বণিকের মানদণ্ড দেখা দিল, পোহালে শর্ব্বরী
রাজদণ্ডরূপে ।

সেদিন কোথায় তুমি, হে ভাবুক, হে বীর মারাঠি
কোথা তব নাম।
গৈরিক পতাকা তব কোথায় ধূলায় হল মাটি—
তুচ্ছ পরিণাম।
বিদেশীর ইতিবৃত্ত দস্যু বলি' করে পরিহাস
অট্টহাস্য রবে,—
তব পুণ্যচেষ্টা যত তস্করের নিষ্ফল প্রয়াস—
এই জানে সবে।

হে রাজতপস্বি বীর, তোমার সে উদার ভাবনা
বিধির ভাণ্ডারে
সঞ্চিত হইয়া গেছে, কাল কভু তার এক কণা
পারে হরিবারে ?
তোমার সে প্রাণোৎসর্গ, স্বদেশ-লক্ষ্মীর পূজাঘরে
সে সত্যসাধন
কে জানিত হয়ে গেছে চির যুগ-যুগান্তর-তরে
ভারতের ধন!

অখ্যাত অজ্ঞাত রহি' দীর্ঘকাল, হে রাজ বৈরাগি
গিরিদরীতলে,
বর্ষার নির্ঝর যথা শৈল বিদারিয়া উঠে জাগি'
পরিপূর্ণ বলে—
সেই মতো বাহিরিলে, বিশ্বলোক ভাবিল বিস্ময়ে,
যাহার পতাকা
অম্বর আচ্ছন্ন ক'রে, এতকাল এত ক্ষুদ্র হ'য়ে
কোথা ছিল ঢাকা।
মরে না মরে না কভু সত্য যাহা, শত শতাব্দীর
স্মৃতর তলে।

নাহি মরে উপেক্ষায়, অপমানে না হয় অস্থির
আঘাতে না টলে।
যারে ভেবেছিল সবে কোন্‌কালে হয়েছে নিঃশেষ
কর্ম্ম-পরপারে,
এলো সেই সত্য তব পূজ্য অতিথির ধরি বেশ
ভারতের দ্বারে।

মারাঠার প্রান্ত হতে একদিন তুমি ধর্ম্মরাজ
ডেকেছিলে যবে,—
রাজা বলে জানি নাই, মানি নাই, পাই নাই লাজ
সে ভৈরব রবে—
তোমার কৃপাণ-দীপ্তি একদিন যবে চমকিলা
বঙ্গের আকাশে
সে ঘোর-দুর্দ্দিন-দিনে না বুঝিনু রুদ্র সেই লীলা,
লুকানু তরাসে।

মারাঠীর সাথে আজি হে বাঙ্গালী এক কণ্ঠে বলো
“জয়তু শিবাজী।”

মারাঠীর সাথে আজি, হে বাঙ্গালী, এক সঙ্গে চলো
মহোৎসবে সাজি'
আজি এক সভাতলে ভারতের পশ্চিম পূরব
দক্ষিণে ও বামে
একত্রে করুক ভোগ একসাথে একটি গৌরব
এক পুণ্য নামে।

—রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

ভারত তীর্থ

হে মোর চিত্ত, পুণ্য-তীর্থে
জাগোরে ধীরে—
এই ভারতের মহা-মানবের
সাগর-তীরে।
হেথায় দাঁড়ায়ে দু-বাহু বাড়ায়ে
নমি নর-দেবতারে,
উদার ছন্দে পরমানন্দে
বন্দন করি তাঁরে॥
ধ্যান-গম্ভীর এই যে ভূধর,
নদী-জপমালা-ধৃত প্রান্তর,
হেথায় নিত্য হের পবিত্র
ধরিত্রীরে,
এই ভারতের মহা-মানবের
সাগর-তীরে॥
কেহ নাহি জানে কার আহ্বানে
কত মানুষের ধারা
দুর্ব্বার স্রোতে এল কোথা হ'তে—
সমুদ্রে হ'ল হারা।

হেথায় আর্য্য, হেথা অনার্য্য,
হেথায় দ্রাবিড়, চীন–
শক-হূণ-দল, পাঠান-মোগল,
এক দেহে হ'ল লীন।
পশ্চিমে আজি খুলিয়াছে দ্বার,
সেথা হ'তে সবে আনে উপহার,
দিবে আর নিবে, মিলাবে মিলিবে,
যাবে না ফিরে,
এই ভারতের মহা-মানবের
সাগর-তীরে॥

রণধারা বাহি' জয়গান গাহি',
উন্মাদ কলরবে—
ভেদি' মরুপথ গিরি-পর্ব্বত
যারা এসেছিল, সবে,—
তা'রা মোর মাঝে সবাই বিরাজে,
কেহ নহে নহে দূর ;
আমার শোণিতে রয়েছে ধ্বনিতে
তা'র বিচিত্র সুর।

হে রুদ্র-বীণা, বাজো, বাজো, বাজো,
ঘৃণা করি' দূরে আছে যারা আজো,
বন্ধ নাশিবে, তা'রাও আসিবে
দাঁড়াবে ঘিরে,—
এই ভারতের মহা-মানবের
সাগর-তীরে ॥
হেথা একদিন বিরাম-বিহীন
মহা ওঙ্কারধ্বনি,
হৃদয়-তন্ত্রে একের মন্ত্রে
উঠেছিল রণরণি।
তপস্যা-বলে একের অনলে
বহুরে আহুতি দিয়া
বিভেদ ভুলিল, জাগায়ে তুলিল
একটি বিরাট্ হিয়া।
সেই সাধনার সে আরাধনার
যজ্ঞশালায় খোলো আজি দ্বার,
হেথায় সবারে হবে মিলিবারে
আনত শিরে,—
এই ভারতের মহা-মানবের
সাগর-তীরে ॥

সেই হোমানলে হের আজি জ্বলে
দুখের রক্তশিখা,
হবে তা সহিতে মর্ম্মে দহিতে
আছে সে ভাগ্যে লিখা।
এ দুখ বহন কর মোর মন,
শোন রে একের ডাক।
যত লাজ-ভয় করো করো জয়,
অপমান দূরে যাক্।
দুঃসহ ব্যথা হ'য়ে অবসান
জন্ম লভিবে কি বিশাল প্রাণ!
পোহায় রজনী, জাগিছে জননী
বিপুল নীড়ে,
এই ভারতের মহা-মানবের
সাগর-তীরে॥

এসোহে আর্য্য, এসো অনার্য্য,
হিন্দু-মুসলমান।
এসো এসো আজ তুমি ইংরাজ,
এসো এসো খ্রীষ্টান।

এসো ব্রাহ্মণ, শুচি করি' মন
ধরো হাত সবাকার,
এসো হে পতিত, হোক্ অপনীত
সব অপমান-ভার।
মা'র অভিষেকে এসো এসো ত্বরা,
মঙ্গলঘট হয়নি যে ভরা
সবার পরশে পবিত্র-করা
তীর্থ-নীরে।
আজি ভারতের মহা-মানবের
সাগর-তীরে॥

—রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

আমরা

মুক্তবেণীর গঙ্গা যেথায় মুক্তি বিতরে রঙ্গে
আমরা বাঙ্গালী রাস করি সেই তীর্থে—বরদ-বঙ্গে,—
বাম হাতে যার কমলার ফুল, ডাহিনে মধুক-মালা,
ভালে কাঞ্চন-শৃঙ্গ-মুকুট, কিরণে ভুবন আলা,
কোল-ভরা যার কনক-ধান্য, বুকভরা যার স্নেহ,
চরণে পদ্ম, অতসী-অপরাজিতায় ভূষিত দেহ,
সাগর যাহার বন্দনা রচে শত তরঙ্গ-ভঙ্গে,—
আমরা বাঙ্গালী বাস করি সেই বাঞ্ছিত-ভূমি বঙ্গে।

বাঘের সঙ্গে যুদ্ধ করিয়া আমরা বাঁচিয়া আছি,
আমরা হেলায় নাগেরে খেলাই নাগেরি মাথায় নাচি।
আমাদের সেনা যুদ্ধ করেছে—সজ্জিত চতুরঙ্গে,
দশাননজয়ী রামচন্দ্রের প্রপিতামহের সঙ্গে।
আমাদের ছেলে বিজয়সিংহ লঙ্কা করিয়া জয়
সিংহল নামে রেখে গেছে নিজ শৌর্য্যের পরিচয়।
এক হাতে মোরা মগেরে রুখেছি মোগলেরে আর হাতে,
চাঁদ-প্রতাপের হুকুমে হঠিতে হয়েছে দিল্লীনাথে।
জ্ঞানের নিধান আদি বিদ্বান্ কপিল সাঙ্খ্যকার
এই বাঙ্‌লার মাটিতে গাঁথিল সূত্রে হীরক-হার।

বাঙ্গালী অতীশ লঙ্ঘিল গিরি তুষারে ভয়ঙ্কর,
জ্বালিল জ্ঞানের দীপ তিব্বতে বাঙ্গালী দীপঙ্কর।
কিশোর বয়সে পক্ষধরের পক্ষশাতন করি'
বাঙ্গালীর ছেলে ফিরে এলো দেশে যশের মুকুট পরি'।
বাঙ্‌লার রবি জয়দেব কবি কান্ত কোমল পদে
করেছে সুরভি সংস্কৃতের কাঞ্চন-কোকনদে।

স্থপতি মোদের স্থাপনা করেছে 'বরভূধরে'র ভিত্তি,
শ্যাম কম্বোজে 'ওঙ্কার-ধাম',—মোদেরি প্রাচীন কীর্ত্তি।
ধেয়ানের ধনে মূর্ত্তি দিয়েছে আমাদের ভাস্কর
বিট্‌পাল আর ধীমান্, যাদের নাম অবিনশ্বর।
আমাদেরি কোনো সুপটু পটুয়া লীলায়িত তুলিকায়
আমাদের পট অক্ষয় ক'রে রেখেছে অজন্তায়।
কীর্ত্তনে আর বাউলের গানে আমরা দিয়াছি খুলি'
মনের গোপনে নিভৃত-ভুবনে দ্বার ছিল যতগুলি।

মন্বন্তরে মরিনি আমরা মারী নিয়ে ঘর করি,
বাঁচিয়া গিয়াছি বিধির আশিষে অমৃতের টীকা পরি'।

দেবতারে মোরা আত্মীয় জানি, আকাশে প্রদীপ জ্বালি,
আমাদেরি এই কুটীরে দেখেছি মানুষের ঠাকুরালি।
ঘরের ছেলের চক্ষে দেখেছি বিশ্বভূপের ছায়া,
বাঙ্গালীর হিয়া অমিয় মথিয়া নিমাই ধরেছে কায়া।
বীর সন্ন্যাসী বিবেকের বাণী ছুটেছে জগৎময়,—
বাঙ্গালীর ছেলে ব্যাঘ্রে-বৃষভে ঘটাবে সমন্বয়।

মণি অতুলন ছিল যে গোপন সৃজনের শতদলে,—
ভবিষ্যতের অমর সে বীজ আমাদেরি করতলে,
অতীতে যাহার হয়েছে সূচনা সে ঘটনা হবে হবে,
বিধাতার বরে ভরিবে ভুবন বাঙ্গালীর গৌরবে।
প্রতিভায় তপে সে ঘটনা হবে, লাগিবে না তার বেশি ;
লাগিবে না তাহে বাহুবল কিবা জাগিবে না দ্বেষাদ্বেষী ;
মিলনের মহামন্ত্রে মানবে দীক্ষিত করি' ধীরে—
মুক্ত হইব দেবঋণে মোরা মুক্তবেণীর তীরে।

—সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত

বঙ্গভূমি

প্রণমি তোমারে আমি, সাগর-উত্থিতে,
ষড়ৈশ্বর্য্যময়ী, অয়ি জননী আমার !
তোমার শ্রীপদ-রজঃ এখনো লভিতে
প্রসারিছে করপুট ক্ষুব্ধ পারাবার।
শত-শৃঙ্গ বাহু তুলি' হিমাদ্রি-শিয়রে
করিছেন আশীর্ব্বাদ স্থির-নেত্রে চাহি' ;
শুভ্র মেঘ-জটাজালে দুলে বায়ুভরে,
স্নেহ অশ্রু শতধারে ঝরে বক্ষঃ বাহি'।
জ্বলিছে কিরীট তব নিদাঘ-তপন,
ছুটিতেছে দিকে দিকে দীপ্ত রশ্মি-শিখা ;
জ্বলিয়া—জ্বলিয়া উঠে শুষ্ক কাশবন,
নদীতট-বালুকায় সুবর্ণ-কণিকা !
গভীর সুন্দর-বনে তুমি শ্যামাঙ্গিনী
বসি' স্নিগ্ধ বটমূলে—নেত্র নিদ্রাকুল !
শিরে ধরে ফণাচ্ছত্র কাল-ভুজঙ্গিনী,
অবলেহে পা দু'খানি আগ্রহে শার্দ্দূল।
নব-বরষার চূর্ণ-জলদ-কুন্তল
উড়িয়ে-ছড়িয়ে পড়ে শ্রীমুখ আবরি' !
চাতকী ডাকিছে দূরে. শিখিনী চঞ্চল,
মেঘমন্দ্রে কৃষকের চিত্ত যায় ভরি'।

বিস্তীর্ণ পদ্মার তুমি ভগ্ন উপকূলে
 ব'সে আছ মেঘস্তূপে অসিত-বরণা
নক্র-কুল নত-তুণ্ড পড়ি' পদমূলে
তুলি' শুণ্ড করিযূথ করিছে বন্দনা।
সরে মেঘ—ফুটে ধীরে বসন-চন্দ্রমা !
 বিভোর চকোর উড়ে নয়ন-সোহাগে ;
লুটে ভূমে শ্রী-অঙ্গের শ্যামল-সুষমা,
 চরণ-অলক্তরাগ তড়াগে তড়াগে।
মূর্ত্তিমতী হ'য়ে, সতী, এস ঘরে ঘরে,
 রাখ' ক্ষুদ্র কপর্দ্দকে রাঙ্গা-পা-দু'খানি !
ধান্য-শীর্ষ স্বর্ণ-ঝাঁপি লও রাঙ্গা করে—
 ভুলে যাই—সর্ব্ব দৈন্য, সর্ব্ব দুঃখ গ্লানি।

—অক্ষয়কুমার বড়াল

আমার দুর্গোৎসব

সপ্তমী পূজার দিন কে আমাকে এত আফিং চড়াইতে বলিল ! আমি কেন আফিং খাইলাম ! আমি কেন প্রতিমা দেখিতে গেলাম ! যাহা কখন দেখিব না তাহা কেন দেখিলাম, এ কুহক কে দেখাইল !

দেখিলাম—অকস্মাৎ কালের স্রোত দিগন্ত ব্যাপিয়া প্রবলবেগে ছুটিতেছে—আমি ভেলায় চড়িয়া ভাসিয়া যাইতেছি। দেখিলাম—অনন্ত, অকূল, অন্ধকারে বাত্যাবিক্ষুব্ধ তরঙ্গসঙ্কুল সেই স্রোত—মধ্যে মধ্যে উজ্জ্বল নক্ষত্রগণ উদয় হইতেছে, নিবিতেছে—আবার উঠিতেছে। আমি নিতান্ত একা—একা বলিয়া ভয় করিতে লাগিল—নিতান্ত একা—মাতৃহীন—'মা ! মা' ! করিয়া ডাকিতেছি। আমি এই কাল-সমুদ্রে মাতৃসন্ধানে আসিয়াছি। কোথা মা ! কই মা আমার ? কোথা বঙ্গভূমি ! এ ঘোর কাল-সমুদ্রে কোথায় তুমি ? সহসা স্বর্গীয় বাদ্যে কর্ণরন্ধ্র পরিপূর্ণ হইল—স্নিগ্ধ মন্দ-পবন বহিল—সেই তরঙ্গসঙ্কুল-জল-রাশির উপরে, দূরপ্রান্তে দেখিলাম সুবর্ণমণ্ডিতা, সপ্তমীর শারদীয়া প্রতিমা ! জলে হাসিতেছে, ভাসিতেছে, আলোক বিকীর্ণ করিতেছে। এই কি মা ? হ্যাঁ, এই মা। চিনিলাম, এই আমার জননী জন্মভূমি—এই মৃন্ময়ী—এই মৃত্তিকারূপিণী—অনন্তরত্ন-ভূষিতা—এক্ষণে কালগর্ভে নিহিতা।

রত্নমণ্ডিত দশভুজ—দশ দিক, দশ দিকে প্রসারিত; তাহাতে নানা আয়ুধরূপে নানা শক্তি শোভিত; পদতলে শত্রু বিমর্দ্দিত—পদাশ্রিত বীরজনকেশরী শত্রুনিপীড়নে নিযুক্ত। এ মূর্ত্তি এখন দেখিব না—আজি দেখিব না—কাল দেখিব না—কালস্রোত পার না হইলে দেখিব না—কিন্তু একদিন দেখিব—দিগ্‌ভুজা, নানা-প্রহরণ-প্রহারিণী, শত্রুমর্দ্দিনী, বীরেন্দ্রপৃষ্ঠবিহারিণী, দক্ষিণে লক্ষ্মী ভাগ্যরূপিণী, বামে বিদ্যাবিজ্ঞানমূর্ত্তিময়ী, সঙ্গে বলরূপী কার্ত্তিকেয়, কার্য্যসিদ্ধিরূপী গণেশ! আমি সেই কালস্রোতমধ্যে দেখিলাম, এই সুবর্ণময়ী বঙ্গপ্রতিমা!

কোথায় ফুল পাইলাম, বলিতে পারি না—কিন্তু সেই প্রতিমার পদতলে পুষ্পাঞ্জলি দিলাম—ডাকিলাম, —"সর্ব্বমঙ্গলমঙ্গল্যে শিবে, আমার সর্ব্বার্থসাধিকে! অসংখ্য-সন্তানকুলপালিকে! ধর্ম্ম-অর্থ-সুখ-দুঃখ-দায়িকে! আমার পুষ্পাঞ্জলি গ্রহণ কর। এসো মা, গৃহে এসো—ছয় কোটি সন্তানে একত্র এককালে, দ্বাদশ কোটি কর জোড় করিয়া, তোমার পাদপদ্ম পূজা করিব। ছয় কোটি মুখে ডাকিব, মা প্রসূতি অম্বিকে! ধাত্রি ধরিত্রি ধনধান্যদায়িকে! নগাঙ্কশোভিনি নগেন্দ্রবালিকে। শরৎসুন্দরি চারু-পূর্ণচন্দ্র-ভালিকে! ডাকিব,—সিন্ধু-সেবিতে সিন্ধু-পূজিতে সিন্ধু-

মথনকারিণি ! শত্রুবধে দশভুজে দশপ্রহরণ-ধারিণি ! অনন্তশ্রী অনন্তকালস্থায়িনি ! তোমায় কি বলিয়া ডাকিব মা ? এই ছয় কোটি মুণ্ড ঐ পদপ্রান্তে লুণ্ঠিত করিব—এই ছয় কোটি কণ্ঠে ঐ নাম করিয়া হুঙ্কার করিব. এই ছয় কোটি দেহ তোমার জন্য পতন করিব—না পারি, এই দ্বাদশ কোটি চক্ষে তোমার জন্য কাঁদিব। এস মা, গৃহে এসো,—যাঁহার ছয় কোটি সন্তান তাঁহার ভাবনা কি ?

দেখিতে দেখিতে আর দেখিলাম না—সেই অনন্ত কাল-সমুদ্রে সেই প্রতিমা ডুবিল ! অন্ধকারে সেই তরঙ্গসঙ্কুল জলরাশি ব্যাপিল ; জলকল্লোলে বিশ্বসংসার পূরিল ! তখন যুক্তকরে সজলনয়নে ডাকিতে লাগিলাম, উঠ মা হিরণ্ময়ি বঙ্গভূমি ! উঠ মা ! এবার সুসন্তান হইব, সৎপথে চলিব, তোমার মুখ রাখিব। উঠ মা, দেবি দেবানুগৃহীতে—এবার আপনা ভুলিব—ভ্রাতৃবৎসল হইব. পরের মঙ্গল সাধিব, —অধর্ম্ম আলস্য ইন্দ্রিয়ভক্তি ত্যাগ করিব—উঠ মা,—একা রোদন করিতেছি, কাঁদিতে কাঁদিতে চক্ষু গেল মা ! উঠ উঠ, উঠ মা বঙ্গজননি !

—বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

সেকেন্দার ও ভারতবর্ষ

সেকেন্দার—সত্য সেলুকস্! কি বিচিত্র এই দেশ! দিনে প্রচণ্ড সূর্য্য এর গাঢ় নীল আকাশ পুড়িয়ে দিয়ে যায়; আর রাত্রিকালে শুভ্র চন্দ্রমা এসে তাকে জ্যোৎস্নায় স্নান করিয়ে দেয়। তামসী রাত্রে অগণ্য উজ্জ্বল জ্যোতিঃপুঞ্জে যখন এর আকাশ ঝলমল করে, আমি বিস্মিত আতঙ্কে চেয়ে থাকি। প্রাবৃটে ঘন-কৃষ্ণ মেঘরাশি গুরুগম্ভীর গর্জ্জনে প্রকাণ্ড দৈত্য-সৈন্যের মত এর আকাশ ছেয়ে আসে, আমি নির্ব্বাক হ'য়ে দাঁড়িয়ে দেখি। এর অভ্রভেদী ধবল-তুষার-মৌলি-নীল-হিমাদ্রি স্থিরভাবে দাঁড়িয়ে আছে। এর বিশাল নদনদী ফেনিল উচ্ছ্বাসে উদ্দাম বেগে ছুটেছে। এর মরুভূমি বিরাট্ স্বেচ্ছাচারের মত তপ্ত বালুরাশি নিয়ে খেলা কচ্ছে।

সেলুকস্—সত্য সম্রাট্।

সেকেন্দার—কোথাও দেখি, তালীবন গর্ব্বভরে মাথা উঁচু ক'রে দাঁড়িয়ে আছে; কোথাও বিরাট্ বট স্নেহচ্ছায়ায় চারি দিকে ছড়িয়ে পড়েছে; কোথাও মদমত্ত মাতঙ্গ জঙ্গম পর্ব্বতসম মন্থর গমনে চলেছে; কোথাও মহাভুজঙ্গম অলস হিংসার মত বক্র রেখায় পড়ে' আছে; কোথাও বা মহাশৃঙ্গ কুরঙ্গম মুগ্ধ বিস্ময়ের মত নির্জ্জন বনমধ্যে শূন্য-প্রেক্ষণে চেয়ে আছে। আর সবার উপরে এক সৌম্য, গৌর, দীর্ঘকান্তি

জাতি এই দেশ শাসন কচ্ছে। তাদের মুখে শিশুর সারল্য, দেহে বজ্রের শক্তি, চক্ষে সূর্য্যের দীপ্তি, বক্ষে বাত্যার সাহস। এ শৌর্য্য পরাজয় ক'রে আনন্দ আছে। পুরুকে বন্দী ক'রে আনি যখন সে কি বল্‌লে জান?

সেলুকস্—কি সম্রাট্?

সেকেন্দার—আমি জিজ্ঞাসা ক'রলাম, "আমার কাছে কিরূপ আচরণ প্রত্যাশা কর?"—সে নির্ভীক নিষ্কম্প স্বরে উত্তর দিল, "রাজার প্রতি রাজার আচরণ।" চমকিত হ'লাম! ভাবলাম এ একটা জাতি বটে! আমি তৎক্ষণাৎ তাকে রাজ্য প্রত্যর্পণ ক'রলাম।

সেলুকস্—সম্রাট্ মহানুভব।

সেকেন্দার—মহানুভব! তারপরে তার সঙ্গে অন্যরূপ ব্যবহার সম্ভব? মহৎ কিছু দেখ্‌লেই একটা উল্লাস আসে। আর, আমি এখানে সাম্রাজ্য স্থাপন কর্‌তে আসি নাই। আমি এসেছি সৌখিন দিগ্বিজয়ে। জগতে একটা কীর্ত্তি রেখে যেতে চাই।

সেলুকস্—তবে সে দিগ্বিজয় অসম্পূর্ণ রেখে যাচ্ছেন কেন সম্রাট্?

সেকেন্দার—সে দিগ্বিজয় সম্পূর্ণ কর্ত্তে হ'লে নূতন গ্রীক সৈন্য চাই। কি আশ্চর্য্য সেনাপতি! দূর ম্যাসিডন থেকে

রাজ্য, জনপদ তৃণসম পদতলে দলিত ক'রে চলে এসেছি। ঝঞ্ঝার মত এসে মহাশত্রু-সৈন্য ধূমরাশির মত উড়িয়ে দিয়েছি। অর্দ্ধেক এসিয়া ম্যাসিডনের বিজয়-বাহিনীর বীর পদভরে কম্পিত হয়েছে। নিয়তির মত দুর্ব্বার, হত্যার মত করাল, দুর্ভিক্ষের মত নিষ্ঠুর আমি অর্দ্ধেক এসিয়ার বক্ষের উপর দিয়ে আমার রুধিরাক্ত বিজয়-শকট অবাধে চালিয়ে দিয়েছি। কিন্তু বাধা পেলেম প্রথম—এই শতদ্রুতীরে।

—দ্বিজেন্দ্রলাল রায়

সাম্য

জাতির পাঁতি

জগৎ জুড়িয়া এক জাতি আছে
সে জাতির নাম মানুষ জাতি ;
এক পৃথিবীর স্তন্যে লালিত
একই রবি-শশী মোদের সাথী।
শীতাতপ ক্ষুধা তৃষ্ণার জ্বালা
সবাই আমরা সমান বুঝি,
কচি-কাঁচাগুলি ডাঁটো করে তুলি
বাঁচিবার তরে সমান যুঝি।
দোসর খুঁজি ও বাসর বাঁধি গো
জলে ডুবি বাঁচি পাইলে ডাঙা,
কালো আর ধলো বাহিরে কেবল
ভিতরে সবারি সমান রাঙা।
বাহিরের ছোপ আঁচড়ে সে লোপ
ভিতরের রঙ্ পলকে ফোটে,
বামুন শূদ্র বৃহৎ ক্ষুদ্র
কৃত্রিম ভেদ ধূলায় লোটে।
রাগে অনুরাগে নিদ্রিত জাগে
আসল মানুষ প্রকট হয়,
বর্ণে বর্ণে নাইরে বিশেষ
নিখিল জগৎ ব্রহ্মময়।

বংশে বংশে নাহিক তফাৎ
　　বনেদী কে আর গর্‌-বনেদি,
দুনিয়ার সাথে গাঁথা বুনিয়াদ
　　দুনিয়া সবারি জনম-বেদী।

নাপিতের মেয়ে মুরার দুলাল
　　চন্দ্রগুপ্ত রাষ্ট্রপতি,
গোয়ালার ভাতে পুষ্ট যে কানু
　　সকল রথীর সেরা সে রথী।
বঙ্গে ঘরাণা কৈবর্ত্তেরা
　　বামুন নহে গো—কায়েৎও নহে,
আজো দেশ কৈবর্ত্ত রাজার
　　যশের স্তম্ভ বক্ষে বহে।
এরা হেয় নয়, এরা ছোট নয় :
　　হেয় তো কেবল তাদেরি বলি—
গলায় পৈতা মিথ্যা সাক্ষ্যে
　　পটু যারা করে গঙ্গাজলী ;
তার চেয়ে ভালো গুহক চাঁড়াল,
　　তার চেয়ে ভালো বলাই হাড়ী,—

যে হাড়ীর মন পূজার আসন
তারে মোরা পূজি বামুন ছাড়ি' ;
রুইদাস মুচি, সুদীন কসাই,—
গণি শুকদেব-সনক-সাথে,
মুচি ও কসাই আর ছোট নাই
হেন ছেলে আহা হয় যে জাতে !
চণ্ডাল সে তো বিপ্র-ভাগিনা
ধীবর-ভাগিনা যেমন ব্যাস,
শাস্ত্রে রয়েছে স্পষ্ট লিখন
নহে গো এ নহে উপন্যাস।
বাউরী চামার কাওরা তেওর,
পাটনী কোটাল কপালী মালো,
বামুন কায়েৎ কামার কুমোর,
তাঁতি তিলি মালী সমান ভালো
বেনে চাষী জেলে ময়রার ছেলে,
তামুলি বারুই তুচ্ছ নয় ;
মানুষে মানুষে নাইরে তফাৎ,
সকল জগৎ ব্রহ্মময় !

সেবার ব্রতে যে সবাই লেগেছে—
লাগিছে লাগিবে দু'দিন পরে,
মহামানবের পূজার লাগিয়া
সবাই অর্ঘ্য চয়ন করে।
মালাকার তার মাল্য যোগায়,
গন্ধবেণেরা গন্ধ আনে,
চাষী উপবাসী থাকিতে না দেয়,
নট তা'রে তোষে নৃত্যে গানে ;
স্বর্ণকারেরা ভূষিছে সোনায়,
গোয়ালা খাওয়ায় মাখন ননী,
তাঁতিরা সাজায় চন্দ্রকোণায়,
বণিকেরা তারে করিছে ধনী।
যোদ্ধারা তারে সাঁজোয়া পরায়,
বিদ্বান্ তার ফোটায় আঁখি,—
জ্ঞান-অঞ্জন নিত্য যোগায়—
কিছু যেন জানা না রয় বাকী।
কেউ হেয় নাই—সমান সবাই,—
আদি-জননীর পুত্র সবে ;
মিছে কোলাহল বাড়ায়ে কি ফল,
জাতির তর্ক কেন গো তবে ?

তরুণ যুগের অরুণ-প্রভাতে
মহামানবের গাহ রে জয়,
বর্ণে বর্ণে নাহিক বিশেষ
নিখিল ভুবন ব্রহ্মময় !

—সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত

কালাপাহাড়

শুনিছ না—ওই দিকে দিকে কাঁদে রক্ত-পিশাচ প্রেতের দল !
শবভুক্ যত নিশাচর করে জগৎ জুড়িয়া কী কোলাহল !
দূর-মশালের তপ্ত-নিশাসে ঘামিয়া উঠিছে গগন-শিলা !
ধরণীর বুক থরথরি' কাঁপে—একি তাণ্ডব নৃত্য-লীলা !
এতদিন পরে উদিল কি আজ সুরাসুরজয়ী যুগাবতার ?—
মানুষের পাপ করিতে মোচন, দেবতারে হানি' ভীম প্রহার,
—কালাপাহাড় !

কতকাল পরে আজ নর-দেহে শোণিতে ধ্বনিছে আগুন-গান !
এতদিন শুধু লাল হ'ল বেদী—আজ তার শিখা ধূমায়মান !
আদি হ'তে যত বেদনা জমেছে—বঞ্চনাহত ব্যর্থশ্বাস—
ওই উঠে তারি প্রলয়-ঝটিকা, ঘোর-গর্জ্জন মহোচ্ছ্বাস !
ভয় পায় ভয় ! ভগবান ভাগে !—প্রেতপুরী বুঝি হয় সাবাড় !
ওই আসে—তার বাজে দুন্দুভি, তামার দামামা, কাড়া-নাকাড় !
—কালাপাহাড় !

কোটী-আঁখি-ঝরা অশ্রু-নিঝর ঝরিল চরণ-পাষাণ-মূলে,
ক্ষয় হ'ল শুধু শিলা চত্বর—অন্ধের আঁখি গেল না খুলে !
জীবের চেতনা জড়ে বিলাইয়া আঁধারিল কত শুক্ল নিশা !
রক্ত-লোলুপ লোল-রসনায় দানিল নিজেরি অমৃত-তৃষা !

আজ তারি শেষ! মোহ অবসান!—দেবতা-দমন যুগাবতার
আসে ওই! তার বাজে দুন্দুভি—বাজায় দামামা, কাড়া-নাকাড়!
—কালাপাহাড়!

বাজে দুন্দুভি, তামার দামামা—বাজে কি ভীষণ কাড়া-নাকাড়!
অগ্নি-পতাকা উড়িছে ঈশানে, দুলিছে তাহাতে উল্কা-হার!
অসির ফলকে অশনি ঝলকে——গলে' যায় যত ত্রিশূল-চূড়া।
ভৈরব রবে মূর্চ্ছিত ধরা, আকাশের ছাদ হয় বা গুঁড়া।
পূজারী অথির, দেবতা বধির—ঘণ্টার রোলে জাগেনা আর।
অরাতির দাপে আরতি ফুরায়—নাম শুনে হয় বুক অসাড়!
—কালাপাহাড়!

নিজ হাতে পরি' শিকলি দু'পায়, দুর্ব্বল করে যাহারে নতি,
হাত জোড় করি' যাচনা যাহারে, আজ হের তার কি দুর্গতি!
কোথায় পিনাক? ডমরু কোথায়? কোথায় চক্র সুদর্শন?
মানুষের কাছে বরাভয় মাগে মন্দির-বাসী অমরগণ!
ছাড়ি' লোকালয় দেবতা পলায় সাত-সাগরের সীমানা-পার!
ভয়ঙ্করের ভুল ভেঙ্গে যায়! বাজায় দামামা, কাড়া-নাকাড়,
—কালাপাহাড়!

কল্প-কালের কল্পনা যত, শিশু-মানবের নরক্ ভয়—
নিবারণ করি' উদিল আজিকে দৈত্য-দানব-পুরঞ্জয় !
দেহের দেউলে দেবতা নিবসে—তার অপমান দুর্বিষহ !
অন্তরে হ'ল বাহিরের দাস মানুষের পিতা প্রপিতামহ !
স্তম্ভিত হৃদ্‌পিণ্ডের 'পরে তুলেছে অচল পাষাণ-ভার—
সহিবে কি সেই নিদারুণ গ্লানি মানবসিংহ যুগাবতার
—কালাপাহাড় !

ভেঙ্গে ফেল মঠ-মন্দির-চূড়া দারু-শিলা কর নিমজ্জন !
বলি-উপচার ধূপ-দীপারতি রসাতলে দাও বিসর্জ্জন !
নাই ব্রাহ্মণ, ম্লেচ্ছ-যবন, নাই ভগবান—ভক্ত নাই,
যুগে যুগে শুধু মানুষ আছে রে ! মানুষের বুকে রক্ত চাই,
ছাড়ি' লোকালয় দেবতা পলায় সাত-সাগরের সীমানা-পার !
ভয়ঙ্করের ভয় ভেঙ্গে যায়,—বাজায় দামামা, কাড়া-নাকাড় ?
—কালাপাহাড় !

ব্রাহ্মণ-যুবা যবনে মিলেছে, পবন মিলেছে বহ্নিসাথে !
এ কোন্ বিধাতা বজ্র ধরেছে নবসৃষ্টির প্রলয়-রাতে !
মরুর মর্ম্ম বিদারি' বহিছে সুধার উৎস পিপাসা-হরা !
কল্লোলে তার বন্যার রোল !—কূল ভেঙ্গে বুঝি ভাসায় ধরা !

ওরে ভয় নাই !—মুকুটে তাহার নবারুণ-ছটা, ময়ূখ-হার !
কাল-নিশীথিনী লুকায় বসনে !—সবে দিল তাই নাম তাহার
—কালাপাহাড় !

শুনিছ না ওই—দিকে দিকে কাঁদে রক্ত-পিশাচ প্রেতের পাল !
দূর-মশালের তপ্ত-নিশাসে ঘামিয়া উঠিছে গগন-ভাল !
কার পথে-পথে গিরি নুয়ে যায় ! কটাক্ষে রবি অস্তমান !
খড়গ কাহার থির-বিহ্যুৎ ! ধূলি-ধ্বজা কার মেঘ-সমান !
ভয় পায় ভয় ! ভগবান ভাগে ! প্রেতপুরী বুঝি হয় সাবাড়
ওই আসে ! ওই বাজে হুন্দুভি—বাজায় দামামা, কাড়া-নাকাড়
—কালাপাহাড় !

—শ্রীমোহিতলাল মজুমদার

কুলি-মজুর

দেখিনু সেদিন রেলে,
কুলি ব'লে এক বাবুসা'ব তারে ঠেলে দিল নীচে ফেলে।
চোখ ফেটে এলো জল,
এম্‌নি ক'রে কি জগৎ জুড়িয়া মার খাবে দুর্ব্বল ?
যে দধীচিদের হাড় দিয়ে ঐ বাষ্প-শকট চলে,
বাবুসা'ব এসে চড়িল তাহাতে কুলিরা পড়িল তলে।
বেতন দিয়াছ ?—চুপ রও যত মিথ্যাবাদীর দল।
কত পাই দিয়ে কুলিদের তুই কত ক্রোড় পেলি বল্‌।
রাজ-পথে তব চলিছে মোটর, সাগরে জাহাজ চলে,
রেলপথে চলে বাষ্প-শকট, দেশ ছেয়ে গেল কলে ;
বলত এসব কাহাদের দান ! তোমার অট্টালিকা
কার খুনে রাঙা ?—ঠুলি খুলে দেখ, প্রতি ইঁটে আছে লিখা !
তুমি জানো না কো, কিন্তু পথের প্রতি ধূলিকণা জানে,
ঐ পথ, ঐ জাহাজ, শকট, অট্টালিকার মানে !

আসিতেছে শুভদিন,
দিনে দিনে বহু বাড়িয়াছে দেনা, শুধিতে হইবে ঋণ।
হাতুড়ি শাবল গাঁইতি চালায়ে ভাঙ্গিল যারা পাহাড়,
পাহাড়-কাটা সে পথের দু-পাশে পড়িয়া যাদের হাড়,

তোমারে সেবিতে হইল যাহারা মজুর মুটে ও কুলি,
তোমারে বহিতে যারা পবিত্র অঙ্গে লাগাল ধূলি,
তারাই মানুষ তারাই দেবতা, গাহি তাহাদের গান,
তাদেরি ব্যথিত বক্ষে পা ফেলে আসে নব উত্থান !
তুমি শুয়ে রবে তেতালার 'পরে আমরা রহিব নীচে,
অথচ তোমারে দেবতা বলিব, সে ভরসা আজ মিছে।
সিক্ত যাদের সারা দেহ মন মাটির মমতা-রসে,
এই ধরণীর তরণীর হাল রবে তাহাদেরি বশে !
তারি পদরজ অঞ্জলি করি' মাথায় লইব তুলি,
সকলের সাথে পথ চলি' যার পায়ে লাগিয়াছে ধূলি।
আজ নিখিলের বেদনা-আর্ত্ত পীড়িতের মাখি' খুন,
লালে লাল হ'য়ে উদিছে নবীন প্রভাতের নবারুণ !
আজ হৃদয়ের জাম-ধরা যত কবাট ভাঙ্গিয়া দাও !
রঙ্-করা ঐ চামড়ার যত আবরণ খুলে দাও !
আকাশের আজ যত বায়ু আছে হইয়া জমাট নীল,
মাতামাতি ক'রে ঢুকুক্ এ বুকে, খুলে দাও যত খিল !
সকল আকাশ ভাঙিয়া পড়ুক আমাদের এই ঘরে
মোদের মাথায় চন্দ্র সূর্য্য তারারা পড়ুক ঝ'রে !
সকল কালের সকল দেশের সকল মানুষ আসি',
এক মোহানায় দাঁড়াইয়া শোন এক মিলনের বাঁশী।

একজনে দিলে ব্যথা।
সমান হইয়া বাজে সে বেদনা সকলের বুকে হেথা !
একের অসম্মান
নিখিল মানব-জাতির লজ্জা—সকলের অপমান !
মহা-মানবের মহা-বেদনার আজি মহা উত্থান,
ঊর্দ্ধে হাসিছে ভগবান, নীচে কাঁপিতেছে শয়তান !

—কাজী নজ্‌রুল ইস্‌লাম

সাম্যবাদী

গাহি সাম্যের গান—
যেখানে আসিয়া এক হ'য়ে গেছে সব বাধা-ব্যবধান,
যেখানে মিশেছে হিন্দু-বৌদ্ধ-মুসলিম-ক্রীশ্চান।
গাহি সাম্যের গান।
কে তুমি?—পার্সী? জৈন? ইহুদী? সাঁওতাল, ভীল গারো?
কনফুসিয়াস? চার্ব্বাক-চেলা? ব'লে যাও, বল আরো!
বন্ধু, যা খুশী-হও,
পেটে পিঠে কাঁধে মগজে যা-খুশী পুঁথি ও কেতাব বও,
কোরাণ-পুরাণ-বেদ-বেদান্ত-বাইবেল-ত্রিপিটক-
জেন্দাবেস্তা-গ্রন্থসাহেব প'ড়ে যাও, যত সখ,—
কিন্তু, কেন এ পণ্ডশ্রম, মগজে হানিছ শূল?
দোকানে কেন এ দর-কষাকষি?—পথে ফুটে তাজা ফুল।
তোমাতে রয়েছে সকল কেতাব সকল কালের জ্ঞান
সকল শাস্ত্র খুঁজে পাবে সখা খুলে' দেখ নিজ প্রাণ।
তোমাতে রয়েছে সকল ধর্ম্ম সকল যুগাবতার,
তোমার হৃদয় বিশ্ব-দেউল সকলের দেবতার।
কেন খুঁজে ফের দেবতা ঠাকুর মৃত-পুঁথি-কঙ্কালে?
হাসিছেন তিনি অমৃত-হিয়ার নিভৃত অন্তরালে।
বন্ধু, বলিনি ঝুট,
এইখানে এসে লুটাইয়া পড়ে সকল রাজমুকুট।

এই হৃদয়ই সে নীলাচল, কাশী, মথুরা, বৃন্দাবন,
বুদ্ধ-গয়া এ, জেরুজালেম্ এ, মদিনা কাবা-ভবন,
মস্‌জিদ এই, মন্দির এই, গির্জ্জা এই হৃদয়,
এইখানে ব'সে ইশা মুসা পেল সত্যের পরিচয়।
এই রণ-ভূমে বাঁশীর কিশোর গাহিলেন মহা-গীতা,
এই মাঠে হ'ল মেষের রাখাল নবীরা খোদার মিতা।
এই হৃদয়ের ধ্যান-গুহা-মাঝে বসিয়া শাক্যমুনি
ত্যজিল রাজ্য মানবের মহা-বেদনার ডাক শুনি।
এই কন্দরে আরব-দুলাল শুনিতেন আহ্বান
এইখানে বসি' গাহিলেন তিনি কোরাণের সাম-গান !
মিথ্যা শুনিনি ভাই,
এই হৃদয়ের চেয়ে বড় কোনো মন্দির-কাবা নাই।

—কাজী নজ্‌রুল ইসলাম

মানুষ

পাঁচনি লইয়া গরুর পালের পিছনে যারা
চলেছে দূরের মাঠে ;
ছিন্ন বসন, নিবারিতে ঘন শ্রাবণধারা
মাথায় নাহিক আঁটে !
গাভীর পুচ্ছ ধরি' যারা তরে বর্ষানদী
জুটে না পারের কড়ি ;
হারা বাছুরের সন্ধানে ফেরে সন্ধ্যাবধি,
কাদায় কাঁটায় পড়ি'।
ক্ষুধার অন্ন পরণের বাস, বাসের গেহ,
তাদের যদি না মেলে,
ঘৃণা কি করুণা কোরোনা তাদের, কোরো গো স্নেহ—
—তারা মানুষেরি ছেলে !

জ্যৈষ্ঠ দুপুরে গলদ্‌ঘর্ম্ম, বলদ লয়ে
চষে যারা রাঙা মাটি,
কতনা ঝঞ্ঝা মুষলের ধারা মাথায় বয়ে
ক্ষেত করে পরিপাটি ;
আশা যার ভাসে আকাশে আকাশে মেঘের বুকে,
ধরণী-গর্ভে ধন ;

বোকামি পড়েনা ন্যাকামিতে ঢাকা যাদের মুখে,
ধূলা-কাদা আভরণ ;
অট্টালিকার উপায় থাকিতে হাজারতর
যার চালা ঘুচে নাই,—
ঘৃণা কি করুণা কোরো না তাদের, শ্রদ্ধা কোরো
——তারা মানুষেরি ভাই।

শোভন করিয়া ঢাকিবে আপন লজ্জাটুক—
জুটে নাই হেন বাস ;
তারি খুঁটে যারা পিঠে ছেলে বেঁধে, রক্তমুখ
তুলিছে মাটির রাশ ;
যার নিরুপায় রূপের শিলায় নিয়ত ঝরে
ঘর্ম্মের নির্ঝর,
সহ্য-অদ্রি সমান যে সহে বক্ষপরে
লক্ষ দুঃখ-ঝড়,
মাঝপথে যার শিরে নিজ বোঝা দিতেছে পতি
থাক বা না থাক শ্রী—
ঘৃণা কি করুণা কোরো না তাদের, কর গো নতি,
তারা মানুষেরি স্ত্রী !

নির্ব্বোধ যারা, দুর্ব্বোধ যারা পল্লীপারে,
অশ্লীল যার ভাষা ;
আশী শতাব্দী ধরিয়া যাদের দৈন্য বাড়ে—
চির নাবালক চাষা !
হলের ফলকে লক্ষ্মী উঠিলে, করিয়া দান
লক্ষ্মীমানের ঘরে,
দুর্ভিক্ষের ভিক্ষার ঝুলি ভরিয়া প্রাণ
দেয় যারা নিজ করে ;
বেতসের মতো সভ্যশিক্ষা শেখেনি যারা
হাওয়ার নেশায় মাতি—
বটের মতন খোলামাঠে আজও রয়েছে খাড়া,
তারা মানুষেরি জাতি ।

—শ্রীযতীন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত

জীবনের লক্ষ্য

নির্ঝরের স্বপ্নভঙ্গ

আজি এ প্রভাতে রবির কর
কেমনে পশিল প্রাণের 'পর,
কেমনে পশিল গুহার আঁধারে প্রভাত-পাখীর গান।
না জানি কেনরে এতদিন পরে জাগিয়া উঠিল প্রাণ!
জাগিয়া উঠেছে প্রাণ,
ওরে উথলি উঠিছে বারি,
ওরে প্রাণের বাসনা প্রাণের আবেগ রুধিয়া রাখিতে নারি।
থর থর করি কাঁপিছে ভূধর—
শিলা রাশি রাশি পড়িছে খসে,
ফুলিয়া ফুলিয়া ফেনিল সলিল
গরজি উঠিছে দারুণ রোষে।
হেথায় হোথায় পাগলের প্রায়—
ঘুরিয়া ঘুরিয়া মাতিয়া বেড়ায়,
বাহিরিতে চায়, দেখিতে না পায় কোথায় কাহার দ্বার!
কেনরে বিধাতা পাষাণ হেন,
চারিদিকে তার বাঁধন কেন!
ভাঙ্‌রে হৃদয় ভাঙ্‌রে বাঁধন
সাধরে আজিকে প্রাণের সাধন,
লহরীর পরে লহরী তুলিয়া—
আঘাতের পরে আঘাত কর।

মাতিয়া যখন উঠেছে পরাণ
কিসের আঁধার কিসের পাষাণ,
উথলি যখন উঠেছে বাসনা,
জগতে তখন কিসের ডর ॥

আমি ঢালিব করুণা ধারা,
আমি ভাঙিব পাষাণ-কারা,
আমি জগৎ প্লাবিয়া বেড়াব গাহিয়া
আকুল পাগল পারা।
কেশ এলাইয়া ফুল কুড়াইয়া,
রামধনু আঁকা পাখা উড়াইয়া,
রবির কিরণে হাসি ছড়াইয়া
দিব রে পরাণ ঢালি'!
শিখর হইতে শিখরে ছুটিব,
ভূধর হইতে ভূধরে লুটিব,
হেসে খলখল গেয়ে কলকল
তালে তালে দিব তালি!
এত কথা আছে, এত গান আছে, এত প্রাণ আছে মোর,
এত সুখ আছে, এত সাধ আছে, প্রাণ হয়ে আছে ভোর।

কি জানি কি হল আজি, জাগিয়া উঠিল প্রাণ
দূর হতে শুনি যেন মহাসাগরের গান।
ওরে চারিদিকে মোর,
একি কারগার ঘোর,
ভাঙ্ ভাঙ্ ভাঙ্ কারা—আঘাতে আঘাত কর—
ওরে আজ কি গান গেয়েছে পাখী এসেছে রবির কর।

—রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

লক্ষ্য পথে

দৈন্য যদি আসে, আস্থক, লজ্জা কিবা তাহে ?
মাথা উঁচু রাখিস্ ।
সুখের সাথী মুখের পানে যদি নাহি চাহে,
ধৈর্য্য ধ'রে থাকিস্
রুদ্ররূপে তীব্র দুঃখ যদি আসে নেমে,
বুক ফুলিয়ে দাঁড়াস্ ।
আকাশ যদি বজ্র নিয়ে মাথায় পড়ে ভেঙে,
উর্দ্ধে দু'হাত বাড়াস্ ।
চোখের জলে ভিজে আওয়াজ কেউ যেন না শোনে,
মাকে যখন ডাকিস্ !
তাঁরই দেওয়া অন্ধকারের গাঢ়তম কোণে,
মুখখানি তোর ঢাকিস্ ।
আধি-ব্যাধির ধান-দূর্ব্বা পূর্ণ আশীর্ব্বাদে,
মাথায় ঝ'রে পড়ুক ।
বাসা-ভাঙা সুখের আশা জীর্ণ জরার সাথে,
স্তব্ধ হ'য়ে মরুক ।
কোথায় তুমি তথাগত ব্যাধি-জরা-জয়ী ?
দাঁড়াও এসে কাছে !
নিত্য উৎসারিত তোমার আলোর ঝরা কই
অন্ধকূপের মাঝে ?

ভগ্ন স্তূপের জীর্ণ মঞ্চের সুপ্ত ছায়া জুড়ে'
মৃত্যু বাসা বাঁধে।
অমানিশার রুদ্ধকারায় ক্ষুব্ধ বায়ু ঘুরে'
নিঃশ্বসিয়ে কাঁদে।
বিশ্বপটের চারুদৃশ্য মুছে গেল বলে'
বুক যেন না দমে।
নির্ভয়ে তুই রাখ্ রে মাথা কালরাত্রির কোলে,
করবে কিবা যমে?
থাক্‌বে দুঃখ, দৈন্য, জরা, শুকিয়ে ঘাটের পাড়ে,
তুচ্ছ করিস্ তাকে।

ঐ শোন্‌রে বাজিয়ে বাঁশী নদীর পর পারে,
কে যেন রে ডাকে!
সুর বেঁধে নে ওরে আতুর, পরপারের গাথার
মধু-ঝরা সুরে।
ক্লান্তি-ভরা শান্তি-হরা গুরু বোঝা মাথার
ফেলে দিয়ে দূরে,

গাওরে প্রীতির নবগীতি ! মৃত্যু মরুক কেঁদে'—
কেউ পাবে না সাড়া।
যাক্ না ডুবে রূপের জগৎ ! নূতন বিশ্ব বেঁধে
সোজা হ'য়ে দাঁড়া

—বিজয়চন্দ্র মজুমদার

ধর্ম্মঘট

বাদলরাম হাল্‌ওয়াই—
গরুর গাড়ীর গাড়োয়ান,
ধর্ম্মঘটের মস্ত চাঁই
দে্‌খতেও ঠিক পালোয়ান।
মোটা রকম বুদ্ধিটা তার
কণ্ঠস্বরও মধুর নয়,
কিন্তু যে কাজ কর্‌বে স্বীকার;—
কর্‌বেই তা সুনিশ্চয়।
ছ ছ দিনের ধর্ম্মঘটে
বিকিয়েছে সর্ব্বস্ব তার,
অন্ন মোটে আর না জোটে
তবুও গাড়ী যোতেনি আর!
হোথায় যত সওদাগর
কামড়ে মরে নিজের হাত,
হেথায় সে সপরিবারে
শুকায়, ঘরে নাইক ভাত।
হপ্তা গেল পত্নী তাহার
দুদিন আছে উপবাসে,
যুত্‌তে গাড়ী বল্‌তে গিয়ে
শিক্ষা ভালই পেয়েছে সে।

শিশুটি তার ব্যাপার দেখে
কাঁদতে যেন গেছে ভুলে,
শান্তমুখী মেয়েটি আজ
ভয়ে ভয়ে নয়ন তুলে।
ছেলে-মেয়ের কষ্টে সে যে
মোটেই ছিল নাকো সুখে,
স্পষ্টে সেটা লেখাই ছিল—
তার সে বিষম কালো মুখে।
তারই সঙ্গে লেখা ছিল
হৃদয়ের বল বিলক্ষণ,
বিকট ঘৃণা, বিষম জ্বালা,
সবার উপর—অটল পণ!
ধনীর ধনের উপরে যে
পরিশ্রমের আছে মান,—
যদিও এটা নাই সে বোঝে
নয় সে তবু ক্ষুদ্র প্রাণ।
বাদলরাম! বাদলরাম!
গরুর গাড়ীর গাড়োয়ান্!
বাদলরাম! বাদলরাম!
দেখ্‌তে শুন্‌তে পালোয়ান!

স্থূক্ষ্ম নহে বুদ্ধিটা তার,
কণ্ঠস্বরও মিষ্ট নয় ;
কিন্তু যে কাজ করবে স্বীকার
করবে তা সে সুনিশ্চয়।

—সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত

ছাত্র দলের গান

আমরা শক্তি আমরা বল
আমরা ছাত্রদল।
মোদের পায়ের তলায় মূর্চ্ছে তুফান
ঊর্দ্ধে বিমান ঝড় বাদল।
আমরা ছাত্রদল।
মোদের আঁধার রাতে বাধার পথে
যাত্রা নাঙ্গা পায়,
আমরা শক্ত মাটি রক্তে রাঙ্গাই
বিষম চলার ঘায়!
যুগে যুগে রক্তে মোদের
সিক্ত হ'ল পৃথ্বীতল।
আমরা ছাত্রদল॥
মোদের কক্ষচ্যুত ধূমকেতু-প্রায়
লক্ষ্যহারা প্রাণ
আমরা ভাগ্যদেবীর যজ্ঞবেদীর
নিত্য বলিদান।
যখন লক্ষ্মীদেবী স্বর্গে উঠেন
আমরা পশি নীল অতল!
আমরা ছাত্রদল॥

আমরা ধরি মৃত্যু রাজার
যজ্ঞ ঘোড়ার রাশ,
মোদের মৃত্যু লেখে মোদের
জীবন ইতিহাস !
হাসির দেশে আমরা আনি
সর্ব্বনাশী চোখের জল।
আমরা ছাত্রদল ॥

সবাই যখন বুদ্ধি যোগায়
আমরা করি ভুল।
সাবধানীরা বাঁধ বাঁধে সব
আমরা ভাঙি কূল।
দারুণ রাতে আমরা তরুণ
রক্তে করি পথ-পিছল !
আমরা ছাত্রদল ॥

মোদের চক্ষে জ্বলে জ্ঞানের মশাল
বক্ষে ভরা বাক্,
কণ্ঠে মোদের কুণ্ঠাবিহীন
নিত্য-কালের ডাক।

আমরা তাজা খুনে লাল করেছি
সরস্বতীর শ্বেত-কমল।
আমরা ছাত্রদল ॥

ঐ দারুণ উপপ্লবের দিনে
আমরা দানি শির,
মোদের মাঝে মুক্তি কাঁদে
বিংশ শতাব্দীর !
মোরা গৌরবেরি কান্না দিয়ে
ভরেছি মার শ্যাম আঁচল।
আমরা ছাত্রদল ॥

আমরা রচি ভালবাসার
আশার ভবিষ্যৎ,
মোদের স্বর্গ পথের আভাস দেখায়
আকাশ-ছায়া পথ !
মোদের চোখে বিশ্ববাসীর
স্বপ্ন দেখা হোক সফল।
আমরা ছাত্রদল ॥

—কাজী নজরুল ইসলাম

কল্পনা

সাধ

সাধ হয়েছে কর্‌ব আমি এক জাহাজের লস্করি,
জান্‌বে না মা, লুকিয়ে কখন্ পালিয়ে যাব ফস্ করি'।
নীলসাগরের নেই চোখে ঘুম,
ফুট্‌চে সাদা ফেনার কুসুম,
করচে তিমি কুল্‌কুচো আর হাঙর সাঁতার কাটে!
তুমি তখন ভাব্‌বে আমায় শুয়ে তোমার খাটে।

আফ্রিকাতে গহন বনে হটেণ্টটের গান চলে!
ন্যাংটা জুলুর নাচন দেখে' 'হিপো'রা ছায় ঝাঁপ জলে।
উষ্ট্র পাখীর পৃষ্ঠে উঠে
সাহারাতে চল্‌ব ছুটে,
গণ্ডার, উট, গরিলা আর সিঙ্গি-মামার সঙ্গে,
ডঙ্কা মেরে শঙ্কা ভুলে খেল্‌ব শিকার রঙ্গে!

দেখ্‌ব মাগো, ছ'-মাস-রাতি ছ'-মাস-দিনের দেশ কোথা,
কোন্ 'অরোরা বোরিয়ালিস্' করচে চাঁদের মুখ ভোঁতা!
এস্‌কুইমোর দেশে গিয়ে,
বরফ-ঘরে হামা দিয়ে
ঢুক্‌ব আমি পর্‌ব গায়ে চাম্‌ড়া-লোমের পোষাক,
বর্শা ছুঁড়ে সিন্ধু-ঘোড়ার কর্‌ব মাথা দো-ফাঁক্!

আমেরিকায় পৌঁছে মাগো, লাল-মানুষের মুল্লুকে,
পালক-টুপী চড়িয়ে মাথায় করব তাড়া ভাল্লুকে।
'কাউ-বয়'দের সাথে জুটে'
লড়ব ঘোড়ার ওপর উঠে',
অ্যামাজনের অগাধ জলে ডোঙায় চ'ড়ে ভাস্‌ব,
জাগুয়ার আর টেপির দেখে আমোদ ক'রে হাস্‌ব।

তাই ব'লে মা ভুল্‌বনাকো মঞ্জুমালা বোনটিকে!
গলিভারের 'সেই লিলিপুট্',—দেখ্‌ব সে দেশ কোন্‌দিকে!
আন্‌ব আমি খাঁচায় ক'রে,
আঙুল-প্রমাণ মানুষ ধ'রে,
খুকু তোমার হাস্‌বে কত, হাতে তাদের পেলে,—
কাঁচের পুতুল চাইবে না আর মানুষ পুতুল ফেলে!

চুপটি ক'রে ঘরের কোণে থাক্‌তে বড় প্রাণ কাঁদে,
মাগো আমায়, জগতে দাও ছুটতে মনের আহ্লাদে!
দেখ্‌বে কেমন তোমার ছেলে
যাচ্ছে সাগর পাহাড় ঠেলে,
বেদুইনের কাড়্‌চে ঘোড়া, কর্‌চে মরু তুচ্ছ!
বুনো হাতী খেদিয়ে হেলায় ধর্‌চে বাঘের পুচ্ছ!

—হেমেন্দ্রকুমার রায়

বালকের কল্পনা

আমায় কিন্তু জাগিয়ে দিয়ো কাল্‌কে সকালবেলা,
কাল্‌কে বড় মজার দিন, কালকে রথের মেলা !
এতে যেন গোলটি না হয় দেখো কোনো মতে ;—
কালকে যাব রথে মা গো কালকে যাব রথে !

গুরুমশায় নিজে যাবেন রথের মস্ত মেলায় !
কালকে কেবল কাটবে দিন হাসি-খুশী খেলায় ।
জাগিয়ে দিয়ো, ভোরে বাজাবে যখন নহবতে ;—
কালকে যাব রথে মা গো, কালকে যাব রথে !

বল্‌ছ তুমি, আমি না কি করি না ক' পড়া ?
নামতা বলো, ছড়া বলো, মুখস্থ মোর করা !
একটি দিনের ছুটি চাই মা, হয় যদি তোর মত ;
কালকে দেখবো রথ মাগো, কালকে দেখবো রথ !

রাত পোহালেই যাবে বিপিন, বলেছে সে আমায়,
আমার তরে থাক্‌বে বসে খানিক তালতলায় ;
বেণী এসে জুট্‌বে শেষে কলুপাড়ার পথে—
কালকে যাব রথে মা গো কালকে যাব রথে !

রাস্তাটি নয় নেহাৎ কম, তাতে খানিক বাঁকা ;
মনে করে আমার সঙ্গে দিয়ো কয়েক টাকা ;

কত খাবার মজার জিনিস উঠ্‌বে শতে শতে !—
কালকে যাব রথে মা গো কালকে যাব রথে !

দিদির সঙ্গে হ'য়ে আছে জন্মের মত আড়ি,
তার জন্যও কিন্‌তে হবে কল্কাপেড়ে শাড়ী ;
পরে যদি, আন্‌তে পারি ছোট্ট একটি নথ ।
কালকে দেখবো রথ মাগো, কালকে দেখবো রথ !

নেয়ের দলে বাছ্ লাগিয়ে আস্‌বে সারি গেয়ে ;
নৌকোগুলি একে একে ভিড়্‌বে কিনার ছেয়ে ;
হাল্‌কা হাওয়ায় রঙীন নিশান কর্‌বে রে পত্‌পত্ !
কালকে দেখবো রথ মাগো, কালকে দেখবো রথ !

কোথাও হবে রামমঙ্গল, কোথাও বা কের্ত্তন,
সে-সব ছেড়ে দোলায় চড়ে দুলবো মোরা ক'জন ;
সাপের খেলা, সঙের ঢং দেখবো শুরু হতে ;
কালকে যাবো রথে মাগো, কালকে যাব রথে ।

লোকের ভিড়ে কিসের ভয়, আমরাও একটি দল,
সবার সঙ্গে নেচে-গেয়ে করবো কোলাহল ;
দূর থেকে ঠাকুরের পায়, হ'য়ে দণ্ডবৎ
আমিও টানবো রথ মাগো, আমিও টানবো রথ !

—প্রমথনাথ রায়চৌধুরী

হাস্য-কৌতুক

আজব স্বপ্ন

একদিন রাতে আমি স্বপ্ন দেখিনু
"চেয়ে দেখো, চেয়ে দেখো" বলে যেন বিনু।
চেয়ে দেখি, ঠোকাঠুকি বরগা কড়িতে,
কলিকাতা চলিয়াছে নড়িতে নড়িতে।
ইঁটে-গড়া গণ্ডার বাড়িগুলো সোজা
চলিয়াছে, দুদ্দাড় জানালা দরোজা।
রাস্তা চলেছে যত অজগর সাপ,
পিঠে তার ট্রামগাড়ি পড়ে ধুপ্ ধাপ্।
দোকান বাজার সব নামে আর উঠে,
ছাদের গায়েতে ছাদ মরে মাথা কুটে।
হাওড়ার ব্রিজ্ চলে মস্ত সে বিছে,
হ্যারিসন্ রোড চলে তার পিছে পিছে।
মনুমেণ্টের দোল, যেন খেপা হাতি
শূন্যে দুলায়ে শুঁড় উঠিয়াছে মাতি।
আমাদের ইস্কুল ছোটে, হন্‌হন্,
অঙ্কের বই ছোটে, ছোটে ব্যাকরণ।
ম্যাপগুলো দেয়ালেতে করে ছট্‌ফট,
পাখি যেন মারিতেছে পাখার ঝাপট।
ঘণ্টা কেবলি দোলে, ঢঙ্ ঢঙ্ বাজে—
যত কেন বেলা হোক তবু থামে না—যে

লক্ষ লক্ষ লোক বলে, "থামো থামো,
কোথা হতে কোথা যাবে, এ কী পাগলামো।"
কলিকাতা শোনে নাকো চলার খেয়ালে ;
নৃত্যের নেশা তার স্তম্ভে দেয়ালে।
আমি মনে মনে ভাবি, চিন্তা তো নাই,
কলিকাতা যাক্-নাকো সোজা বোম্বাই।
দিল্লী লাহোরে যাক, যাক না আগ্‌রা,
মাথায় পাগড়ি দেব', পায়েতে নাগরা।
কিম্বা সে যদি আজ বিলাতেই ছোটে
ইংরেজ হবে সবে বুট-হ্যাট-কোটে।
কিসের শব্দে ঘুম ভেঙ্গে গেল যেই,
দেখি, কলিকাতা আছে কলিকাতাতেই॥

—রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

টিকি মঙ্গল

মোরা টিকির প্রভাবে টিকিয়া রয়েছি
টিকিতেই বাঁধা বিশ্ব,
টিকি না থাকিলে হইত ত্বনিয়া
টিকটিকি চেয়ে নিঃস্ব!
ওগো টিকি যেই রাখে ধর্ম্ম মোক্ষ
পায় সেই হাতে হাতে,
দেখ বিপুল টিকির বহরে উড়িয়া
বেঁধেছে জগন্নাথে!
তবে দোফলা টিকির চাষ কর ভাই,
টিকি-মূলে ঢাল তৈল,
আহা যেতে ভবপার বিনা পয়সার
টিকিট যে টিকি হৈল!
ওগো টিকি রাখ যদি অর্থও পাবে,—
অর্থই যদি চাও,
তখন চোরাই চালতা টিকিতে বাঁধিয়া
হাত নাড়া দিয়া যাও।
আর টাকাটা সিকিটা দক্ষিণা পাবে
হজ্‌মী টিকির জোরে,
আর রাতের ফাউল প্রভাত না হতে
ফেলিবে হজম করে।

দেখ ধর্ম্ম মোক্ষ অর্থ ও কাম
সকলই টিকির ন্যাওটা,
ওগো বেচাল ঘটিলে টিকি বিনা আর
কে ধরে তখন ম্যাওটা ?
দেবতার টিকি ছিল কি না ছিল
শাস্ত্রে লেখে না তাহা,
তবে বিচারের মুখে সূক্ষ্ম টানিলে
বাহিরিবে টিকি ডাহা।
যথা ব্রহ্মার টিকি নাভির মৃণাল,
তৃতীয় চরণ বিষ্ণুর,
মহেশের টিকি জটাজালে ঢাকা,
টিকি-প্রতি শিব নিষ্ঠুর।
আর গণেশদাদার শুঁড়ময়ী টিকি—
দাদার টিকিটি খাসা ;
আদি বৈষ্ণব গরুড়ের টিকি
তার সে টিকল নাসা।
সূর্য্যের টিকি রাহুর মুঠোয়
রাহুর টিকি সে কোথা ?
বুঝি তাহার টিকিটি অন্তঃশীলা
যেন ফল্গুর সোঁতা

তবে দোফলা টিকির চাষ কর ভাই—
টিকি কভু নয় তুচ্ছ,
ওগো কান্নুর টিকি সে তৃতীয় চরণ
হন্নুর টিকি সে পুচ্ছ !
ওরে টিকি আছে বলে ট্রামগাড়ী চলে
নহিলে অচল হত।
জড় বিজ্ঞানে যাহা মাধ্যাকর্ষ
টিকি সেই পৃথিবীর,
সেই টিকিটি ধরিয়া সূর্য্য তাহারে
শূন্যে রেখেছে থির।
তোরা টিকির মূল্য বুঝিতে নারিস—
এ যে অতি অদ্ভুত,
আরে টিকি যদি হায় না থাকে মাথায়
কি ধরিবে যমদূত ?

টিকি সে স্বর্গ চতুর্ব্বর্গ
টিকি সে মোক্ষ কাম,
ওঁছা মুর্গির মাথে টিকি আছে বলে
রামপাখী তার নাম।

ম্লেচ্ছেরা এরে 'পিগ্‌টেল' বলে
অহহ শূকর পুচ্ছ,
কিন্তু তোমরা আর্য্য, মর্য্যাদা রেখো
টিকিরে কোরো না তুচ্ছ।
দেখ বানর টিকির গরিমা বোঝেনি
রাখিয়াছে টিকি পুচ্ছে,
তাই নরের মতন হতে সে পারেনি,
উঠিতে পারেনি উচ্চে ?
মোরা পুচ্ছেরে শিরো ধার্য্য করেছি
মহৎ হয়েছি তাই,
আর ডারুইন সেই তত্ত্ব লিখিয়া
খ্যাতি লভিয়াছে ভাই।
দেখ শ্রীশ্রীটিকির অপমান করি'
চিনের কি দুর্‌গতি,
তারা বুড়া-বয়সেতে আফিম ত্যজিল
হ'ল তায় ভীমরতি।
যাঁহা টিকি গেল খোয়া, রাজা হল ধোঁয়া
অরাজক হল দেশ,
যত গোঁয়ারে মিলিয়া করিল দেখ না
খায়ারের এক-শেষ।

দেখ   আকাশের টিকি বিদ্যুৎ আর
পাতালের টিকি সর্প,
আর   তোমরা ভেবেছ টিকি রাখিবে না
ভারি তোমাদের দর্প!
ওগো   যেই শোনে আর যেজন শোনায়
টিকি-মঙ্গল-গান,
কভু   টাক অসুরের কোপে তার টিকি
নাহি হয় তিরোধান।
কিন্তু   টিকি-মঙ্গল গাহিবার কালে
যে করে বাহির দন্ত,
ওগো   দন্ত তাহার টিকিবে না,—ঠিক
বুড়াকালে হবে অন্ত।
তার জনমে জনমে পোকা হবে দাঁতে
যুগে যুগে হবে শাস্তি।
এই   হাসির জন্য কাঁদিতে হইবে
মার্জ্জনা এর নাস্তি।

—সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত

হায়রে সেকাল

হায়রে সেকাল ! ওরে ভুঁদো, ঠাণ্ডা হয়ে দাঁড়া !
রাত দিনই ছুটোছুটি—হ্যাঁরে লক্ষীছাড়া ?
ঐ দেখ্, পা নড়্ছে হাত নাড়ছিস্ ফের ?
ঘাড় নড়্ছে ! মাথায় হাত ? পাওনি বুঝি টের
আমি কেমন শক্ত লোক ? আমরা ছেলে-বেলা
থাক্তাম শুধু চুপ করে—জান্তাম না কো খেলা।
ছ'বছরের ধেড়ে ছেলে—হায়রে কলিকাল,
শিখ্লি নাক শিষ্টাচার—ভাল চলন-চাল ?

হায়রে সেকাল ! ওরে মোনা, ওকি পড়্ছিস-ছাই ?
একালে কি সেকেলে সব ভাল গ্রন্থ নাই ?
ধুত্তোর তোর মাইকেল, মার্ব্বো বেজায় চড়—
ফেলে দে তোর হেম-বঙ্কিম—ভারতচন্দ্র পড়্।
কোথায় গেল দাতাকর্ণ, সত্যপীরের গান !
খনার বচন শুন্তে এখন কেউ পাতে না কান !
তুলোট কাগজ, খাগের কলম, উঠেই গেল যদি—
একালেতে বিদ্যা-সাধ্যি হবেই হবে রদি।

হায়রে সেকাল ? এখন কি কেউ আইন-কান্নুন জানে ?
বুঝ্‌লে নাক মোনা সেদিন 'কার্য্যানঞ্চ' মানে।
জেলায় ছিল রাম মোক্তার, হাকিম স্বরূপ চাষী ;—
তেমনিটি কি আর হবে গো ? এখন সবই ফাঁকি।
ফোড়া কাট্‌ত বাঞ্ছা নাপিত, এবং দেখ্‌ত নাড়ি:
কেউ কখন পড়েনিক ডাক্তারি ফাক্তারি।
নাড়ী টিপে বলে দিত কে মর্ব্বে কবে ;
এখন সবই উলট পালট, তেমনটি কি হবে !

হায়রে সেকাল ! কবি ঝুমুর গেল উড়ে পুড়ে !
ঢোল কাঁশির পাইনে দেখা, মরি অতি লাজে—
এখন কি না ঘরের ভিতর হার্মোনিয়াম বাজে !
কোত্থেকে আজগুবি রকম এলো থিয়েটার ;
দেশের দফা কল্লে রফা কল্কি অবতার !

—বিজয়চন্দ্র মজুমদার

তিনকড়ি নাম্মা

(আমি) যাহা কিছু বলি—সবি বক্তৃতা ;
যাহা কিছু লিখি,—মহাকাব্য ;
(আর) সূক্ষ্ম-তত্ত্ব-অনুপ্রাণিত—
দর্শন—যাহা ভাব্‌ব ।
(দেখ) আমি যেটা বলি মন্দ,
সেটা অতি বদ্‌, নাহি সন্দ,
(আর) আমি যা'র সনে বলিনে বাক্যি,
সে নয় কারো আলাপ্য ।
(দেখ) আমি যেটা বলি সোজা,
সেটা জলবৎ যায় বোঝা,
(আর) আমি যেটা বলি 'উঁহু না' তার
মানে করা কি সম্ভাব্য ?
(আমি) যা খাই সেইটে খাদ্য ;
আর যা বাজাই সেটা বাদ্য ;
(আর) আমি যদি বলি 'এইটে উহ্য'
সেইখানেই সেটা যাপ্য ।
(আমি) চেঁচিয়ে যা বলি, গান তাই,
তাতে পূরো অথরিটি বান্দাই ,
(আর) ক'ত্তে হয় না ওজন সেটাকে,
নিজ হাতে যেটা মাপ্‌ব,

(এই)　মাথাটা কি প্রকাণ্ড,
　　　অসীম জ্ঞানের ভাণ্ড।
(দেখ)　আমি যারে যাহা খুসী হ'য়ে দেই,
　　　তাই তার নিট্ প্রাপ্য।
(আমি)　করি যার হিত ইচ্ছে,
　　　তা'রে পৃথিবীশুদ্ধ দিচ্ছে,
(দেখ)　কখনো তা'র বংশ রবে না,
　　　ঘরে ব'সে যা'রে শাপ্‌ব।
(আমি)　যেটা ব'লে যাব মিথ্যে,
(তুমি)　যতই ফলাও বিদ্যে,
(দেখ)　কক্ষনো সেটা সত্যি হবে না ;
　　　তর্কই হবে লভ্য।
(এই)　দু'খানি রাতুল শ্রীচরণ
　　　দিয়ে, যেখানে করিব বিচরণ,
(দেখ)　সেটা যদি তুমি তোমার বলিবে
　　　ভূত হ'য়ে ঘাড়ে চাপ্‌ব।
(দেখ)　আমি তিনকড়ি শর্ম্মা,
(এই)　ধরাধামে ক্ষণ-জন্মা,
(দেখ)　তখনি সে নদী হবে ভাগীরথী ;
　　　আমি যা'র জলে নাব্‌ব।　—রজনীকান্ত সেন

নন্দলাল

নন্দলাল ত একদা একটা করিল ভীষণ-পণ—
স্বদেশের তরে, যা' ক'রেই হোক্, রাখিবেই সে জীবন।
সকলে বলিল "আ-হা-হা কর কি, কর কি, নন্দলাল ?"
নন্দ বলিল, "বসিয়া বসিয়া রহিব কি চিরকাল ?
আমি না করিলে, কে করিবে আর উদ্ধার এই দেশ ?
তখন সকলে বলিল—বাহবা বাহবা বাহবা বেশ !

নন্দর ভাই কলেরায় মরে, দেখিবে তাহারে কেবা ?
সকলে বলিল, "যাওনা নন্দ, করনা ভা'য়ের সেবা"।
নন্দ বলিল, ভায়ের জন্য জীবনটা যদি দিই—
না হয় দিলাম—কিন্তু অভাগা দেশের হইবে কি ?
বাঁচাটা আমার অতি দরকার, ভেবে দেখি চারিদিক।"
তখন সকলে বলিল—হাঁ হাঁ হাঁ—তা বটে, তা বটে, ঠিক !

নন্দ একদা হঠাৎ একটা কাগজ করিল বাহির ;
গালি দিয়া সবে গদ্যে-পদ্যে বিদ্যা করিল জাহির ;
পড়িল ধন্য দেশের জন্য নন্দ খাটিয়া খুন ;
লেখে যত তার দ্বিগুণ ঘুমায়, খায় তার দশগুণ !—
খাইতে ধরিল লুচি ও ছোকা ও সন্দেশ থাল থাল ;
তখন সকলে বলিল—বাহবা বাহবা নন্দলাল !

নন্দ একদা কাগজেতে এক সাহেবকে দেয় গালি ;
সাহেব আসিয়া গলাটি তাহার টিপিয়া ধরিল খালি।
নন্দ বলিল, "আ-হা-হা ! কর কি, কর কি, ছাড় না ছাই !
কি হবে দেশের, গলা-টিপুনিতে আমি যদি মারা যাই !
বল ক' বিঘৎ নাকে দিব খত, যা বল করিব তাহা !"
তখন সকলে বলিল—বাহবা বাহবা বাহবা বাহা ?

নন্দ বাড়ীর হ'ত না বাহির, কোথা কি ঘটে কি জানি !
চড়িত না গাড়ী, কি জানি কখন উল্‌টায় গাড়ী-খানি ;
নৌকা ফি-সন ডুবিছে ভীষণ, রেলে 'কলিশন' হয় ;
হাঁটিতে সর্প কুক্কুর আর গাড়ী-চাপা পড়া ভয় !
তাই শুয়ে শুয়ে, কষ্টে বাঁচিয়ে রহিল নন্দলাল।
সকলে বলিল—ভ্যালারে নন্দ, বেঁচে থাক্ চিরকাল !

—দ্বিজেন্দ্রলাল রায়

ডেপুটী

আমরা, 'Dey' কি 'Ray' কি ' Sanyal.'
আমরা, Criminal Bench-এ 'Daniel'
আমরা, আসামী-শশক তেড়ে ধরি, তখন
Blood-hound কি Spaniel.
আমরা, দেখ্‌তে ছোকরা বটে,
কিন্তু কাজে ভারি চট্‌পটে
যাঁর, এজলাসে বসি, মেজাজ রুক্ষ
চট্‌ ক'রে উঠি চ'টে !
আমাদের বয়সটা খুব বেশী নয়,
আর এই, পোষাকটাও এদেশী নয়,
আর ঐ, 'হামবড়া' ভাব মোদের অস্থি—
রক্ত মাংস-পেশী-ময় ।
তু'শ তিন ধারা কি প্রশস্ত !
দেখে, ফরিয়াদীগুলো ত্রস্ত ;
প্রায়, Civil nature ব'লে, দিয়ে দিই
মধুময় গলহস্ত ।
বড়, কায়দা হ'য়েছে "Summary"
ওহো ! কি কল ক'রেচে ; আ-মরি !
To record a deposition at length,
What an awful drudgery.

ঐ, ফেলে Summary-র ফেরে,
আমরা, যার দফা দেই সেরে,
সে যে চিরতরে কেঁদে চ'লে যায়,
আর কভু নাহি ফেরে।
আমরা ধমকাই যত সাক্ষী,
বলি, নানাবিধ কটু বাক্যি,
আর, যেটা এজাহার খেলাপে যায় না
সেটার বড়ই ভাগ্যি।
এই কবলে আসামী পেলে,
বড় দেই না খালাস bail-এ,
আর, ঠিক জেনো, যেন-তেন প্রকারেণ,
দিবই সেটাকে জেলে।
আর যদি দেখি কিছু সন্দ,
ঐ, প্রমাণটা অতি মন্দ,
তবে, আপীল-বিহীন দণ্ডে ক'রে দি,
খালাসের পথ বন্ধ।
কারণ, খালাসটা বেশী হ'লে,
উঠেন, কর্ত্তাটি ভারি জ্বলে,
আর শাস্তি ভিন্ন promotion নাই
কানে কানে দেন বলে।

আর ঐ, মফঃস্বলে গেলে,
বেশ, বড় বড় ডালা মেলে,
আরে, প্রীতিদান সেটা, তবু লোকে কয়
ডেপুটীটা ঘুষ খেলে !
আর ঐ, কর্ত্তাটী ভালবেসে,
যদি কান ম'লে দেন ক'সে,
ঐ, কর-কমলের কোমলতা, করি
অনুভব্য হেসে।
এই নাসায় বিলিতি গুঁতো,
আর এই, পৃষ্ঠে বিলিতি জুতো—
একটু দৃষ্টি-কটুতা তুষ্ট হ'লেও,
তুষ্টিময় বস্তুতঃ।

রজনীকান্ত সেন

উকিল

দেখ, আমরা জজের Pleader,
যত Public Movement-এ leader,
আর, conscience to us is a marketable thing
(which) we sell to the highest bidder.
দেখ, annually swelling in number
আমরা, করেছি bar encumber,
আর, শামলা, চাপকানে, চেন, চশমা, দাড়িতে,
We look so grave and sombre !
আমরা বাদীকেও বলি "হ্যালো,
তোমার মামলা তো অতি ভালো !"
আবার প্রতিবাদী এলে বলি "জিতে দেবো,
কতটাকা দেবে, ফ্যালো।"
দু'টো খেয়েই কাছারী ছুটি,
আর যা' পাই খল্‌সে পুঁটী,
ঐ জল কাদা-ভেঙ্গে, যার যার মত ;
কাড়াকাড়ি ক'রে লুটি।

দেখ, বড়ই হাভা'তে 'হরি বোস',
পাঁচ টাকার কমে নাই পরিতোষ,

তাই, মক্কেল, বৃদ্ধ-অঙ্গুলি দেখায়ে,
উঠে এলো—ভারি করি রোষ ;
তখন, আমি শ্রী 'নিঃস্বার্থ চাচা',
"এস চাচা মিঞা" ব'লে ডাকি,
"আরে হু'টাকায় আমি ক'রে দেবো চাচা,
তোমার ভাবনাটা কি ?"

তখন, চাচাও দেখ্‌লে সস্তা
রেখে গেল কাগজের বস্তা
চাচা' চ'লে গেলে, টাকা বাজিয়ে দেখি,
ও বাবা এ হু'টো যে দস্তা !

ছুর্দ্দশার কি দিব ফর্দ্দ ?
দেখ, হ'য়েছি বেহায়ার হদ্দ,
কাজ যত, তার ত্রিগুণ উকিল,
মক্কেল তাহার অর্দ্ধ।

যাদের, বাঁধা ঘরে আছে মাইনে,
তাঁদের, বেশী ত' বল্‌তে চাইনে ;

তাঁদের খেদিয়ে নে যায়, "বাঁয়, বাঁয়,
টক্ টক্ চল ডাইনে।"

Bar room তো চিড়িয়াখানা।
হোথা হরবোলা পাখী নানা,
কিচির মিচির ক'রে মাথা খায়,
শোনে না কাহারো মানা!

কেউ কদাচিৎ দেখে নজির;
প্রায়, মারছে রাজা ও উজির,
আর, শ্যাম ভাবিতেছে কেমনে রামের
হানিটি করিবে রুজির!

আমরা একেবারে ডুবে গেছি!
Court-এ ধর্ম্মাবতারের তাড়া;
বাড়ীতে অভাবের বড় তাড়া
থত-মত খাই, মাথা চুল্‌কাই,
বুঝি মাঝখানে যাই মারা!

—রজনীকান্ত সেন

মজার মুলুক

এক যে আছে মজার দেশ—
সব রকমে ভালো,
রাত্তিরেতে বেজায় রোদ
দিনে চাঁদের আলো!
আকাশ সেথা সবুজ বরণ,
গাছের পাতা নীল,
ডাঙায় চরে রুই কাৎলা
জলের মাঝে চিল!
সেই দেশেতে বেড়াল পালায়
নেঙ্টি ইঁদুর দেখে,
ছেলেরা খায় ক্যাষ্টর অয়েল্
রসগোল্লা রেখে!
মণ্ডা মিঠাই তিতো সেথা
ওষুধ লাগে ভালো,
অন্ধকারটা সাদা দেখায়,
সাদা জিনিস কালো!
ছেলেরা সব খেলা ফেলে
বই নে বসে পড়ে,
মুখে লাগাম দিয়ে ঘোড়া
লোকের পিঠে চড়ে!

ঘুড়ির হাতে বাঁশের লাটাই
উড়্‌তে থাকে ছেলে,
বঁড়্‌শি দিয়ে মানুষ গাঁথে
মাছেরা ছিপ্‌ ফেলে !
জিলিপী সে তেড়ে এসে
কামড় দিতে চায়,
কচুরি আর রসগোল্লা
ছেলে ধরে খায় !
পায়ে ছাতি দিয়ে লোকে
হাতে হেঁটে চলে,
ডাঙ্গায় ভাসে নৌকা জাহাজ,
গাড়ী ছোটে জলে !
মজার দেশের মজার কথা
বলবো কত আর,
চোখ খুল্‌লে যায় না দেখা—
মুদ্‌লে পরিষ্কার !

—যোগীন্দ্রনাথ সরকার

চোর-ধরা

আরে ছি ছি! রাম রাম! ব'লো না হে ব'লো না—
চল্‌ছে যা জুয়াচুরি, নাহি তার তুলনা।
যেই আমি দেই ঘুম টিফিনের আগেতে,
ভয়ানক ক'মে যায় খাবারের ভাগেতে!
রোজ দেখি খেয়ে গেছে, জানিনেকো কারা সে—
কাল্‌কে যা হ'য়ে গেল ডাকাতির বাড়া সে—
পাঁচখানা কাট্‌লেট্‌, লুচি তিন গণ্ডা,
গোটা দুই জিবে গজা, গুটি দুই মণ্ডা,
আরো কত ছিল পাতে আলুভাজা ঘুঙ্‌নি—
ঘুম থেকে উঠে দেখি পাতখানা শূন্যি!
তাই আজ ক্ষেপে·গেছি—কত আর পার্‌ব?
এতদিন স'য়ে স'য়ে এইবারে মার্‌ব।
খাড়া আছি সারাদিন হুঁসিয়ার পাহারা,
দেখে নেব রোজ রোজ খেয়ে যায় কাহারা।
রামু হও, দামু হও, ওপাড়ার ঘোষ বোস্‌—
যেই হও এইবারে থেমে যাবে ফোঁস্‌ ফোঁস্‌।
খাট্‌বে না জারি জুরি আঁট্‌বে না মার্‌প্যাঁচ্‌,
যারে পাব ঘাড়ে ধ'রে কেটে দেব ঘ্যাঁচ্‌ ঘ্যাঁচ্‌।
এই দেখ ঢাল নিয়ে খাড়া আছি আড়ালে,
এইবারে টের পাবে মুণ্ডুটা বাড়ালে।
রোজ বলি 'সাবধান'! কানে তবু যায় না?
ঠেলাখানা বুঝ্‌বি ত এইবারে আয় না!

—সুকুমার রায়

গোঁফ চুরি

হেড্ অফিসের বড় বাবু লোকটি বড় শান্ত,
তার যে এমন মাথার ব্যামো কেউ কখন জান্ত ?
দিব্যি ছিলেন খোশ-মেজাজে চেয়ারখানি চেপে,
একলা ব'সে ঝিম্‌ঝিমিয়ে হঠাৎ গেলেন ক্ষেপে !
আঁৎকে উঠে হাত-পা ছুঁড়ে চোখটি ক'রে গোল,
হঠাৎ বলেন, "গেলুম গেলুম, আমায় ধ'রে তোল্ !"
তাই শুনে কেউ বদ্যি ডাকে, কেউবা হাঁকে পুলিশ,
কেউবা বলে, "কাম্‌ড়ে দেবে সাবধানেতে তুলিস্ !"
ব্যস্ত সবাই এদিক-ওদিক কর্‌ছে ঘোরাঘুরি,
বাবু হাঁকেন, "ওরে আমার গোঁফ গিয়েছে চুরি !"
গোঁফ হারান ! আজব কথা ! তাও কি হয় সত্যি ?
গোঁফ জোড়া তো তেমনি আছে, কমেনি এক রত্তি।
সবাই তাঁরে বুঝিয়ে বলে, সামনে ধ'রে আয়না ?
মোটেও গোঁফ হয় নি চুরি, কক্ষণো তা হয় না।
রেগে আগুন তেলে-বেগুন, তেড়ে বলেন তিনি,
"কারো কথার ধার ধারিনে, সব ব্যাটাকেই চিনি।
নোংরা ছাঁটা খ্যাংরা ঝাঁটা বিচ্ছিরি আর ময়লা,
এমন গোঁফ ত রাখ্‌ত জানি শ্যাম-বাবুদের গয়লা !
এ গোঁফ যদি আমার বলিস্ কর্‌ব তোদের জবাই"—
এই না ব'লে জরিমানা কল্লেন তিনি সবায় !

ভীষণ রেগে বিষম খেয়ে দিলেন লিখে খাতায়—
"কাউকে বেশী নাই দিতে নেই, সবাই চড়ে মাথায়।
আফিসের এই বাঁদরগুলো, মাথায় খালি গোবর,
গোঁফ জোড়া যে কোথায় গেল কেউ রাখে না খবর।
ইচ্ছে করে এই ব্যাটাদের গোঁফ ধ'রে খুব নাচি,
মুখ্যুগুলোর মুণ্ডু ধ'রে কোদাল দিয়ে চাঁচি।
গোঁফকে বলে তোমার আমার—গোঁফ কি কারো কেনা?
গোঁফের আমি গোঁফের তুমি, তাই দিয়ে যায় চেনা।"

—সুকুমার রায়

সৎপাত্র

শুন্‌তে পেলুম পোস্তা গিয়ে—
তোমার নাকি মেয়ের বিয়ে ?
গঙ্গারামকে পাত্র পেলে ?
জান্‌তে চাও সে কেমন ছেলে ?—
মন্দ নয়, সে পাত্র ভাল,
রঙ্‌ যদিও বেজায় কালো ;
তার উপরে মুখের গড়ন
অনেকটা ঠিক প্যাঁচার মতন।
বিদ্যে-বুদ্ধি ? বল্‌ছি মশাই—
ধন্যি ছেলের অধ্যবসায় !
উনিশটি বার ম্যাট্রিকে সে
ঘায়েল হ'য়ে থাম্‌ল শেষে।
বিষয়-আশয় ? গরীব বেজায়—
কষ্টে-সৃষ্টে দিন চ'লে যায়।
মানুষ ত নয় ভাইগুলো তার—
একটা পাগল একটা গোঁয়ার ;
আরেকটি সে তৈরী ছেলে,
জাল ক'রে নোট্‌ গেছেন জেলে।
কনিষ্ঠটি তব্‌লা বাজায়
যাত্রাদলে পাঁচ টাকা পায়।

গঙ্গারাম তো কেবল ভোগে
পিলের জ্বর আর পাণ্ডু রোগে।
কিন্তু তারা উচ্চ ঘর,
কংসরাজের বংশধর !
শ্যাম লাহিড়ী বনগ্রামের—
কি যেন হয় গঙ্গারামের।—
যাহোক্, এবার পাত্র পেলে,
এমন কি আর মন্দ ছেলে ?

—সুকুমার রায়

রামসুক তেওয়ারী

এসেছিল এই দেশে রামস্থক তেওয়ারী—
অধিবাসী হবে বুঝি 'বুন্দি ; কি 'রেওয়া'রি !
বুক ছিল কি দরাজ, কি গভীর পেটটি !
ভুট্টার ছাতু খেত, সের দুই লেট্টু ।
আধসের চানা খেত চিবাইয়া দন্তে.
মিছরির সরবৎ কুস্তির অন্তে ।
বাঙ্‌লায় কাটাইয়া গোটা দুই বর্ষা
রামস্থক তেওয়ারীর পরকাল ফর্সা !
প্রাতে আর সন্ধ্যায় চা ধরেছে নিত্য,
আজ বাড়ে অম্বল, কাল বাড়ে পিত্ত !
কবিরাজ লেগে আছে, লেগে আছে ডাক্তার,
ভুঁড়ি তার কমে গেছে,—বেড়ে গেছে নাক তার !
খায় দাদখানি চাল, ডুমুরের ছেঁচকি,—
তবু উঠে উদ্গার কভু উঠে হেঁচ্‌কি ।
বড়া বড়ি, ট্যাবলেট্, পর্পটি-চূর্ণ ;
অনুপান, অবলেহে ঘর তার পূর্ণ ।
ভাঁজিবার মুদ্গর—শৌর্য্যের উৎস
দূরে পড়ে ; খোঁজে আজ মদ্‌গুর মৎস্য ।
ভাবেনি সে হবে তার এত বড় 'চেঞ্জ্'ই,
পাঞ্জাবী হলো তার পুরাতন গেঞ্জিতে ।

অবশেষে অসুখের সংবাদ পাইয়া,
দেশ থেকে ধেয়ে এলো দেশোয়ালী ভাইয়া।
করে দিলে প্রথমেই চা খাওয়াটা বন্ধ—
বে-ভাষায় বল্লে সে কত কি যে মন্দ।
ভোরে ঘোরে খোলা মাঠে রামসুক সাথে সে
তুলসীর রামায়ণ পাঠ করে রাতে সে।
চা ছাড়িয়া রামসুক উঠলো যে মুটিয়ে,
অর্হরের ডাল খায়, জোয়ারের রুটি হে।
চা খেলেই তাড়া করে—করে নাকো কেয়ারই,
খাসা আছে, সুখে আছে রামসুক তেওয়ারী।

—কুমুদরঞ্জন মল্লিক

শরতের বাঙ্গলা

আজি কি তোমার বিধুর মূরতি
হেরিনু শারদ প্রভাতে !
হে মাতঃ বঙ্গ মলিন অঙ্গ
ভরি গেছে খানা ডোবাতে
পারে না বহিতে লোকে জ্বর ভার,
পেটে পেটে পিলে ধরে নাকো আর ;
দিবসে শেয়াল গাহিছে খেয়াল
বিজন পল্লী-সভাতে—
একপাশে তুমি দাঁড়ায়ে জননী
শরৎকালের প্রভাতে।

জননী তোমার ভিক্ষার খাতা
পাঠায়ে দিয়াছ ভুবনে।
রোগে-বন্যায় 'ভাঙে ভবানী',
তোমার ভবনে ভবনে !
অবসর আর নাহিক তোমার
দলে দলে ছুটে ভলাণ্টিয়ার,
লবণ ফুরায় আনিতে পান্ত,
পান্ত আনিতে লবণে !

জননী তোমার চির-চাঁদা খাতা
খুলিয়া রেখেছে ভুবনে।

গুলি কাদাপাঁক করেছ বেবাক
জলাশয় ঘোলা-বরণী।
পচাইয়া পাতা করিয়াছ স্যাঁতা
বন-জঙ্গলা ধরণী।
ঘরে-দ্বারে আর ঝোপে-ঝাড়ে বনে
বাঁশি বাজে যেন সকরুণ স্বনে,
উড়ে ঝাঁকে ঝাঁকে চোখে মুখে নাকে
মশক মশক-ঘরণী।
জলাশয়গুলা করিয়াছ ঘোলা
বনজঙ্গলা ধরণী।

খুলিছে আবার যমের দুয়ার
ভব-যন্ত্রণা জুড়ায়ে ;
কুটীরে কুটীরে নব নব ব্যাধি
নবীন জীবন উড়ায়ে।

দিকে দিকে মাতা উঠে ক্রন্দন
ঘরে ঘরে টুটে ভববন্ধন
যমদূতচয় মুঠা মুঠা লয়—
পড়ে পাওয়া প্রাণ কুড়ায়ে।
চলেছে শমন দুধারে তাহার
ভব-যন্ত্রণা জুড়ায়ে।

আয় আয় আয় যে আছ যেথায়—
কাঙ্গালী ও রোগী উঠিয়া,
ভিক্ষার খুদ বাঁটিছে জননী
বার্লি যেতেছে ফুটিয়া।
ওঘর হইতে আয় হামা দিয়ে,
ওবাড়ী হইতে আয় খোঁড়াইয়ে
কে কাঁদি ক্ষুধায় মায়েরে কাঁদায়
খুদ কুঁড়া খায় খুঁটিয়া ?
ভিক্ষা-অন্ন বাঁটিছে জননী,
আয় তোরা সবে জুটিয়া।

মাতার কণ্ঠে কণ্টকমালা,
ব্যথায় কাঁদিছে ডুকরি' ;
তালি-মারা মেঘে আকাশ-আঁচল
ছিন্ন যেন সে ধুকরি।
কেড়েছে কিরীট নিঠুর পীড়নে,
কত না ছলনা হরিতে হরিণে,
কঠিন শিকল-বিকল চরণে
জননী কাঁদিছে ফুকরি।
রোগে বন্ধনে তাপে ক্রন্দনে
নিখিল উঠিছে মুখরি'।

—যতীন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত

শীত

বিধু বলে—'আজকাল পাটনায় সে কি শীত—
শুনে তুই একেবারে হোয়ে যাবি স্তম্ভিত;
ভোর বেলা উঠে দেখি, বুক, কাঁধ, ঘাড় পিঠ—
বরফেতে জমে গিয়ে হয়ে গেছে ঠিক ইঁট।'

সিধু বলে—'ওতো ভারী,—আমাদের গ্রামটায়
ঠাণ্ডা যে কি রকম শুনে হবি চুপ ঠায়,
ঘুম ভেঙে ঘটি নিয়ে গিয়ে কাছে গাইটার
তুধ তুই যত দেখি এ আবার কী ব্যাপার,—
বিস্ময়ে সোজা হয়ে ওঠে গোঁফ, জুলফি।
বাঁট থেকে ক্রমাগত বার হ'ল কুলপি॥

—গিরিজাকুমার বসু

দুর্য্যোধনের উরুভঙ্গ

জষ্টিমাসের সাতটা বেলা, চড়্‌চড়ে রোদ খুব,
সাত বন্ধুর ফন্দী হ'ল পাঠশালে দিই ডুব।
চণ্ডে কুমোর, তার সদরের পাশেই শেঁকুল-বন,
তার ঝোপেতে কাটিয়ে সকাল বের হ'ল সাত জন।
বল্‌লে যতীন—"সবাই মিলে যাত্রা করি আয়,
দুর্য্যোধনের উরুভঙ্গ—তাক্ লেগে সব যায়!"
ঝোড়ো সাজ্‌বে দুর্য্যোধন আর যতীন হবে ভীম,
মনসা হবে কৃষ্ণ, নইলে কর্‌বে যে টিম্‌টিম্।
নকুল হবে মট্‌রা, আর চণ্ডে সহদেব,
অর্জ্জুন হবে বনমালী, মানিয়ে যাবে স্রেফ্।
বাঁশের ডগায় জড়িয়ে কাপড় হ'ল গদা দুই—
বাখারিতে হয় তলোয়ার ভেঙে মাচার পুঁই।
তালপাতারি মুকুট হ'ল, 'সাজ্ সাজ্ সাজ্' রব,—
নকুড়, মানি, রেমো, অতুল দেখ্‌তে আসে সব।
ঝোড়োদের এক মাঝদালানে যাত্রা লাগে ঘোর,
গোয়াল-ঘরে 'সাজ-ঘর' হ'ল, টিন্ বাজ্‌ছে জোর—
দুম্ দুমা দুম্, দুম্ দুমা দুম্,—কৃষ্ণ আসেন্ ওই,
বলেন জোরে—"ওই তো রে হ্রদ, দুর্য্যোধন সে কই?"
বেরিয়ে এসে দুর্য্যোধন সে করে নমস্কার;
কৃষ্ণ বলেন—"বৎস, এস, দেখা পাওয়া যে ভার!

পাঁচ পাণ্ডব খুঁজ্‌ছে তোমায়, ওই আসে এই দিক্,
করবে যা আজ সবাই মিলে ক'রেই ফেল ঠিক।"
ঢুকেই চেঁচান ভীম মহাশয়—"আরে আরে কে,
পাষণ্ড কুষ্মাণ্ড বটে দুর্য্যোধনটা যে!
কোথায় পামর লুকিয়েছিলি, কোথায় কুলাঙ্গার?
আয় চ'লে আয়, গদার ঘায়ে এস্পার ওস্পার।"
চোখ পাকিয়ে দুর্য্যোধন সে বল্‌ছে—"থাম্ থাম্,
ঢের বকেছিস্ মাম্‌দো গোভূত পোঁটাচুন্নী রাম!
এই গদাতে সাব্‌ড়ে দিছি তোর মত ঢের লোক,
ভাবিস্‌নিকো বাঁচ্‌বি এবার, উল্‌টে দেবো চোক্।"
গর্জ্জাল ভীম—"কি বল্‌লি! বড়ই অহঙ্কার!
জানিস্‌নিকো এই গদাতে হাজার হাজার
ঘাল করেছি কুরুক্ষেত্রে, আজ কে দেখাস্ দাঁত!
কর্‌ব গুঁড়ো, ফাঁসিয়ে ভুঁড়ি কর্‌ব কুপোকাৎ।"
"আরে-রে আরে-রে পামর"—গর্জ্জে দুর্য্যোধন,
"লাগ্ লাগ্ লাগ্, আয় তবে আয়, কর্‌ব আজি রণ।"
পাঁই পাঁই পাঁই ঘুরিয়ে গদা ভীম দিল এক লাফ,
বল্‌লে সবায়—"সাক্ষী থেকো, বাজাও তবে ঢাক।
আয় চ'লে আয়, রে দুর্য্যোধন দেখ্‌ব কেমন জোর,
দাঁত ভাঙে আজ কে কার, তোকে পাঠাই যমের দোর।"

জান্‌লার ওপর উঠে কেষ্ট ভীমকে বলেন —"দ্যাখ্‌,
ঠিক উরুতে মার্‌বি জোরে—এইটি মনে রাখ্‌।"

তার পরেতে ঘুর্‌ল গদা পোঁ পোঁ বন্‌ বন্‌,
ভীম যে লাফায়, দুর্য্যোধনও ঘুর্‌ছে পনর্‌ পন্‌।
"আয় চ'লে আয়, আয় চ'লে আয়," আবার বলে ভীম ;
দুর্য্যোধনও বলে, "আয় না, কর্‌বি ঘোড়ার ডিম্‌!"
বল্‌তে বল্‌তে গদায় গদায় লাগ্‌ল ঠকাস্‌ ঠক্‌,
ফোঁস্‌ করে কেউ, ঘোঁৎ করে কেউ, কেউ করে বক্‌ বক্‌।
দুই জনেরি রোখ্‌ চেপেছে, রক্ষে নাহি আর,
এ ওর কাঁধে বসায় গদা, বিষম আওয়াজ তার।
ধপাস্‌ ধপাস্‌ দুইজনাতে লাগ্‌ল যেন মোষ—
কোমর থেকে কাপড় খোলে, ভীম বলে—"রোস্‌ রোস্‌।"
দুর্য্যোধনের উরুর ওপর ধপাস্‌ ধপাস্‌ ধপ্‌
যতই জোরে লাগাচ্ছে ভীম, সেও মারে খপ্‌ খপ্‌।
দুর্য্যোধনের মর্‌তে তখন ইচ্ছে মোটেই নেই,
ভীমকে লাগায় ধপাস্‌ ধপাস্‌ জিত্‌বে যেন সে-ই।
দুর্য্যোধনকে কেষ্ট বলে—"যা প'ড়ে যা, মর্‌" ;
সে বলে—"তুই থাম্‌ থাম্‌ থাম্‌, ভীমকে দেখি সর্‌।"

এই না ব'লে লাগ্‌ল আবার তাথ�ৈ তাথৈ রণ,
গদার তখন কাপড় খুলে বাঁশ বেরোয় একদম।
সেই বাঁশেতে ভীমের ঘাড়ে মারে দুর্যোধন,—
একটি ঘায়ে হুম্‌ড়ে পড়ে ভীম যে বাছাধন!
"ও বাবা গো, ফেল্‌লে মেরে, ভেঙে দিয়েছে কাঁধ্‌",
গড়িয়ে ধূলোয় ভীম কাঁদ্‌ছেন—"জল দিয়ে কাঁধ্‌ বাঁধ।"
এই না দেখে দুর্যোধন তো ভয়েই দিল রড়,
রেমো চণ্ডে চেঁচিয়ে বলে—"ধর্‌ ঝোড়োকে ধর্‌!"
ঝোড়ো তখন পালিয়ে লুকোয় ঘোষাল-পুকুর-পাড়;
ভীম পালোয়ান যতীন কাঁদে, তার ভেঙেছে হাড়।
দুর্যোধনের ভাঙ্‌তে ঊরু ভীম যে কুপোকাৎ,
বেঁচে রইল দুর্যোধন আর ভীম খাবে ঝোল-ভাত!!

—শ্রীপ্যারীমোহন সেনগুপ্ত

সর্ব্বনাশ

“পট্‌লা কোথায়,—পট্‌লা কোথায়” কর্ত্তা বলেন হেঁকে,
রান্নাঘরের থেকে
গিন্নী বলেন,—“পট্‌লা ছোঁড়া হতচ্ছাড়া, পাজি,
তাইতে তারে আজি—
শাস্তি দিয়ে বন্ধ ক’রে রেখেছি ঐ কোণের ছোট ঘরে,
সকাল বেলা পড়ায় হেলা ক’রে
ছাদের ওপর ওড়াচ্ছিল ঘুড়ি,
দুষ্টু তাহার জুড়ি
নাইকো ত্রি-ভুবনে—
বারে বারে মানা করি,—বাঁদর কি তা শোনে!
তাইতে আমি রেগে
দৌড়ে গিয়ে বেগে
কোণের ঘরে বন্ধ ক’রে তারে
দিলাম কঠোর শাস্তি একেবারে।
কান্নাকাটী কর্‌ছে নাকো ছোঁড়া,—
দুরন্ত মুখ-পোড়া;
এখন কত সাধাসাধি কর্‌ছি গিয়ে আবার
নিয়ে ভাল খাবার,
কিছুতেই সে বার হবে না—ভিতর থেকে এঁটে দেছে খিল্‌,
বেজায় যে মুশ্‌কিল্‌!—

ইস্কুলেতে যাবে না সে,
খাবে না সে,—
কর্‌বে না সে স্নান,
ঘর থেকে সে বার হবে না—হায় রে ভগবান!
শাস্তি তারে দিতে গিয়ে শাস্তি পেলাম নিজে,
ব্যাপারখানা কি যে
বুঝে ওঠাই ভার!
পট্‌লা ছোঁড়া কি জেদী আর কি কাষ্ঠ-গোঁয়ার!”
শুনে কথা কর্ত্তা মশাই—চক্ষু দু’টী করেন ছানা-বড়া,
বলেন,—ওগো, যাও গো ছুটে ত্বরা—
সব যে হোলো মাটি
দৌড়ে গিয়ে ছোঁড়ার মাথায় লাগাও ক’সে চাঁটি;
যেমন ক’রেই পার—তারে বাইরে কর বার,
উপায় নাহি আর।
ছেলে বেলার বন্ধু ক’জন আস্‌বে আমার ঘরে,
অনেক দিনের পরে,—
তাইতে ভাল খাবার এনে বাগ-বাজারের থেকে
কোণের ঘরে রেখেছিলাম ঢেকে,—
বলা তোমায় হয়নি সময়-মত,
ব্যস্ত ছিলাম কত!

এতক্ষণে হয়তো ভেড়ের ভেড়ে
সাবাড় ক'রে সব ফেলেছে সেরে—
বত্রিশটা রসগোল্লা,—পাক্কা দু'সের টাট্‌কা মিহিদানা,
তাইতো এখন শক্ত বেজায় ঘরের থেকে বাইরে তাকে আনা!
এত টাকার খাবার
এতক্ষণে পেটুক-ছোঁড়া সব ক'রেছে সাবাড়।"

—শ্রীসুনির্ম্মল বসু

দুলাল পালের ছেলে ভুলাল

দুলাল পালের ছেলে ভুলাল সব কাজে তার ভুলটি,—
কাল্‌না যেতে টিকিট কিনে হাজির হলো কুল্‌টি।
মাসীর বাড়ী যেতে গয়ায় কাশীর পানে ছুট্‌ল,
মামার বাড়ী গিয়ে ভুলে চামার বাড়ী উঠলো।
বই বগলে এই তো সেদিন যাচ্ছিল সে ইস্‌কুল,
হারাধনের গোয়াল-ঘরে পৌঁছে গেল বিল্‌কুল।
মাঠের থেকে আন্‌তে গরু ভুলাল গেল দৌড়ে,—
গলায় দড়ি বেঁধে আনে শ্যাম-গয়লার বৌ'রে।
রাতের বেলায় চোর ভেবে সে আচ্ছা ক'রে পাক্‌ড়ে,
অন্ধকারে ছ্যায় ফাটিয়ে ঠাকুরদাদার টাক্‌ রে।
দুলাল বলে,—পুকুর থেকে মৎস্য ধরে আনতো ;
ভুলাল আনে মনের ভুলে কেউটে ধ'রে জ্যান্ত।
তামাক সেজে আন্‌তে ভুলে—সপ্তাহেতে চারদিন,
মনের ভুলে হুঁকোর খোলে আন্‌বে ঢেলে তার্পিণ।
কুটুম এলো,—দুলাল হেঁকে বল্লে তাদের সাম্‌নে,—
"ছাগল কিনে আন্‌তো ভুলাল, তিন্‌টি টাকা দাম নে।"
ভুলাল গেল বাজার-মুখো,—কুটুম ব'সে থাক্‌ রে—
সন্ধ্যা-বেলা আন্‌লে ভুলাল কুকুর ছানা পাক্‌ড়ে।
খাবার সময় ঘুমায় ভুলাল, ব্যস্ত সবাই তাইতে ;
ঘুমের বেলা মনের ভুলে ভুলাল চলে নাইতে।

গ্রীষ্মকালে লেপ-কম্বল জড়িয়ে রাখে গাত্রে ;
ঠাণ্ডা জলে সাঁতার কাটে শীতের দিনে রাত্রে।
মনের ভুলে ঘরের চালে ভুলাল লাগায় অগ্নি,
বেড়াল ভেবে বোন্‌কে ঠ্যাঙায়, চ্যাচায় ব'সে ভগ্নী।
ক্ষীরের সাথে নুন মেখে খায়, মাছের ঝোলে মিষ্টি,
পিঠের সাথে লঙ্কা মাখে,—নাই কিছুতেই দৃষ্টি।
সবাই বলে কঠিন ব্যামো, কেমন ক'রে সার্‌বে ?
বৈদ্য হাকিম হদ্দ হলো ; ওঝায় কত ঝাড়্‌বে !
সেদিন ভারি মজার ব্যাপার, দৈ ভেবে সে রাত্রে,—
চূণের ভাঁড়ে চুমুক দিল অন্ধকারে হাত্‌ড়ে।—
বাপ্‌রে সে কি রাম জ্বলুনী ? উঃ কি ভীষণ তেষ্টা,
কেরোসিনের তেল নিয়ে সে ফেল্লে গিলে শেষটা।
রাম-ছাগলের নাচ দেখেছো ? ম্যাড়ায় নাচে যেম্‌নি—
হাত পা তুলে তিড়িং তিড়িং নাচলো ভুলাল তেমনি !
সেদিন থেকে ধরলো ওষুধ, ব্যাপার হলো উল্টা,—
ভুলাল পালের রোগ সেরেছে, ভাঙ্‌ল মনের ভুল্‌টা।

—শ্রীসুনির্ম্মল বসু

সরে পড়

ক্রিং ক্রিং ক্রিং ক্রিং ! সব সরে যাওনা,
চড়িতেছি সাইকেল, দেখিতে কি পাওনা ?
ঘাড়ে যদি পড়ি বাপু, প্রাণ হবে অন্ত,
পথ-মাঝে রবে পড়ে ছিরকুটে দন্ত ।
বলিয়া গেছেন তাই মহাকবি মাইকেল
"যেও না, যেও না সেথা, যেথা চলে সাইকেল ।"
তাই আমি বলিতেছি তোমাদের পষ্ট—
মিছে কেন চাপা পড়ে পাবে খালি কষ্ট ?
ভাল যদি চাও বাপু, ধীরে যাও সরিয়া ।
কি লাভ হইবে বল, অকালেতে মরিয়া ?
সকলেই দিবে দোষ প্রতিদিন আমারে .
গালি দিবে চাষা, ডোম, মুচি, তেলি, কামারে ।
এত আমি বলিতেছি,—ওরে পাজি রাসকেল—
ঘাড়ে যদি পড়ি তবে হবে বুঝি আক্কেল ?
রঘুনাথ একদিন না সরার ফলেতে
পড়েছিল একেবারে সাইকেল-তলেতে ।
সতরই বৈশাখ—(রবিবার দিন সে)
চাপা পড়ে মরেছিল বুড়ো এক মিন্‌সে ।
তাই আমি বলিতেছি, পালানা রে এখনি,
বাঙ্গালী হয়েছ বাপু, পলায়ন শেখনি ? —শ্রীসুনির্ম্মল বসু

কানামাছি

চৌরঙ্গীর এক মোড়ের মাথায়
মস্ত একটা হোটেল বাড়ী,—
ফিটফিটে তিন ফটিকবাবু
এলেন চড়ে ফিটনগাড়ী।
চেয়ার টেবিল শূন্য সবই,—
দুপুর দুটো তখন মোটে।
খানসামারা অবাক হলো—
এ-সময়েও খদ্দের জোটে!
ভাব্‌লে—'হ্যাঁ তা হতেও পারে,—
এরা তো আর সাহেব নয়!'
ভাবনা তাদের বন্ধ হলো,—
ডাক পড়িল, 'কাম অন্ বয়'!
বয়-এর কিন্তু বয়স কত,
কে-ই বা তাহার হিসাব রাখে?
তিরিশ কিম্বা তেষট্টি হোক্—
'বয়' চিরকাল 'বয়'-ই থাকে।
বাবুদের সব হুকুম হলো—
'কোর্ম্মা পোলাও কোপ্তা চাই'।
এক একজনে ওড়ান ন' ডিস্—
এই দিতে এই পাতেই নাই!

তাড়ার দাপে হোটেল কাঁপে,—
'বয়' তটস্থ ভাঁড়ার ফাঁক।
এক বাবু কন; 'এবার ভায়া,
চায়ের অর্ডার দেওয়া যাক্।'
চা এলো, আর সঙ্গে এলো,
একুশ টাকার 'বিল'—
এঁদের তখন পেট ভরেছে,
মেজাজ খুশ আর দরাজ দিল।
এক বাবু তাঁর বুক পকেটে,
হাতটি দিতেই, ঝপাৎ করে
পার্শ্ববর্ত্তী বন্ধু তাঁহার
অমনি সেটা নিলেন ধরে।
করচ কিএ ? আরে সে কি ?
তুমিই দেবে ! তাও কি হয় ?
এই খাওয়ানটা আমার পালা,
আমিই দেবো, 'ইধার বয়'।
'এই ওয়েটার শোন্ কথা শোন্,
নিস্‌নে টাকা ওঁর কাছেতে—
এ ধারে আয় দিচ্ছি আমি !'
—'আমি দিচ্ছি—এই ধারেতে।

বয় বেচারা এধার থেকে
কেবল চলে অপর ধারে ;
সেখান থেকে আচকান ধ'রে
আরেক বাবু টানেন তারে।
মীমাংসা এর ক্রমেই যখন
কঠিন হতে কঠিন হয়—
একজনা কয়—'আচ্ছা রোসো,
ফল কি ক'রে কালক্ষয় ?
এই ওয়েটার, চোখটা তোমার
রুমাল বেঁধে দিচ্ছি কসে !
আর এই আমরা চেয়ার টেনে
উল্টো পাল্টা থাকবো বসে।
যাকেই তুমি প্রথম ছোঁবে
সেই দেবে এই বিলের টাকা—
কেউ আর কিছু কইবে নাকো,
এই কথা ঠিক রইলো পাকা !
যেমনি বলা অমনি করা
কাণামাছি ভোঁ ভোঁ !
'বয়'-এর চোখটি বেঁধে দিয়ে
বাবুরা দিলেন চোঁ চোঁ !

শূন্য ঘরে চরকি ঘোরে,—
শূন্য চেয়ার টেবিল ঠ্যাকে—
চোখের রুমাল খুলে 'ওয়েটার'
সর্ষে ফুলের ফসল দেখে।
কোথায় বাবু, কোথায় বাবু ;
বাবুর দলটি কোথায় আর ?
হোটেল ঘরে ওয়েটার কাঁদে,—
বাবুরা সব পগার পার।

—শ্রীরামেন্দু দত্ত

বিনি পয়সার ভোজ

অক্ষয়—(হাসিতে হাসিতে) আজ আচ্ছা জব্দ করেছি। বাবু রোজ আমাদের স্কন্ধে বিনামাশুলে বিনামূল্যে ইয়ার্কি দিয়ে বেড়ান, আর লম্বা-চওড়া কথা কন্! মশায়, আজ বছর খানেক ধরে রোজ বলে, আজ খাওয়াবো, কাল খাওয়াবো, —খাওয়াবার নাম নেই! যতখানি আশা দিয়েচে তার সিকি পরিমাণ যদি আহার দিত, তাহলে এতোদিনে তিন্‌টে রাজসূয় যজ্ঞ হ'য়ে যেতে পারতো। যা হোক্ আজ তো বহু কষ্টে একটা নিমন্ত্রণ আদায় করা গেচে। কিন্তু দুটি ঘণ্টা বসে আছি, এখনো তার দেখা নেই! ফাঁকি দিলে না তো? (নেপথ্যে চাহিয়া) ওরে! কি নাম তোর, ভূতো, না মেধো, না হরে? চন্দ্রকান্ত! আচ্ছা বাপু, তাই সই; তা ভালো চন্দ্রকান্ত, তোমার বাবু কখন আস্‌বে বল দেখি?

কী বল্লি? বাবু হোটেল থেকে খাবার কিনে আন্‌তে গেচেন? বলিস্ কি রে? আজ তবে তো রীতিমত খানা! ক্ষিদেটিও দিব্যি জমে এসেচে! মটনচপের হাড়গুলি একেবারে পালিশ ক'রে হাতির দাঁতের চুষিকাঠির মত চক্‌চকে ক'রে রেখে দেবো। একটা মুরগির কারি অবিশ্যি থাক্‌বে—কিন্তু কতোক্ষণই বা থাক্‌বে? আর দু রকমের দুটো পুডিং যদি দেয়, তা হ'লে চেঁচে-পুঁচে চীনের বাসনগুলোকে একেবারে কাঁচের আয়না বানিয়ে দেবো। যদি মনে ক'রে ডজন

ছুত্তিন অয়ষ্টার-প্যাটি আনে তা হ'লে ভোজনটি বেশ পরিপাটি রকমের হয়! আজ সকাল থেকে ডান্ চোখ নাচ্‌চে, বোধ হয় অয়ষ্টার প্যাটি আস্‌বে! ওহে চন্দ্রকান্ত! তোমার বাবু কখন গেচেন বলো দেখি?

অনেকক্ষণ গেচেন? তবে আর বিস্তর বিলম্ব নেই। কিন্তু সেই অবধি দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে ঘুরে ঘুরে পা ব্যথা হ'য়ে গেল—আর তো পারিনে—এই মাটিতেই বসা যাক্!

কোঁচা দিয়া ধূলা ঝাড়িয়া একটা খবরের কাগজ মাটিতে পাতিয়া উপবেশন ও গুন্‌গুন্ স্বরে গান)

যদি জোটে রোজ
এমনি বিনি পয়সার ভোজ!
ডিসের পর ডিস্
(শুধু) মটন্ কারি ফিশ্!
যদি জোটে রোজ—
(তবে) থাকি মনের সুখে হাস্যমুখে কে কার রাখে খোঁজ!

কিন্তু বাবুর আস্‌বার জন্যে তো কোনো রকম তাড়া দেখ্‌চিনে! সে বোধ হয় প্যাটিগুলি একটি একটি ক'রে শেষ করচে! এদিকে আমার পেট এমনি জ্বলে উঠেচে যে, মনে হচ্চে যেন এখনি কোঁচায় আগুন ধ'রে যাবে! তৃষ্ণাত পেয়েচে।

ঐ বুঝি আস্‌চে ! পায়ের শব্দ শুন্‌চি। আঃ বাঁচা গেল। ওহে উদয়, উদয় ! কই, না তো ! তুমি কে হে ?—

বাবু তোমাকে পাঠিয়ে দিলেন ? তার চেয়ে নিজে এলেই তো ভালো করতেন ! ক্ষিদেয় যে গেলুম !

হোটেলের বাবু ! কই তাঁর সঙ্গে তো আমার কোনো আত্মীয়তা নেই। কিছু খাবার পাঠিয়েচেন বল্‌তে পারো ? অয়ষ্টার প্যাটিস্‌ ?

পাঠান নি ? বিল্‌ পাঠিয়েচেন ? কৃতার্থ করেচেন আর কি ! যে বাবুটির নামে বিল্‌ তিনি এখানে উপস্থিত নেই !

আরে না রে না ! আমি না ! এও তো ভালো বিপদে পড়্‌লুম !—আরে মাইরি না ! কী গেরো ! তোমাকে ঠকিয়ে আমার লাভ কি বাপু ? আমি নিমন্ত্রণ খেতে এসে তিন ঘণ্টা এখানে ব'সে আছি—তুমি হোটেল থেকে আসচো, তবু তোমাকে দেখেও অনেকটা তৃপ্তি হচ্চে ! বোধ হয় তোমার ঐ চাদরখানা সিদ্ধ কর্‌লে ওর থেকে নিদেন—ভয় নেই, আমি তোমার চাদর নেবো না, কিন্তু বিলটিও চাইনে ! তুমি নীচে গিয়ে একটু বোসো, উদয় বাবু এখনি আস্‌বেন।

বিধাতা সকাল বেলায় এই জন্যেই কি আমার ডান চোখ নাচিয়েছিলে ? হোটেল থেকে ডিনার না এসে বিল্‌ এসে উপস্থিত ! হে বিধি, তোমারই বিচারে সমুদ্রমন্থনে একজন

পেলে সুধা, আর একজন পেলে বিষ; হোটেলমন্থনেও কি একজন পাবে মজা, আর একজন পাবে তার বিল্! বিল্‌টাও তো কমদিনের নয় দেখ্‌চি!

তুমি আবার কে হে! বাবু পাঠিয়ে দিলেন? বাবুর যথেষ্ট অনুগ্রহ! কিন্তু তিনি কি মনে করেচেন যে, তোমার মুখখানি দেখেই আমার ক্ষুধা হবে? তোমার বাবু তো বড় ভদ্রলোক দেখ্‌চি হে!

উদয় বাবু কাপড় কিন্‌বেন, আর অক্ষয় বাবু তার দাম দেবে! তোমারো তো বিবেচনা-শক্তি বেশ দেখ্‌চি!

সত্যি না কি? কিসে ঠাওরালে যে আমারই নাম উদয় বাবু? কপালে কি সাইনবোর্ড টাঙিয়ে রেখেচি নাকি? আমার অক্ষয় বাবু নামটা তোমার পছন্দ হলো না?

নাম বদ্‌লেচি? আচ্ছা বাপু শরীরটি তো বদলানো সহজ ব্যাপার নয়! উদয়বাবুর সঙ্গে কোন্‌খানটায় মেলে বল দেখি?

উদয়বাবুকে কখনো চাক্ষুষ দেখো নি?—আচ্ছা একটু সবুর করো, তোমার মনের আক্ষেপ মিটিয়ে দেবো। বিস্তর দেরী হবে না, তিনি এলেন ব'লে!

আরে মোলো! এ আবার কে আসে? মশায়ের কোত্থেকে আসা হলো? মশায়েরও এখানে নিমন্ত্রণ আছে বুঝি?

বাড়িভাড়া ? কোন্ বাড়ীর ভাড়া মশায় ? এই বাড়ীর ? ভাড়াটা কতো হিসেবে ?

মাসে সতেরো টাকা ? তা'হলে হিসেব করুন দেখি সাড়ে তিন ঘণ্টায় কতো ভাড়া হয় ?

ঠাট্টা করচিনে মশায়—মনের সে রকম প্রফুল্ল অবস্থা নয় ? এ বাড়িতে নিমন্ত্রিত হ'য়ে আমি সাড়ে তিন ঘণ্টাকাল আছি। সে জন্যেও যদি ভাড়া দিতে হয় ন্যায্য হিসেব ক'রে নিন্ !

আমাকে বাড়ি থেকে বেরিয়ে যেতে বল্‌চেন ? মাপ কর্‌বেন, ঐটি পারবো না ! সাড়ে তিন ঘণ্টা ধ'রে পেটের জ্বালায় মর্‌চি, ঠিক যেই খাবারটি আস্‌বার সময় হলো, অম্‌নি আপনি গাল দিচ্চেন বলেই যে বাড়ি ছেড়ে চ'লে যাবো, আমাকে তেমন গর্দ্দভ ঠাওরাবেন না !

উঃ, বকে বকে আমার গলা শুকিয়ে এলো, আর তো বাঁচিনে ! ক্ষিদেয় নাড়িগুলো বেবাক্ হজম হ'য়ে গেল ! ঐ যে পায়ের শব্দ ! ওহে উদয়, আমার অন্ধের নাড়ি, আমার সাগর-সেঁচা সাত-রাজার-ধন-মাণিক, একবার উদয় হও হে ? আর তো প্রাণ বাঁচে না !

আরে না মশায়—আপনাদের সম্ভাষণ কর্‌চি নে ! আপনারা হঠাৎ চঞ্চল হবেন না। আমি পেটের জ্বালায়

মনের খেদে আমার প্রাণের বন্ধুকে ডাক্‌চি। আপনারা বসুন।

আর বস্‌তে পারচেন না? অনেক দেরি হয়ে গেচে? সে কথা আর আমাকে বল্‌তে হবে না! দেরি হ'য়েচে সন্দেহ নেই! তা হ'লে আপনাদের আর পীড়াপীড়ি ক'রে ধ'রে রাখ্‌তে চাইনে। তবে আজকের মতো আপনারা আসুন! আপনাদের সঙ্গে মিষ্টালাপে এতোক্ষণ সময়টা বেশ সুখে কাট্‌ছিলো!

ও বাবা! এরা যে সবাই মিলে মারধোর কর্‌বার জোগাড় করে! খালি পেটে ক্ষিধের উপর মার্‌টা সয় না দেখ্‌চি! আচ্ছা বাপু, তোমরা সবাই বোসো! তোমাদের কার কতো পাওনা আছে বলো। ভাগ্যি মাইনের টাকাটা পকেটে ছিল, নইলে আজ নিতান্তই ধনঞ্জয়কে স্মরণ ক'রে, একপেট ক্ষিদে সুদ্ধ দৌড় মার্‌তে হতো! আপাততঃ প্রাণটা বাঁচাই, তারপর টাকাটা উদয়ের কাছে থেকে আদায় ক'রে নিলেই হবে!

তোমার পাঁচ টাকা বই পাওনা নয়, কিন্তু তুমি পঞ্চান্ন টাকার গাল পেড়ে নিয়েচো বাপু—এই নাও তোমার টাকা!

ওহে বাপু, তোমার হোটেলের বিল এই শুধে দিচ্ছি,

যদি কখনো অসময়ে তোমাদের শরণাগত হ'তে হয় তা' হলে স্মরণ রেখো!

তোমার তিনমাসের বাড়িভাড়া পাওনা? একমাসের টাকাটা আজ দিচ্চি, বাকি পরে নিয়ো।

চন্দ্র, তুমি আবার হাত বাড়াও কেন হে? তোমাদের কল্যাণে যে রকম সস্তায় আজ নেমন্তন্ন খেয়ে গেলুম বহুকাল আমার আর ক্ষিদে থাক্‌বে না! আরো কী চাও?

ও! বকশিষ্! সেটা চুকিয়ে দেওয়াই ভালো! যখন এতোই কর্‌লেম তখন সর্ব্বশেষে ঐ খুঁৎটুকু আর রাখবোনা। কিন্তু আমার কাছে আর একটি মাত্র টাকা বাকি আছে। তা'র মধ্যে বারো আনা আমি গাড়ী ভাড়ার জন্যে রেখে দিতে চাই। তোমার কাছে খুচরো যদি কিছু থাকে তা হ'লে ভাঙ্গিয়ে—

খুচরো নেই? (পকেট উল্টাইয়া শেষ টাকাটি দিয়া) তবে এই নাও বাপু, তোমাদের বাড়ি থেকে বেরোলুম একেবারে 'গজভুক্ত কপিত্থবৎ'।

—রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

ভাব ও অভাব

(কবিবর কুঞ্জবিহারীবাবু ও বশম্বদবাবু)

কুঞ্জ। কি অভিপ্রায়ে আগমন ?

বশ। আজ্ঞে, আর তো অন্ন জোটে না ; মশাই সেই যে কাজের—

কুঞ্জ। (ব্যস্ত-সমস্ত হইয়া) কাজ ? কাজ আবার কিসের ? আজ এই সুমধুর শরৎকালে কাজের কথা কে বলে ?

বশ। আজ্ঞে, ইচ্ছে ক'রে কেউ বলে না, পেটের জ্বালায়—

কুঞ্জ। পেটের জ্বালা ? ছি ছি ওটা অতি হীন কথা— ও-কথা আর বল্‌বেন না।

বশ। যে আজ্ঞে, আর বল্‌ব না। কিন্তু ওটা সর্ব্বদাই মনে পড়ে ?

কুঞ্জ। বলেন কী বশম্বদ বাবু, সর্ব্বদাই মনে পড়ে ? এমন প্রশান্ত নিস্তব্ধ সুন্দর সন্ধ্যাবেলাতেও মনে পড়চে ?

বশ। আজ্ঞে, পড়চে বই কি। এখন আরও বেশী মনে পড়চে। সেই সাড়ে-দশটা বেলায় দুটি ভাত মুখে গুঁজে উমেদারী কর্ত্তে বের হয়েছিলুম, তারপরে তো আর খাওয়া হয়নি।

কুঞ্জ। তা না-ই হোলো। খাওয়া না-ই হোলো।

(বশম্বদবাবুর নীরবে মাথা চুলকন)

কুঞ্জ। এই শরতের জ্যোৎস্নায় কি মনে হয় না যে, মানুষ যেন পশুর মত কতকগুলো আহার না ক'রেও বেঁচে থাক্‌তে পারে? যেন কেবল এই চাঁদের আলো, ফুলের মধু, বসন্তের বাতাস খেয়েই জীবন বেশ চলে যায়।

বশ। (সভয়ে মৃতুস্বরে) আজ্ঞে, জীবন বেশ চলে যায় সত্যি, কিন্তু জীবন রক্ষে হয় না—আরও কিছু খাবার আবশ্যক করে—

কুঞ্জ। (উষ্ণভাবে) তবে তাই খাওগে যাও! কেবল মুঠো মুঠো কতকগুলো ভাত ডাল আর চচ্চড়ি গেল গে যাও! এখানে তোমাদের অনধিকার প্রবেশ।

বশ। সেগুলো কোথায় পাওয়া যাবে মশায়! আমি এখনি যাচ্চি! (কুঞ্জবাবুকে অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হইতে দেখিয়া) কুঞ্জবাবু, আপনি ঠিক বলেছেন, আপনার এই বাগানের হাওয়া খেলেই পেট ভ'রে যায়। আর কিছু খেতে ইচ্ছা করে না।

কুঞ্জ। এ-কথা আপনার মুখে শুনে খুশি হলুম, এই হচ্ছে যথার্থ মানুষের মতো কথা। চলুন, বাহিরে চলুন; এমন বাগান থাক্‌তে ঘরে কেন?

বশ। চলুন। (আপন মনে মৃদুস্বরে) হিমের সময়টা—গায়েও একখানা কাপড় নেই—

কুঞ্জ। বাঃ—শরৎকালের কী মাধুরী।

বশ। তা ঠিক কথা। কিন্তু কিছু ঠাণ্ডা।

কুঞ্জ। (গায়ে শাল টানিয়া) কিছু ঠাণ্ডা নয়।

বশ। না ঠাণ্ডা নয়! (হি হি হি কম্পন)

কুঞ্জ। (আকাশে চাহিয়া) বা বা বা দেখে চক্ষু জুড়ায়। খণ্ড খণ্ড সাদা মেঘগুলি নীল-আকাশের সরোবরে রাজহংসের মতো ভেসে বেড়াচ্চে, আর মাঝখানে চাঁদ যেন—

বশ। (গুরুতর কাশি) খক্ খক্ খক্।

কুঞ্জ। মাঝখানে চাঁদ যেন—

বশ। খক্ খক্ খক্।

কুঞ্জ। (ঠেলা দিয়া) শুন্‌চেন বশম্বদবাবু—মাঝখানে চাঁদ যেন—

বশ। রসুন একটু—খক্ খক্ খন্ খন্ ঘড়্ ঘড়্।

কুঞ্জ (চটিয়া উঠিয়া) আপনি অত্যন্ত বদ্ লোক। এরকম ক'রে যদি কাশতে হয় তো, আপনি ঘরের কোণে গিয়ে কম্বল মুড়ি দিয়ে পড়ে থাকুন। এমন বাগান—

বশ। (সভয়ে প্রাণপণে কাশি চাপিয়া) আজ্ঞে

আমার আর কিছু নেই। (স্বগত) অর্থাৎ কম্বলও নেই, কাঁথাও নেই।

কুঞ্জ। এই শোভা দেখে আমার একটি গান মনে পড়্চে। আমি গাই।

স্থ-উ-উন্দর উপবন বিকশিত তরু-উগণ

মনোহর বকু—

বশ। (উৎকট হাঁচি) হ্যাচ্ছোঃ।

কুঞ্জ। মনোহর বকু—

বশ। হ্যাঁচ্ছোঃ। হ্যাঁচ্ছোঃ—

কুঞ্জ। শুন্‌চেন ? মনোহর বকু—

বশ। হ্যাঁচ্ছোঃ হ্যাঁচ্ছোঃ।

কুঞ্জ। বেরোও আমার বাগান থেকে—

বশ। রস্থুন, হ্যাঁচ্ছোঃ।

কুঞ্জ। বেরোও এখান থেকে—

বশ। এখনি বেরোচ্চি—আমার আর একদণ্ডও এ-বাগানে থাক্‌তে ইচ্ছে নেই—আমি না বেরোলে আমার মহাপ্রাণী বেরোবেন। হ্যাঁচ্ছোঃ। শরৎকালের মাধুরী আমার নাক-চোক দিয়ে বেরোচ্চে। প্রাণটা শুদ্ধ হেঁচে ফেল্‌বার উপক্রম। হ্যাঁচ্ছোঃ হ্যাঁচ্ছোঃ—খক্ খক্। কিন্তু কুঞ্জবাবু সেই কাজটা—হ্যাঁচ্ছোঃ।

(কুঞ্জবাবুর নীরবে শাল মুড়ি দিয়া আকাশের চাঁদের দিকে চাহিয়া থাকন)

ভৃত্যের প্রবেশ

ভৃত্য। খাবার এসেচে।

কুঞ্জ। দেরী কল্লি কেন ? খাবার আনতে দুঘণ্টা লাগে বুঝি ?

(দ্রুত প্রস্থান)

—রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

ঠিকানা

ছাত্র। মশায়, শ্যাম বাকচীর বাড়ীটা কোন্‌দিকে বোল্‌তে পারেন ?

বৃদ্ধ। শ্যাম বাকচী ? সে কে হে বাপু—তার নাম তো শুনেচি বলে মনে হয় না—

ছাত্র। আজ্ঞে, তিনি যে বিখ্যাত লোক। মেটেবুরুজ হাঁস-পাতালের ভূতপূর্ব্ব ক্লিনিক্যাল ক্লার্ক—

বৃদ্ধ। তা বাপু তিনি বিখ্যাতই হোন, আর নাম-জাদাই হোন্ তাঁকে তো আমি চিনি না—তুমি অন্যত্র খোঁজ করো—(চলিয়া যাইতে উদ্যত)

ছাত্র। দেখুন, (বৃদ্ধ ফিরিলেন) তিনি হেতমপুর মিউনিসি-প্যালিটীর নির্ব্বাচিত বোর্ড সুপারভাইসর—ব্যারাক পুরের অবৈতনিক ম্যাজিষ্ট্রেট—

বৃদ্ধ। (বাধা দিয়া) তা তিনি হ'তে পারেন, সে বিষয়ে আমি বিন্দুমাত্রও সংশয় প্রকাশ করচি না—কিন্তু আমিতো তাঁকে চিনি না, তুমি শুধু-শুধুই তাঁর পরিচয় দিয়ে যাচ্ছো—

ছাত্র। আজ্ঞে এবছর তিনি C. S. P. C. A.' র Candidate হয়েছেন—

বৃদ্ধ। আমি সব মেনে নিচ্ছি বাপু,—তিনি ইউনিভার্সিটীর examiner কংগ্রেসের হবু-সভাপতি, কৌন্সিলের

মেম্বর, দেশসেবক, ইস্কুল মাষ্টার, ঘোড়দৌড়ের জকি,—বিশ্ববিখ্যাত লোক—কিন্তু আমার দুর্ভাগ্য, তাঁকে আমি চিনি না—তাঁর পবিত্র বাস-ভূমির কোন খবর আমি রাখি না।

ছাত্র। আজ্ঞে তাঁর বাবা ভাগলপুরের সদর পেস্কার ছিলেন—

বৃদ্ধ। (বাধা দিয়া) হ্যাঁ, ঠাকুর্দ্দা পুলিশের জমাদার ছিলেন, খুড়ো পেটেণ্ট ওষুধ প্রস্তুত-কারক ছিলেন—ভাই নোটমেকার ছিলেন—কেমন হোলো তো? কিন্তু এ সহরের কোন্ অংশে তিনি অবস্থান কোর্‌চেন সেটা আমার জানা নেই—(বলিয়া একপদ অগ্রসর হইতে না হইতেই)

ছাত্র। না না মশায়, আপনি জানেন বৈ কি। তাঁর বাপ খুড়ো পিতেমর নাম-ধাম-পেশা দিব্যি বলে গেলেন, আর তাঁরটাই জানেন না—এও কি একটা কথা?

বৃদ্ধ। আরে মোলো—কি জ্বালা! আমি বোল্‌চি জানি না, আর তুমি বোল্‌বে আমি জানিই জানি?

ছাত্র। দেখুন, মহৎ প্রবৃত্তি লোকের সব সময় মনে জাগে না, জাগবার সুযোগও জোটে না! যদি চ পরোপকারের এমন সুযোগ পেয়েচেন—এটা হাত-ছাড়া করা উচিত নয়।

বৃদ্ধ। (রাগতভাবে) বলি তুমি কি এখন এই দুপুর রোদে রাস্তার মোড়ে আমায় তত্ত্বকথা শোনাতে সুরু কোরলে নাকি ?—আচ্ছা ত্যাঁদড় ছোক্‌রা তো—

ছাত্র। না, দেখুন, বোল্‌ছিলাম কি এই পরোপকারের কথা—

বৃদ্ধ। (ধমক দিয়া) হ্যাঁ তাতো বুঝলাম। কিন্তু পরোপকারের কোন্ সুযোগটাই বা আমি পেলুম, আর কোন্‌টাই বা অবহেলা কোরলুম—

ছাত্র। (অত্যন্ত বিনয়ের সহিত) এইত দেখুন না, শ্যামবাবুর বাড়ীর খোঁজটা আপনি জানেন, সেটা বোল্‌লে আমার মস্ত উপকার হয়—অথচ এই উপকার কর্‌বার সুযোগ আপনি হারাচ্ছেন—

বৃদ্ধ। (হতাশভাবে) কি মুস্কিল ! বলি বাপু হে, তুমি কি সোজা কথা বোঝনা নাকি ? এতো করে যে বল্‌চি শ্যাম বাকচীকে আমি কেন, আমার সাতপুরুষেও কেউ চেনে না—তার বাড়ীর খবর চোদ্দ পুরুষেও কেউ রাখে না, সেটা কি তোমার কানে যাচ্ছে না ? (হাত জোড় করিয়া) যাও বাপু আর দিক্ ক'রো না —অন্য জায়গায় খোঁজ করো—(বলিয়া বৃদ্ধ চলিতে লাগিলেন—তাঁহার পশ্চাৎ প্রথম ছাত্র বলিতে বলিতে চলিল—)

ছাত্র। দেখুন, আপনি একটু দয়া কোরলে বড় বাধিত—
কৃতার্থ—উপকৃত—আপনি—

[উভয়ের প্রস্থান]

রাস্তার অপরাংশ

দ্বিতীয় ছাত্র ইতস্ততঃ পায়চারি করিতেছে।

বৃদ্ধের পুনঃ প্রবেশ।

২য় ছাত্র। নমস্কার মশায়।

বৃদ্ধ। হুঁ, (বলিয়া তর্জ্জনী তুলিলেন—তারপর নিরীক্ষণ করিয়া বলিলেন) কেহে বাপু, তোমাকে তো কখনও দেখিচি বলে মনে পড়ে না—

২য় ছাত্র। আজ্ঞে না, সে সুযোগ পূর্ব্বে কখনও ঘটে নি—আজও ঘট্‌তো কি না জানি না—তবে বড় বিপদে পড়েই মশায়ের শরণ নিয়েচি—

বৃদ্ধ। উপযুক্ত লোকেরই শরণ নিয়েচ বাপু,—তা তোমার বিপদটা কি শুন্‌তে পাই ?

২য় ছাত্র। আপনার সাহায্য পেলেই এ যাত্রা বিপদে কূল পাই—

বৃদ্ধ। বাপুহে, আমাকেই যে কি বলে বিপদের কাণ্ডারী ঠাওরালে তাতো বুঝে উঠ্‌তে পারচি না—কিন্তু বিপদটা কি তোমার ?

২য় ছাত্র। দেখুন, সেই সকাল থেকে খুঁজ্‌চি তবু—

বৃদ্ধ। (শশব্যস্তে) কেন কেন, ছেলে হারিয়েচে নাকি? তা'হলে যাও চট্ করে থানায় একটা ডায়েরী করে এসো।

২য় ছাত্র। আজ্ঞে না, আপনি ভুল কর্‌চেন, সকাল থেকে ঘুরে ঘুরে ক্ষুধায় তৃষ্ণায়—

বৃদ্ধ। আমি তার কি কোরতে পারি বাপু? আপাততঃ ক্ষুধা-তৃষ্ণা দূর কর্‌বার সংস্থান নেই আমার—

২য় ছাত্র। দেখুন, আমার কথাটা শেষ অবধি শুনে নিন—সকাল থেকে আমার এক আত্মীয়ের বাড়ী খুঁজে ঘুরে ঘুরে হায়রাণ হয়েছি—কিন্তু তাঁর ঠিকানা তো জানি না—তাই আপনি যদি বোল্‌তে পারেন—

বৃদ্ধ। বলি কথাটা হলো কি রকম? তোমার আত্মীয়ের বাড়ী খুঁজচো তার ঠিকানা বলে দেব আমি।

২য় ছাত্র। আজ্ঞে তার নাম—শ্যাম বাকচী—

বৃদ্ধ। থাক্ বুঝেচি, আর বোল্‌তে হবে না—শ্যাম বাকচী খুব বিখ্যাত লোক, ইনস্যুরেন্সের দালাল, ভেটারিনারি সার্জ্জেন,—কেমন?

২য় ছাত্র। (সোৎসাহে মাথা নাড়িয়া) আজ্ঞে, হ্যাঁ ঠিক—ঠিক ধরেচেন—তাঁর বাড়ীই খুঁজ্‌চি—

বৃদ্ধ। (বিষম চটিয়া) তাঁর বাড়ী চাওতো সোজা জাহান্নামের পথে চলে যাও! যদি সেখানে তাঁর সন্ধান পাও (বলিয়া সশব্দে পা ফেলিয়া চলিয়া গেলেন—হাসিতে হাসিতে দ্বিতীয় ছাত্রের প্রস্থান)।

এদিক-ওদিক চাহিতে চাহিতে তৃতীয় ছাত্রের প্রবেশ। হঠাৎ দূরে বৃদ্ধের দৃষ্টি পড়ায়—আপন মনে বলিতে লাগিল—

৩য় ছাত্র। ভদ্রলোক দেখ্‌চি বেজায় ক্ষেপে গেছেন—দুজনে মিলে ওঁকে ভয়ানক চটিয়ে দিয়েছে মনে হচ্ছে। দেখা যাক্ আমার কপালে কি আছে।

বৃদ্ধের প্রবেশ

৩য় ছাত্র। শুন্‌চেন মশায় (বৃদ্ধ ফিরিলেন)—এই রাস্তা-টাকেই কি লালদীঘি বলে?

বৃদ্ধ। (খাপ্পা হইয়া) রাস্তার নাম লালদীঘি কেমন? দেখ্‌চ নামের সঙ্গে দীঘি রয়েচে—রাস্তার নাম কি দীঘি হয়?

৩য় ছাত্র। আজ্ঞে তা নয়—ওটা একটা পুকুরের নাম জানি। তবে কাছেই একটা যে পুকুর রয়েচে ওরই নাম কি—?

বৃদ্ধ। না বাপু, ওটাকে ছোটবেলা থেকে গোলদীঘি বলেই জানি—তবে তুমি যদি সম্প্রতি দু-চারশ মণ রং ঢেলে ওকে লাল করে দিয়ে থাক—তবে অবিশ্যি একে

লালদীঘি বল্‌তে আমার কোন আপত্তি নেই—কিন্তু আমি যতদূর জানি তাতে ওটা এখনো গোলদীঘিই আছে।

৩য় ছাত্র। (ভয়ানক ন্যাকামীর সুরে) আচ্ছা দেখুন, আমি—আমি এইটেই বুঝে উঠ্‌তে পারছি না যে, ওটা যদি লালদীঘিই না হোল তবে গোলদীঘিই বা হয় কি করে ? পষ্ট দেখলুম চারটে পাড় রয়েছে—

বৃদ্ধ। তুমি কি এ সমস্যা সমাধানের আর লোক পেলে না যে, আমায় নিয়ে পড়েচ ?

৩য় ছাত্র। আজ্ঞে না, সেজন্য নয়—আপনি প্রবীণ, বহুদর্শী, অনেক দেখেচেন শুনেচেন, কিছু জান্‌তে হলে আপনাদের কাছেই তো আমরা জান্‌বো। আর এ কথাটা তো দেখচেন হামেশাই মনে ওঠে, যে চার পাড়ওলা পুকুরের নাম গোলদীঘি হলো কেন ?

বৃদ্ধ। (খুশী হইয়া) যত গোল—সেত ঐখানেই। গোলদীঘি যদি গোলই হতো তবে তো কোন ল্যাঠাই ছিল না—কিন্তু লোকের মর্জ্জি—শাস্ত্রেই আছে 'ভিন্নরুচির্হি লোকাঃ' অর্থাৎ কিনা সব লোকেরই ভিন্নরুচি—অর্থাৎ মতামত—তাদের খুশী, তারা এই পুকুরকে বোলবে গোলদীঘি। যাও লালদীঘি, দেখ্‌বে দিব্যি কালো টল্‌টলে জল—তবু নাম তার লালদীঘি।

৩য় ছাত্র। হুঁ তাহলে এটা গোলদীঘিই? লালদীঘি নয়, কি বলেন?

বৃদ্ধ। হ্যাঁ, বাপু হ্যাঁ। সে কথা কি আমার মুখ থেকে সহস্র বার না শুন্‌লে তোমার তৃপ্তি হবে না? উঃ আজ কার মুখ দেখেই যে উঠেছিলাম—তাই এদের পাল্লায় পড়েচি।

৩য় ছাত্র। (হাত কচ্‌লাইতে কচ্‌লাইতে বিনাইয়া বিনাইয়া বলিতে লাগিল) কিন্তু আমায় যে একজন বোল্‌লেন এইটাই লালদীঘি—

বৃদ্ধ। (রুক্ষস্বরে) বলে থাকেন, যাও তাঁকে খুঁজে বেড়াও গে—আমায় জ্বালাও কেন? যত্তো সব—(বকর-বকর করিতে করিতে প্রস্থানোদ্যত, এমন সময় চতুর্থ ছাত্র)—মশায় আমড়াতলাটা কোন দিকে, বোল্‌তে পারেন?

বৃদ্ধ। (সন্দিগ্ধভাবে) আমড়াতলা—লালদীঘি নয় তো?

৪র্থ ছাত্র। আজ্ঞে হ্যাঁ লালদীঘির মোড়েই তো—

বৃদ্ধ। শ্যাম বাকচীর বাড়ী?

৪র্থ ছাত্র। আজ্ঞে হ্যাঁ—আপনি সব জানেন দেখ্‌চি—

বৃদ্ধ। (সক্রোধে শান্তভাবে) হাঁ বাপু, তোমাদের কল্যাণে অনেক কিছু জেনেচি যা আমার সাতপুরুষেও কোনদিন জানতো না—কিন্তু আর নয়। বুড়ো হলেও আমার একটা ধৈর্য্যের সীমা আছে, তা বোধ হয় তোমাদের

জানা নেই—(বলিয়া মারিতে অগ্রসর হইলেন—চতুর্থ ছাত্র বেগতিক দেখিয়া পলায়ন করিল। ব্যস্ততার সহিত পঞ্চম ছাত্রের প্রবেশ—তাহাকে কিছু বলিবার অবসর না দিয়াই বৃদ্ধ হুঙ্কার দিয়া উঠিলেন)—
এই যে আর একজন ! কি চাই তোমার ?

৫ম ছাত্র। (ভাব-গতিক দেখিয়া থত-মত খাইয়া) আজ্ঞে শ্যাম বাকচী—

বৃদ্ধ। (চীৎকার করিয়া) চুপ করো—চুপ করো বল্‌চি—নচ্ছার ছোকরা কোথাকার—সহরে যেন আজ শ্যাম বাকচীর এপিডেমিক লেগেচে—আমায় পাগল করে দিলে—

৫ম ছাত্র। আজ্ঞে, তাঁর বাড়ীটা কোথায় বোল্‌তে পারেন ?

বৃদ্ধ। বেরোও বেরোও, আমার সাম্‌নে থেকে—যত সব হতভাগা লক্ষীছাড়া অকম্মা ছেলের দল, জ্বালিয়ে খেলে আমায়—

৫ম ছাত্র। (সভয়ে) যদি দয়া করে—

বৃদ্ধ। (অধৈর্য্য) হ্যাঁ কর্‌চি দাঁড়াও—এমন দয়া কোরবো যে—(বলিয়া লাঠি উঠাইয়া তাড়া করিলেন—৫ম ছাত্র দৌড়িয়া পলাইল)—

[যবনিকা]

স্মরণে

বিদ্যাসাগর

বীরসিংহের সিংহশিশু ! বিদ্যাসাগর ! বীর !
উদ্বেলিত দয়ার সাগর,—বীর্য্যে সুগম্ভীর !
সাগরে যে অগ্নি থাকে কল্পনা সে নয়,
তোমায় দেখে অবিশ্বাসীর হয়েছে প্রত্যয় ।
নিঃস্ব হয়ে বিশ্বে এলে, দয়ার অবতার !
কোথাও তবু নোয়াওনি শির জীবনে একবার !
দয়ায় স্নেহে ক্ষুদ্র দেহে বিশাল পারাবার,
সৌম্য-মূর্ত্তি তেজের স্ফূর্ত্তি চিত্ত চমৎকার !
নাম্‌লে একা মাথায় নিয়ে মায়ের আশীর্ব্বাদ,
করলে পূরণ অনাথ-আতুর অকিঞ্চনের সাধ ;
অভাজনে অন্ন দিয়ে—বিদ্যা দিয়ে আর—
অদৃষ্টেরে ব্যর্থ তুমি করলে বারম্বার ।
এত দিনেও তোমার অভাব পূরল নাকো, হায়,
দীর্ঘ কালের পুরাণো শোক আজো নূতন প্রায় ;
তাইত আজি অশ্রুধারা ঝরে নিরন্তর !
কীর্ত্তিঘন মূর্ত্তি তোমার জাগে প্রাণের 'পর ।
স্মরণ-চিহ্ন রাখ্‌তে পারি শক্তি তেমন নাই,
প্রাণ-প্রতিষ্ঠা নাই যাতে সে মূরৎ নাহি চাই ;
মানুষ খুঁজি তোমার মত—একটি তেমন লোক,—
স্মরণ-চিহ্ন মূর্ত্ত !—যেজন ভুলিয়ে দেবে শোক ।

রিক্ত-হাতে করবে যে জন যজ্ঞ বিশ্বজিৎ,—
রাত্রে স্বপন, চিন্তা দিনে, দেশের দশের হিত,—
বিঘ্ন বাধা তুচ্ছ করে লক্ষ্য রেখে স্থির
তোমার মতন ধন্য হবে,—চাই সে এমন বীর।
তেমন মানুষ না পাই যদি খুঁজব তবে, হায়,
ধূলায় ধূসর বাঁকা চটি, যা ছিল ওই পায় ;
সেই যে চটি, উচ্চে যাহা উঠ্‌ত এক-একবার
শিক্ষা দিতে অহঙ্কতে, শিষ্টে ব্যবহার।
সেই যে চটি, দেশী চটি—বুটের বাড়া ধন,
খুঁজব তারে, আনব তারে, এই আমাদের পণ ;
সোনার পিঁড়েয় রাখব তারে, থাকব প্রতীক্ষায়
আনন্দহীন বঙ্গভূমির বিপুল নন্দি গাঁয়।
রাখ্‌ব তারে স্বদেশ-প্রীতির নূতন ভিতের 'পর,
নজর কারো লাগবে নাকো, অটুট হবে ঘর !
উঁচিয়ে মোরা রাখ্‌ব তারে উচ্চে সবাকার,—
বিদ্যাসাগর বিমুখ হ'ত—অমর্য্যাদায় যার।
শাস্ত্রে যারা শস্ত্র গড়ে হৃদয়-বিদারণ,
তর্ক যাদের অর্কফলার তুমুল আন্দোলন ;
বিচার যাদের যুক্তিবিহীন অক্ষরে নির্ভর,—
সাগরের এই চটি তারা দেখুক নিরন্তর।—

দেখুক এবং স্মরণ করুক সব্যসাচীর রণ,—
স্মরণ করুক বিধবাদের দুঃখ-মোচন পণ ;
স্মরণ করুক পাণ্ডারূপী গুণ্ডাদিগের হার,
"বাপ মা বিনে দেবতা সাগর মানেই নাকো আর !"
অদ্বিতীয় বিদ্যাসাগর ! মৃত্যু-বিজয় নাম,
ঐ নামে হায় লোভ করেছে অনেক ব্যর্থকাম ;
নামের সঙ্গে যুক্ত আছে জীবন-ব্যাপী কাজ,
কাজ দেবে না ? নামটি নেবে ?—একি বিষম লাজ !
বাঙ্‌লা দেশের দেশী মানুষ ! বিদ্যাসাগর ! বীর !
বীরসিংহের সিংহশিশু ! বীর্য্যে সুগম্ভীর !
সাগরে যে অগ্নি থাকে কল্পনা সে নয়,
চক্ষে দেখে অবিশ্বাসীর হয়েছে প্রত্যয় !

—সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত

বড়দিনে

তোমার শুভ জন্মদিনে প্রণাম তোমায় কর্‌ছে অখৃষ্টান,—
ভগবানের ভক্ত ছেলে! ঋষির ঋষি! খৃষ্ট মহাপ্রাণ!
সাত মনীষীর বন্দনীয়—ওগো রাখাল! ওগো দীনের দীন!
জগৎ সারা চিত্ত দিয়ে স্বীকার করে তোমার কাছে ঋণ।
হৃদয়-লতার তন্তু দিয়ে বিশ্ব সাথে বাঁধ্‌লে বিধাতারে,
পিতা ব'লে ডাক্‌লে তাঁরে আনন্দেরি সহজ অধিকারে।
চম্‌কে যেন উঠ্‌ল জগৎ নূতনতর তোমার সম্বোধনে;
শাস্ত্রপাঠী উঠ্‌ল রুষে, শয়তানেরা ফন্দী আঁটে মনে;
টিট্‌কারী ছায় সন্দেহীরা, ভাবে বুঝি দাবী তোমার ফাঁকা,
ক্রুসের পরে জীবন দিয়ে রক্তে আপন কর্‌লে দলীল পাকা।

* * * *

তাই তো তোমার জন্মদিনের নাম দিয়েছি আমরা বড়দিন,
স্মরণে যার হয় বড় প্রাণ, হয় মহীয়ান্ চিত্ত স্বার্থলীন;
আমরা তোমায় ভালবাসি, ভক্তি করি আমরা অখৃষ্টান,
তোমার সঙ্গে যোগ যে আছে এই এসিয়ার, আছে
নাড়ীর টান।
মস্ত দেশের ক্ষুদ্র মানুষ—আমরা, তোমায় দেখি অবাক হয়ে,
অশেষ প্রকার অধীনতার ক্রুসের কাঁটা সারাজীবন স'য়ে।

রাষ্ট্র মোদের কাঁটার মুকুট, সমাজ মোদের কাঁটার শয্যা
সে যে,
যতই ব্যথায় পাশ ফিরি হায় ততই বেঁধে, ততই উঠে
বেজে !
কাণ্ডারীহীন জীবন-যাত্রা, কুকাণ্ড তাই উঠ্‌ছে কেবল বেড়ে,
যোগ্যতম জবর্‌দস্তি ফেল্‌ছে চ'ষে জগৎটা-শিং নেড়ে !
নৃশংসতার হূণ অতি হূণ টেক্কা দিয়ে চল্‌ছে পরস্পরে,
শয়্‌তানী সে অট্টহাসে সত্য-বাণীর কণ্ঠ চেপে ধরে !
গির্জ্জা-ভাঙ্গা হাউইট্‌জারের গর্জ্জনে হায় ধর্ম্ম গেল তল,
মাৎ হ'য়ে যায় মনুষ্যত্ব, 'কিস্তি' হাঁকে ভব্য ঠগীর দল !
নিরীহ জন লাঞ্ছনা সয়, সে লাঞ্ছনা বাজে তোমার বুকে,
নিত্য নূতন ক্রুসের কাঠে তোমায় ওরা বিঁধ্‌ছে পেরেক
ঠুকে।

* * * *

তোমার 'পরে জুলুম ক'রে ক্ষুণ্ণ ক'রে মানুষ্যত্ব-ধারা
রোমের হুকুম-মহকুমা গুঁড়িয়ে গেল, ধূলায় হ'ল হারা।
আজ বিপরীত বুদ্ধি-বশে ভুল্‌ছে মানুষ, ভুল্‌ছে কালের বাণী,
তাসের পরে তাস সাজিয়ে ভাব্‌ছে হ'ল অটল বা রাজধানী।
মাড়িয়ে মানুষ—উড়িয়ে ধূলো অন্ধ বেগে কবন্ধ রথ চলে,
ওষ্ঠবাসী খৃষ্ট-ভক্তি ডুব্‌ছে নিতি নীট্‌শেবাদের তলে !

তাকায় জগৎ বাক্যহারা ইয়োরোপের মাটির ক্ষুধা দেখে,
ভব্যতা সে ভির্ম্মি গেছে ভেপসে-ওঠা টাকার গেঁজেয় থেকে,
উবে গেছে ভক্তি শ্রদ্ধা, শিষ্টতা আড়ষ্ট হ'য়ে আছে,
জড়বাদের স্কন্ধে চ'ড়ে ধিঙ্গি-পারা জিঙ্গো জুজু নাচে!
তিন ডাকিনী নৃত্য করে ইয়োরোপের শ্মশান-পারা বুকে—
লড়াই-লালস, বড়াই-লালস, কড়ির-লালস—নাচ্‌ছে বিষম
রুখে।
ওখানে আর ঠাঁই নাই প্রভু, এই এসিয়ায় দাঁড়াও স'রে
এসে—
বুদ্ধ-জনক-কবীর-নানক-নিমাই-নিতাই-শুক-সনকের
দেশে;
ভাব-সাধনার এই ভুবনে এস তোমার নূতন বাণী ল'য়ে,
বিরাজ করো ভারত-হিয়ার ভক্তমালে নূতন মণি হ'য়ে;
ব্যথা-ভরা চিত্ত মোদের, খানিক ব্যথা ভুল্‌বে তোমায় হেরি';
সত্য-সাধন-নিষ্ঠা শিখাও, বাজাও গভীর উদ্বোধনের
ভেরী;
ধৈর্য্যগূঢ় বীর্য্য তোমার জাগুক প্রাণের সব ভীরুতা দহি',
সহিষ্ণুতায় জিষ্ণু করো, মহামহিম আদিম সত্যাগ্রহী!
নিগ্রহে কি নির্য্যাতনে ফুরিয়ে যেন না যায় মনের বল।
নিত্য-জীবন-লাভের পথে জাগুক তোমার মূর্ত্তি অচঞ্চল!

পরের পরম বুঝ্‌তে শিখাও, হে প্রেমগুরু, চিত্তে এস নেমে,
কুষ্ঠ-ক্লেদের মাঝখানে ভার দাও হে সেবার সর্ব্বসহা প্রেমে ;
মন নিতে চায় ওই আদর্শ, নাগাল না পাই, হাত ধ'রে
নাও তুমি,
ম'রে অমর হবার মতন দাও শকতি দীনের শরণ ভূমি !
সবল কর পঙ্গু ইচ্ছা, পরশ বুলাও মনের পক্ষাঘাতে,
হাত ধ'রে নাও, পৌঁছিয়ে দাও সত্যি-বাঁচার নিত্য-সুপ্রভাতে !
বিশ্বাসে যে বল অমিত সেই অমৃতের দরজা দাও খুলে,
অভয়-দাতা ! পৌঁছিয়ে দাও পরম-অন্ন-দাতার চরণ-মূলে !
ব্যথার বিষে মন ঝিমালে স্মরি যেন তোমার মশান-গীতা—
"না গো আমায় ত্যাগ ক'রো না, ত্যাগ ক'রো না,
পিতা ! আমার পিতা !"

—সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত

কবি প্রশস্তি

(রবীন্দ্রনাথের উদ্দেশ্যে)

বাজাও তুমি সোনার বীণা হে কবি ! নব বঙ্গে ;
মাতাও তুমি, কাঁদাও তুমি, হাসাও তুমি রঙ্গে !
তোমার গানে, তোমার সুরে
উঠিছে ধ্বনি ভুবন জুড়ে,
লক্ষ হিয়া গাহিয়া আজি উঠিছে তব সঙ্গে।

কমলে তুমি জাগালে প্রাতে, নিশীথে রজনীগন্ধা,
পূর্ণা তিথি মিলায়ে আনি' রিক্তা মাঝে নন্দা !
যে ফুল ফোটে স্বর্গ বায়ে
আহরি' দিলে প্রিয়ের পায়ে,
মিলালে আনি' অনাদি বাণী নবীন মধুচ্ছন্দা।

জগৎ-কবি সভায় মোরা তোমার করি গর্ব্ব,
বাঙ্গালী আজি গানের রাজা, বাঙ্গালী নহে খর্ব্ব।
দর্ভ তব আসনখানি
অতুল বলি' লইব মানি'
হে গুণী তব প্রতিভা-গুণে জগৎ-কবি সর্ব্ব।

চাতক তুমি কত না মেঘে মেখেছ বারি-বিন্দু,
কত না ধারে ভরিয়া তুমি তুলেছ চিত-সিন্ধু!
মরাল তুমি মানস-সরে
ফিরেছ কত হরষ-ভরে,
চকোর তুমি এসেছ ছুঁয়ে গগন-ভালে ইন্দু।

বঙ্গ-বাণী-কুঞ্জে তুমি আনিলে শুভ লগ্ন,
বাজালে বেণু মোহন তানে পরাণ হ'ল মগ্ন!
বিষাণ যবে বাজালে মরি,
গলিয়া শিলা পড়িল ঝরি'
মিশিল স্রোতে বন্ধ ধারা, পাষাণ-কারা ভগ্ন।

অমৃত এনে দিয়েছ প্রাণে পরাণ-শোষী দুঃখ,
গৌণ যাহা না গণি' তাহে চিনিয়া নিলে মুখ্য;
শোকের রাতে রহিলে ধরে
হিরন্ময় মৃণাল-ডোরে,
রুদ্রে নিলে বরণ করে, রসায়ে নিলে রুক্ষ।

রেখেছ তুমি দৈবী শিখা হৃদয়ে চির-দীপ্ত,
অবিশ্বাসে হতাশ্বাসে জগৎ যবে ক্ষিপ্ত ;
মত্ততারে করেছ ঘৃণা—
চাহ না তবু মুক্তি বিনা,
উজল মনোমুকুর তব হয়নি মসীলিপ্ত।

বাজাও কবি ! আলোক বীণা মধুর নব ছন্দে,
হৃদয় শতদল সে তুমি ফুটাও সুধা গন্ধে ;
যে ভাব ওঠে প্রাণের মাঝে
তোমার গানে সকলি আছে,
তোমার নামে মেতেছে দেশ,—মিলেছে মহানন্দে।

গহন মেঘে বিজলী সম উজলি' আছ বঙ্গ,
মাতাও কভু কাঁদাও তুমি হাসাও করি' রঙ্গ !
সূর্য্য সম উজলি তুমি
সপ্ত ঘোড়া ছোটাও তুমি,
তৃপ্ত আজি হৃদয়-প্রাণ লভিয়া তব সঙ্গ।

—সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত

রবীন্দ্রনাথের জন্মদিনে (২৫-শে বৈশাখ) অথবা তাঁহার তিরোধান-দিবসে (২২-শে শ্রাবণ) অবৃত্তি করিতে পারা যাইবে।

রবীন্দ্র মঙ্গল

হে মহান্! মহাপ্রাণ! বিশ্বপ্রেমে হে মহাপ্রেমিক!
হে রবীন্দ্র! তোমার উদয়ে
ঘুচিয়াছে সূচীভেদ্য এ বঙ্গের আঁধার-অলীক,
জ্যোতিশ্ছটা খেলে চারিধার!
হের দেখ সারি সারি, জাগিয়াছে নর-নারী;
আপনি প্রতিভা-উষা, লীলাময়ী জ্যোতির্ম্ময়ী বালা—
তোমার শ্রীকণ্ঠে, দেব, পরায়েছে স্বয়ম্বর-মালা!

* * * *

বসন্ত ছিলনা বঙ্গে; হইত না বাসন্ত উৎসব;
থাকি থাকি শ্যামা দিত শিস্;
ময়না চন্দনা টিয়া করিত অস্ফুট কলরব;
কপোত কূজিত অহর্নিশ!
বসন্তের প্রিয়পাখী, হে কোকিল তুমি ডাকি
বসন্ত আনিলে বঙ্গে!—পিকরাজ, সারি সারি পিক
কুহরিছে কুঞ্জে কুঞ্জে! কি উৎসব! শিহরিছে দিক!

* * * *

কোনো ভক্ত দিল বাণী-কমকণ্ঠে যূথিকার মালা;
অলক্তে রঞ্জিল কেহ পদ;
কোনো ভক্ত দিল মা'র দুই ভুজে কাঁকণ উদালা;
তবু মার ব্যর্থ মনোরথ?

আনি' রক্ত শতদল, পারিজাত, নীলোৎপল,
তুমি যবে হে পূজারি! সাজাইলে মায়ের শ্রীঅঙ্গ,
উছলিল অঙ্গে অঙ্গে লাবণ্যের কি লীলাতরঙ্গ!

*   *   *   *

ছিল না, ছিল না এই শূন্যকুঞ্জে উদ্বেল আনন্দ;
বাজিত গো ঢোল আর কাঁশি;—
ভাব-গোপীবৃন্দ-মাঝে আসি তুমি ঘুচাইয়া ধন্ধ,
ফুকারিয়া বাজইলে বাঁশী,—
হে কাব্যের বংশীধর, শুনি নাই সুধাস্বর
কবিতা-কালিন্দী মরি লীলারঙ্গে বহিল উজান!
ভাব-গোপীবৃন্দ-হৃদে বহিল গো আনন্দ তুফান!

*   *   *   *

বহুদিন হে পূজারী! মন্দিরের দ্বার ছিল রুদ্ধ!
তুমি আসি' খুলিলে কপাট,
আরম্ভিলা মহাপূজা, কি আগ্রহে, হয়ে শুদ্ধবুদ্ধ!
কি উৎসাহে ভাতিল ললাট!
লভি' সে অপূর্ব্ব পূজা, সুপ্রসন্না শ্বেতভূজা
দিলা তোমা কুহকিনী বীণা তাঁর, আনন্দ ঝরণা
ঝঙ্কারে ঝঙ্কারে যার সারা বিশ্ব বিস্ময়ে মগনা।

হে বরেণ্য মহাকবি ! তাই মুগ্ধ সারা বঙ্গ আজি
রচিয়াছে স্বর্ণ-সিংহাসন ।
বাজিছে মঙ্গল-শঙ্খ ! সাজাইয়া অর্ঘ্যপুষ্পরাজি
চারিধারে পূজা-আয়োজন !
চারিধারে হুলুধ্বনি, আনন্দের রণরণি,
রাজ-অভিষেক বাদ্য বাজিতেছে হৃদয়-তোরণে,
বোস, বোস, রাজেশ্বর ! এ ভক্তের এ প্রাণ-সিংহাসনে !

* * * *

ধরো শিরে, হে নৃপতি ! যশের এ মুকুট উজ্জ্বল ;
পর কণ্ঠে মালিকা মধুর !
আজি এ কি কি মহোৎসব ! সারা বঙ্গ আনন্দে চঞ্চল
কলকণ্ঠে ধরিয়াছে সুর !
সূর্য্যকান্ত মণিসম, মধ্যমণি অনুপম,
তুমি আজি কি ভাস্বর, ইন্দ্রনীলে মুকুতাভূষণে,
ঝলকিছে, চমকিছে সভা আজি, রতনে রতনে ।

—দেবেন্দ্রনাথ সেন ।

রবীন্দ্রনাথের জন্মদিনে (২৫শে বৈশাখ) আবৃত্তির উপযোগী ।

কবির আদর্শ

পৃথিবীর মাঝে জন্ম লয়েছি
মানুষের মত বাঁচিতে চাই,
দয়া দান আর ভিক্ষাপাত্র
হাতে তুলে যেন লই না ভাই।
জীবন মরণ তুচ্ছ করিয়া
বরণ করিব দুঃখ ক্লেশ ;
বিদেশী শাসন চলিবে না আর
স্বাধীন করিব মোদের দেশ।
মানুষ আমরা মানুষের মত
মাথা উঁচু ক'রে চলিব সোজা
বিদেশী পণ্য বরণ করিয়া
বাড়াব না আর পাপের বোঝা।
স্বদেশী মন্ত্রে দীক্ষিত মোরা
তবে আর কেন করিব দেরী,
পূর্ব্বাচলের আহ্বান এল
বাজিবে আবার বিজয় ভেরী।
স্বাধীন ভারতে নব জাগরণে
নূতন সূর্য্য উদিবে নভে,
শক্তি বুদ্ধি তোমার কবিতা
প্রেরণা যোগাবে মোদের সবে।

মোদের বক্ষে রক্ত-লিখনে
অঙ্কিত আছে কবির স্মৃতি,
অন্তর হ'তে তাঁহারি তরে
নিত্য ঝরিবে নীরব প্রীতি।
বিশ্ব-কবির স্মৃতিরে স্মরিয়া
গর্ব্বে নাচিছে মোদের প্রাণ,
বাঙ্‌লার ছেলে তব আদর্শে
নিজের আত্মা করিবে দান।[১]

সুভাষ-প্রশস্তি

সাত কোটি সন্তানেরে হে মুগ্ধ জননি,
রেখেছ বাঙ্গালী করে মানুষ করনি !—
উদার এ কবি-বাক্য ঋষি-বাক্য হ'য়ে
সম্মুখে জাগিছে আজি প্রত্যক্ষ প্রত্যয়ে !
গৃহহারা লক্ষীছাড়া, শক্তি-নির্য্যাতিত
যে মহাসন্তান তব বিশ্বের বিদিত
আজিকার শক্তিমত্ত স্বার্থসন্ধী দিনে,
হে বঙ্গ তাহারে তুমি নিয়েছিলে চিনে

---

[১] রবীন্দ্রনাথের জন্মদিনে অথবা তিরোধান-দিবসে আবৃত্তির উপযোগী

সে-দিনের নির্জিতেরে শত্রুদল-মাঝে ;
তাই তার জয়শঙ্খ বিশ্ব জুড়ি' বাজে,
দিগ্বিদিকে বিস্তারিয়া বিজয়-কেতন,—
মোহমুক্ত জননীর দেশমুক্তি-পণ !
তোমার সন্তান বলি', নাহি, মাতা, লাজ ;
বিশ্ব-জননীর বক্ষে মানুষই সে আজ !

ভাগ্যে তারে আঁকড়িয়া রাখোনি অঞ্চলে,
তাই পার্থসম শক্তি সর্ব্ব জলে-স্থলে
লভিয়া বিপুল বীর্য্যে বিশ্বখ্যাত আজ,
তারে পেয়ে ধন্য আজি ক্ষত্রিয়-সমাজ।
নহে যারা ঈর্ষাতুর ঐশ্বর্য্য-বণিক,—
সিংহচর্ম্মী শিবাদলে দিয়া শতধিক
অটল পৌরুষে তাই আজি সে মানুষ,
বিশ্ব-স্বাধীনতা-যজ্ঞে প্রকাণ্ড পুরুষ !
সুভাষ তাহার নাম,—বাঙ্গালীর ছেলে
ভারতে লঙ্ঘিয়া তাই বিশ্বে ঠাঁই পেলে !
সত্যে যার লক্ষ্য, তার নাহি আত্মপর,
অমৃত-সন্ধানী যে-বা মুক্ত তার ঘর।
আজি যারা ফোঁসে রোষে তুলি' দুষ্ট ফণা,
নির্ব্বিদ ভুজঙ্গ তারা—সত্যের ছলনা।

—শ্রীযতীন্দ্রমোহন বাগচী

ঋতু-উৎসব
ও
বিশ্ব-প্রকৃতি

নববর্ষ

পুরাতন বৎসরের জীর্ণ ক্লান্ত রাত্রি
ওই কেটে গেল, ওরে যাত্রী!
তোমার পথের 'পরে তপ্ত রৌদ্র এনেছে আহ্বান
রুদ্রের ভৈরব গান।
দূর হ'তে দূরে
বাজে পথ শীর্ণ তীব্র দীর্ঘতান সুরে,
যেন পথহারা
কোন্ বৈরাগীর একতারা।

ওরে যাত্রী,
ধূসর পথের ধূলা সেই তোর ধাত্রী,
চলার অঞ্চলে তোরে ঘূর্ণিপাকে বক্ষেতে আবরি'
ধরার বন্ধন হ'তে নিয়ে যাক হরি'
দিগন্তের পারে দিগন্তরে।

পথে পথে অপেক্ষিছে কাল-বৈশাখীর আশীর্ব্বাদ,
শ্রাবণরাত্রির বজ্রনাদ।
পথে পথে কণ্টকের অভ্যর্থনা,
পথে পথে গুপ্ত সর্প গূঢ়ফণা।

নিন্দা দিবে জয়শঙ্খনাদ
এই তোর রুদ্রের প্রসাদ।
ক্ষতি এনে দিবে পদে অমূল্য অদৃশ্য উপহার।
চেয়েছিলি অমৃতের অধিকার,—
সে ত নহে সুখ, ওরে, সে নহে বিশ্রাম,
নহে শান্তি, নহে সে আরাম।
মৃত্যু তোরে দিবে হানা,
দ্বারে দ্বারে পাবি মানা,
এই তোর নব বৎসরের আশীর্ব্বাদ,
এই তোর রুদ্রের প্রসাদ।
ভয় নাই, ভয় নাই, যাত্রী,
ঘরছাড়া দিক্‌হারা অলক্ষ্মী তোমার বরদাত্রী।

পুরাতন বৎসরের জীর্ণ ক্লান্ত রাত্রি
ওই কেটে গেল, ওরে যাত্রী!
এসেছে নিষ্ঠুর,
হোক্‌রে দ্বারের বন্ধ দূর,
হোক্‌রে মদের পাত্র চূর!

নাই বুঝি, নাই চিনি, নাই তারে জানি,
ধরো তার পাণি,—
ধ্বনিয়া উঠুক তব হৃদ্‌কম্পনে তা'র দীপ্ত বাণী।
ওরে যাত্রী,
গেছে কেটে, যাক্ কেটে পুরাতন রাত্রি!

—রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

বৈশাখী

বৈশাখ শুভ বৈশাখ তুমি
দেব-করুণায় মাখা,
মর্ত্ত্য-লোকের দুয়ারে রোপিত
কল্পতরুর শাখা।
চম্পকে তুমি ফুল ধরায়েছ
রসালে রঙীন ফল,
দীপ্তি তোমার জপের মন্ত্র
ঝঞ্ঝা তোমার ছল।

কে বলে তোমায় রিক্ত? তুমি যে
সত্য যুগের আদি,
আলো শতদল হৃদয়ে তোমার
তুমি হে ব্রহ্মবাদী।
মহেশেরে তুমি পূজেছ পূজিছ
বৈশাখী চাঁপা-ফুলে,
কৌতুক তব কাল-বৈশাখী,
ধ্বজা তব মেঘে খুলে

ভারতে করিলে তুমি প্রবুদ্ধ
বুদ্ধেরে দিলে আনি,
এশিয়ার আলো চুমিল প্রথম
তোমার ললাট খানি।
হেম-চম্পক বরণ-বিভায়
ছাইল ধরণীতল,
শিবের চরণে পড়িল তোমার
অমল চাঁপার দল।

জগতের কবি প্রভাময় রবি
তোমারই অঙ্কে শোভে,
চন্দ্রলোকের চকোর মরতে
যার গীত-সুধা লোভে।
চম্পা-পেলব গানগুলি যার
পুলকে আলোক ছায়,—
হাজার হাজার চাঁপা-ফুল পড়ে
সুন্দর-শিব পায়।
বিশাখা তারায় জন্ম তোমার
নাম তব বৈশাখ,

মধু দান তুমি দিলে ছনিয়ায়
ভাঙিয়া মধুর চাক।
পুণ্য-ভানুর আলো-চন্দন
ললাটে তোমার আঁকা
বৈশাখ শুভ বৈশাখ তুমি
কল্পতরুর শাখা।

—সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত

শীত

বিশ্বের বিরাট্ বক্ষে পাতি' শবাসন ;
সাধিতেছ প্রলয় সাধন—
কে তুমি সন্ন্যাসী !
বর্ণ-গন্ধ-গীত-বিচিত্রিত জগতের নিত্য প্রাণস্পন্দ,
কি স্বতন্ত্র মায়ামন্ত্র বলে পলে পলে হ'য়ে আসে বন্ধ !
মরণের আবাহন তরে কেন এই তীব্র আরাধন ;
চেষ্টা সর্ব্বনাশী ?
বর্ষ পরে বিশ্ব জুড়ে' বসিলে আবার ; হে রুদ্র সন্ন্যাসী !

তোমার বিশাল বক্ষ উঠিছে পড়িছে
রেচকে পূরকে দীর্ঘশ্বাসে ;
ওগো যোগীশ্বর !
তব প্রতি পূরকনিঃশ্বাস আকর্ষিছে দুর্নিবার টানে ;
মৃত্যুভয়-ভীত সর্ব্বজনে ; তব বক্ষ-গহ্বরের পানে !
হি হি কম্প লাগিয়াছে বিশ্বে সন্ সন্ নিঃশ্বাসে তোমার
শীত ভয়ঙ্কর !
আকর্ষিছ মরণের পানে ; শবাসন কেগো যোগীশ্বর !

রেচক প্রশ্বাস তব ছড়ায় চৌদিক
কর্ম্মহীন নির্ম্মম নির্ব্বেদ ;
শূন্য জলে-স্থলে !
পত্র পুষ্পলতাবন্ধহীন বন—যেন সন্ন্যাসীর মেলা !
স্তব্ধ সিন্ধু ভাবে—বালুতটে শুক্তি লয়ে মিছে ছেলে খেলা !
নিরুদ্ধ নির্ঝর গিরি ; শৈলসিন্ধুময়ী পৃথ্বী লয়ে যেন
দণ্ড-কমণ্ডলে
বাহিরায় ম্লান জ্যোৎস্নারাতে ব্যোমচারী ভৈরবীর দলে !

সদ্য প্রজ্জ্বালন-ধূমায়িত তব চিতা
উদ্গারিছে রাশি রাশি রাশি
কবোষ্ণ কুজ্ঝটি !
পীত পাণ্ডু শ্যামলতা, শীর্ণ জরাজীর্ণ যৌবন নবীন,
মৃত প্রাণ ; দগ্ধ আশা ; স্তব্ধ শব্দ ; চূর্ণ পূর্ণতা প্রবীণ,
কোন্ মহা আকর্ষণ-বলে পড়ে তব চিতা 'পরে আসি'
দলে দলে ছুটি',
স্পর্শ করি' মৃত্যুমন্ত্রঃপূত চিতোত্থিত কবোষ্ণ কুজ্ঝটি !

কবে শেষ হবে এই রুদ্র আহরণ—
যজ্ঞাগ্নির ইন্ধন-সম্ভার ;
হে মহাঋত্বিক !
কবে তব একটি ফুৎকারে, এই ঘন ধূমপুঞ্জ ছেদি'
লেলিহান প্রলয়াগ্নিশিখা সহসা উঠিবে অভ্রভেদি ?
দহনান্তে রবে পড়ে' চির হাহাকার ; করি' ভস্মসার
নিত্য-নৈমিত্তিক !
কতদিনে যজ্ঞে তব দিবে পূর্ণাহুতি হে মহাঋত্বিক !

—শ্রীযতীন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত

ঝর্ণা

ঝর্ণা! ঝর্ণা! সুন্দরী ঝর্ণা!
তরলিত চন্দ্রিকা! চন্দন-বর্ণা!
অঞ্চল সিঞ্চিত গৈরিকে স্বর্ণে,
গিরি-মল্লিকা দোলে কুন্তলে কর্ণে,
তনু ভরি' যৌবন, তাপসী অপর্ণা!
ঝর্ণা!
পাষাণের স্নেহধারা! তুষারের বিন্দু!
ডাকে তোরে চিত-রোল উতরোল সিন্ধু।
মেঘ হানে জুঁইফুলী বৃষ্টি ও-অঙ্গে,
চুমা-চুম্‌কীর হারে চাঁদ ঘেরে রঙ্গে,
ধূলা-ভরা দ্যায় ধরা তোর লাগি' ধর্ণা!
ঝর্ণা!
এস তৃষ্ণার দেশে এস কলহাস্যে—
গিরি-দরী-বিহারিণী হরিণীর লাস্যে,
ধূসরের ঊষরের কর তুমি অন্ত,
শ্যামলিয়া ও-পরশে কর গো শ্রীমন্ত,
ভরা ঘট এস নিয়ে ভরসায় ভর্ণা!
ঝর্ণা!
শৈলের পৈঁঠায় এস তনুগাত্রী!
পাহাড়ের বুক-চেরা এস প্রেমদাত্রী!

পান্নার অঞ্জলি দিতে দিতে আয় গো,
হরিচরণ-চ্যুতা গঙ্গার প্রায় গো,
স্বর্গের সুধা আনো মর্ত্তে্য সুপর্ণা!
ঝর্ণা!
মঞ্জুল ও-হাসির বেলোয়ারি আওয়াজে
ওলো চঞ্চলা! তোর পথ হ'ল ছাওয়া যে!
মোতিয়া মোতির কুঁড়ি মূরছে ও-অলকে,
মেখলায়, মরি মরি, রামধনু ঝলকে!
তুমি স্বপ্নের সখী বিদ্যুৎপর্ণা!
ঝর্ণা!

—সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত

সিন্ধু তাণ্ডব

মহৎ ভয়ের মুরৎ সাগর
বরণ তোমার তপঃশ্যামল ;
মহেশ্বরের প্রলয়-পিনাক
শোনাও আমায় শোনাও কেবল।

বাজাও পিনাক, বাজাও মাদল,
আকাশ-পাতাল কাঁপাও হেলায়,
মেঘের ধ্বজায় সাজাও দ্যুলোক,
সাজাও ভূলোক ঢেউয়ের মেলায়।

ধবল ফেনায় ফুটুক তোমার
পাগল হাসির আভাস ফেনিল,
আলাপ তোমার প্রলাপ তোমার
বিলাপ তোমার শোনাও, হে নীল!

কিসের কারণ আকাশ-ভাষণ ?
কিসের তৃষায় হৃদয় অধীর ?

পরাণ তোমার জুড়ায় না হায়
অধর-সুধায় অযুত নদীর ?
বেদের অধিক প্রাচীন নিবিদ
নিবিদ হ'তেও প্রাচীন ভাষায়,—
মরম তোমার নিতুই জানাও
হে সিন্ধু ! কোন্ সুদূর আশায় ?

সুধার আধার চাঁদের শোকেই
তোমার কি এই পাগল ধরণ ?—
মথন-দিনের গভীর ব্যথায়
মরণ-সমান আঁধার বরণ !

গলায় তোমার নাগের নিবীত
ঢেউয়ের মেলায় সাপের সাপট ;
চাঁদের তরাস রাহুর গরাস,
রাহুর তরাস তোমার দাপট।

হাজার যোজন বিথার তোমার,
বিপুল তোমার হৃদয় বিজন ;

তোমার ক্ষোভের নিশাস মলিন
করুক প্রাবৃট্ মেঘের সৃজন।
বাজাও মাদল, বিভোল পাগল!
উঠুক হে জয়-জয়ন্তী তান;
বাজের আওয়াজ তোমার কাছেই
শিখুক নবীন মেঘের বিতান।

ঢেউয়ের ঘোড়ায় কে হয় সওয়ার,
কে হয় জোয়ার-হাতীর মাহুত?
ডাকাও সবায়, মিলাও সবায়,
পাঠাও তোমার প্রগল্ভ দূত।

প্রাচীন জগৎ গুঁড়াও এবং
নূতন ভুবন গড়াও হেলায়,
উঠুক কেবল 'ববম্' 'ববম্',
চতুঃসীমার বেলায় বেলায়।

জগন্নাথের শীতল শয়ান
তুমিই কি সেই অনন্ত নাগ?

ফণায় ফণায় মাণিক তোমার
পাথার-হিয়ায় অতুল সোহাগ।
তিমির পাঁজর তুফান তোমার,
খেলার জিনিস হাঙর মকর,
সাগর-কুলের স্বখাত সলিল
নিধির নিধান হে রত্নাকর!

বিরাগ তোমার যেমন বিষম,—
সোহাগ তেমন, তেমন শাসন;
ঢেউয়ের দোলেই ভুবন দোলাও,
ভূমার কোলেই তোমার আসন।

সুধার সাথেই গরল উগার!—
পাগল! তোমার এই কি ধরণ?
জগৎ-জয়ের মুরৎ সাগর!
মহৎ ভয়ের মহৎ শরণ!

—সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত

হিমালয়

নম নম হিমালয় !
গিরিরাজ—তুমি, মানচিত্রের মসীর চিহ্ন নয় !
বর্ষা-মেঘের মত গম্ভীর !
দিগ্‌বারণের বিপুল শরীর !
অবাধ বাতাস বাধ্য তোমার, তোমারে করে সে ভয়।
নম নম হিমালয়।

নম নম গিরিরাজ !
অযুত ঝোরার মুক্তা-ঝুরিতে উজ্জ্বল তব সাজ ;
সূত্রবিহীন কুসুমের হার
উল্লাসে শোভে উরসে তোমার ;
মৃদু-পর্ণিকা করিছে অঙ্গে পত্র-রচনা কাজ !
নম নম গিরিরাজ !

নম মহামহীয়ান !
নতশিরে যত গিরি-সামন্ত সম্মান করে দান।
গুহার গূঢ়তা, ভৃগুর ভ্রূকুটি,
তোমাতে রয়েছে পাশাপাশি ফুটি'
ভীম অর্ব্বুদ, ভীষণ তুষার গাহিছে প্রলয় গান !

নম মহামহীয়ান্!
নম নম গিরিবর!
স্থির তরঙ্গ-ভঙ্গিমাময় দ্বিতীয় রত্নাকর।
শিখরে শিখরে, শিলায় শিলায়,—
চপল-চমরী-পুচ্ছ-লীলায়,—
সাগর-ফেনের মত সাদা মেঘ নাচিছে নিরন্তর।
নম নম গিরিবর।

নম নম হিমবান্!
মৌনে শুনিছ বিশ্ব-জনের দুঃখ-সুখের গান,
নিখিল জীবের মঙ্গলভার,
নিজ মস্তকে বহ অনিবার,
চির-অক্ষয় তুষার তোমার শত-চূড়ে শোভমান্;
নম নম হিমবান্।

নম নম ধরাধর!
নাগবেণী আর সরল শালেতে মণ্ডিত কলেবর;
মেঘ উত্তরী, তুষার কিরীট,
ছত্র আকাশ, ধরা পাদপীঠ;

তুমি লভিয়াছ মৃত্যু-ভুবনে চির অমরতা-বর !
নম নম ধরাধর ।
নম নম হিমাচল !
তপস্বী তব আশ্রয়ে পেয়েছে কাম্যফল ;
মোদের দিয়াছ নব আনন্দ,—
মহামহিমার বিশাল ছন্দ
তোমারে হেরিয়া পরাণ ভরিয়া উছলিছে অবিরল !
নম নম হিমাচল ।

অতীত সাক্ষী নম !
ক্ষুদ্র কবির ক্ষীণ কল্পনা অক্ষম ভাষা ক্ষম
বাল্মীকি যার বন্দনা গান,
কালিদাস যার অন্ত না পান,—
সেই মহিমার ছবি আঁকিবার দুরাশা ক্ষম হে ক্ষম ;
বিশ্ব-পূজিত নম ।

—সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত

